Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৮তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০১৫

মাসিক

আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০১৫

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আর কেন? এবার জনগণের কাছে আসুন!

গণতন্ত্রের পরিভাষায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। অথচ জনপ্রতিনিধিরাই এখন জনগণকে হত্যা করছে নির্বিচারে। প্রত্যেকে একে অপরকে দোষ দিচ্ছে। তাতে লাভ কি? নিহত ভোটারটি কি আর বেঁচে উঠবে? বা আগুনে পোড়া মানুষটি কি কখনও নেতাদের ক্ষমা করবে? ৭দিন চলে গেছে অনেক আগে। আর কেন? এবার ফিরে আসুন জনগণের আদালতে। সফলতা ও ব্যর্থতার বিচারভার তাদের উপর ছেড়ে দিন। মনে রাখতে হবে দায়িত্বহীন আর দায়িত্বশীল কখনও এক নয়। দায়িত্বহীনরা যা খুশী করতে পারে। কিন্তু দায়িত্বশীলরা স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারে না। তারা অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে ট্রেনে একবার বোমা হামলা হ'ল। তাতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী দায়-দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করলেন। আমাদের দেশে গত ৫৪ দিনে ১৪ বার ট্রেনে নাশকতা হ'ল। কিন্তু কেউ তো দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করলেন না। তাহ'লে দু'দেশের দুই গণতন্ত্রে নিশ্চয় কোন পার্থক্য আছে। সেটা কি, তা সহজেই অনুমেয়।

আমরা মুসলমান। এদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হ'ল ইসলাম। আল্লাহর বিধানকে স্বাধীনভাবে মেনে চলে সুখ-শান্তির সাথে জীবন-যাপন করার জন্যই মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা ১৯৪৭ সালে পৃথক রাষ্ট্রের অংশ হয়েছিল। অতঃপর ১৯৭১ সালে একই মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। আজ যদি সেই ইসলামী চেতনা হারিয়ে যায়, তাহ'লে এদেশের স্বাধীন সত্তা একদিন হারিয়ে যাবে। এপার বাংলা-ওপার বাংলার মাঝে বিভক্তির কোন যুক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামী চেতনা হ'ল মানুষের স্বভাবধর্ম এবং মানবতার সর্বোচ্চ চেতনা। যা সকল মানুষকে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করে। আর আল্লাহর বিধান সকল মানুষের জন্য সমভাবে কল্যাণকর। যেমন আল্লাহর সৃষ্টি চন্দ্র-সূর্য, আলো-বাতাস সবার জন্য কল্যাণকর। অজ্ঞরাই কেবল 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নাম নিয়ে ইসলামকে সাম্প্রদায়িক বলতে চায়। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে চায় এবং নিজেদের মনগড়া আইনে জনগণকে আল্লাহর গোলাম হওয়ার বদলে নিজেদের

গোলাম বানাতে চায়।

এদেশের ১৬ কোটি মানুষের ইসলামী চেতনার সর্বোচ্চ বাস্তবায়নকারী হ'ল এদেশের সরকার ও আদালত। কিন্তু তারা কি সেটা করছেন? নিঃসন্দেহে নয়। ফলে রাজনীতির নামে স্রেফ ক্ষমতার জন্য হিংসা-প্রতিহিংসার মাধ্যমে যারা দেশকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, তাদেরকেও মরতে হবে এবং আল্লাহ্র আদালতে দাঁড়াতে হবে? কি নিয়ে দাঁড়াবেন সেদিন তাঁর সামনে? আল্লাহ মানুষকে ক্ষমতা দেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। সেই পরীক্ষায় বিগত বা বর্তমান ক্ষমতাসীনরা কি উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছেন? তারা কি আবুবকর ও ওমরের মত নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী হয়ে গণমানুষের সেবক হ'তে পেরেছেন? পেরেছেন কি দ্বীনদার মানুষের হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করতে? হাযারো ফাসেকের গগণবিদারী শ্লোগানের চাইতে যাদের প্রাণখোলা দো'আ আল্লাহ সাগ্রহে কবুল করে থাকেন এবং একজন তাওহীদবাদী প্রকৃত মুমিনের জন্য তিনি কিয়ামত পিছিয়ে দিবেন' *(মুসলিম)*। সন্তানহারা মায়ের কান্না, স্বামীহারা বিধবার বুকফাটা আর্তনাদ, বুলেটবিদ্ধ তরুণের বাপ-মায়ের বোবা চাহনি, পেট্রোলবোমায় ঝলসানো মানুষের তীব্র অন্তর্বেদনা, কারাগারে ধুঁকে মরা হাযারো নিরপরাধ মানুষের আকুল ফরিয়াদ আর মযলূমের হৃদয় উৎসারিত দীর্ঘশ্বাস যিনি শুনেন, তিনি সবকিছুর চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিবেনই। কিছুটা দেরীতে অথবা এখনই। তাই সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ, আল্লাহ্র প্রতিশোধ নেমে আসার আগেই বিরত হৌন! দায়িত্বশীলরাই সেটা করবেন সর্বাগ্রে।

নমরূদ, ফেরাঊন, তৈমুর, হালাকু, চেঙ্গীয, হিটলার, মুসোলিনী, লেনিন, স্ট্যালিন, মাওসেতুং প্রমুখ বিশ্বসেরা অত্যাচারী শাসকদের সবাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের নাম নিতেও ভয়ে আঁৎকে ওঠে। তৈমুর লং-এর এক পা ল্যাংড়া ছিল। কুরআনের হাফেয ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু মানুষ মেরে আনন্দ পেতেন। হাযার হাযার নিরপরাধ মানুষের মাথার খুলি দিয়ে সুউচ্চ মিনার বানিয়ে তিনি অন্যদের ভয় দেখাতেন। এ যুগের অত্যাচারীরা এটমবোমা মেরে নিমেষে লাখো বনু আদমকে হত্যা করে বিশ্বকে ভয় দেখিয়েছে। আজও তারা পৃথিবীর দিকে দিকে সেটা করে চলেছে। অন্যদিকে ইরাকের জনৈক স্বঘোষিত খলীফার (?) হুকুমে তার লোকেরা মানুষকে গাজর-মূলার মত শিরশ্ছেদ করে বিশ্বব্যাপী ভিডিও দেখাচ্ছে। উদ্দেশ্য মানুষকে ভয় দেখানো। এরা ইসলামের সাচ্চা মুজাহিদ সেজে ইসলামের শিক্ষাকে বিদ্রূপ করছে। লাভ কি হচ্ছে তাতে? মানুষ কি তাদের ভয়ে পরিশুদ্ধ হচ্ছে? নাকি সবাই তাদের গোলাম হচ্ছে? চূড়ান্ত বিচারে এদের সবারই ফলাফল শূন্য। বাংলাদেশের হিংসান্ধ নেতৃবৃন্দ কি এদেরই মত ইতিহাসের পাতায় কালো তালিকাভুক্ত হ'তে চান?

বিগত দিনে আল্লাহ্র গযবে চূড়ান্তভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি সমৃদ্ধ জাতির কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তারা হ'ল কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদিয়ান ও কওমে ফেরাঊন। তাদের সকলের ধ্বংসের কারণ ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও চরিত্রগত কারণ ছিল একটাই– দাম্ভিকতা। যার ফলে তারা সুন্দর পৃথিবীটাকে ফাসাদ ও বিশৃংখলায় তছনছ করে ফেলেছিল। ফলে নেমে এসেছিল চূড়ান্ত গযব। নূহের কওমকে সর্বব্যাপী প্লাবণে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল *(নূহ ২৫)*। পরবর্তী সমৃদ্ধ জাতি 'আদ-এর নেতারা বলেছিল, আমাদের চাইতে শক্তিধর জাতি আর কে আছে? *(হা-মীম সাজদাহ ১৫)*। তারা অযথা সুউচ্চ টাওয়ার ও মযবুত প্রাসাদরাজি নির্মাণ করত। তারা দুর্বলদের উপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানতো এবং মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতো *(শু'আরা ১২৮-৩০)*। অবশেষে নেমে এল ইলাহী প্রতিশোধ। সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী প্রবল ঘূর্ণিবায়ু ও বজ্রাঘাতে তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল *(হা-ক্বাহ ৬-৮)*। 'আদ-এর পরবর্তী সমৃদ্ধ ছিল ছামূদ জাতি। তারা ধ্বংস হয়েছিল তাদের ন'জন নেতার কারণে। সমাজে অনর্থ সৃষ্টি করাই ছিল তাদের কাজ *(নমল ৪৮)*। তারা তাদের নবী ছালেহকে তাচ্ছিল্য করে বলেছিল, আল্লাহ্র গযব আনো দেখি, যার ভয় তুমি দেখাচ্ছ? *(আ'রাফ ৭৭)*। তাদের তিন দিন তওবা করার অবকাশ দেওয়া হ'ল। কিন্তু তারা মানেনি। অবশেষে ৪র্থ দিন সকালে নেমে এল ভয়াবহ এক নিনাদ ও প্রবল ভূমিকম্প। যাতে নিমেষে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল *(হূদ ৬৭-৬৮)*। লূত, মাদিয়ান ও কওমে ফেরাঊনের গযবের ইতিহাস আরও মর্মান্তিক। অতএব মানুষের আয় বৃদ্ধি বড় কথা নয়, বরং সুখ-শান্তি বৃদ্ধিই বড় কথা। সুতরাং হে মানুষ! তওবা করে ফিরে এস আল্লাহ্র পথে। তাহ'লেই তোমরা সফলকাম হবে' *(নূর ৩১)*। আল্লাহ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা কর! -আমীন *(স.স.)*।

গরীব ও দুর্বল শ্রেণী : সমাজে অবনত মর্যাদায় উন্নত

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

পার্থিব দৃষ্টিকোণে সহায়-সম্পদ মর্যাদার কারণ হ'লেও আখেরাতের বিচারে তা মর্যাদার বিষয় নয়। জান্নাত পিয়াসী মুমিন তাই দুনিয়াপূজারী হ'তে পারে না। পার্থিব মোহে সে মোহাচ্ছন্ন হয় না। কেননা মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ 'হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে। আর সেই প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে' *(ফাতির ৩৫/৫)*। সম্মান বা মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে তাক্বওয়া *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে সমবেত ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى أَعْجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى 'হে লোক সকল! জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তোমাদের রব (আল্লাহ) এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক। অতএব কোন অনারবী ব্যক্তির উপরে আরবী ব্যক্তির প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কোন আরবী ব্যক্তির উপরেও অনারবী ব্যক্তির, কালো বর্ণের উপরে লাল বর্ণের ও লাল বর্ণের উপরে কালো বর্ণের লোকের কোনই প্রাধান্য নেই, কেবলমাত্র তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা ব্যতীত'।[১] সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাঁর নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে লোকটি চলে গেল তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? সে বলল, তিনি তো সম্ভ্রান্ত লোকদের একজন। আল্লাহ্‌র কসম তিনি এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যদি তিনি কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন তার সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। আর যদি কারো সম্পর্কে সুপারিশ করেন, তখন তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন কিছু সময় চুপ থাকলেন। অতঃপর আরেকজন ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? সে বলল, এই ব্যক্তি তো গরীব মুসলমানদের একজন। সে এমন ব্যক্তি যে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো জন্য সুপারিশ করলেও তা কবুল করা হবে না। এমনকি সে কোন কথা বললেও তা শ্রবণ করা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐ ব্যক্তির (পূর্ববর্তী) চাইতে উত্তম'।[২]

সুতরাং সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিশীল আমলহীন ফাসিক ব্যক্তি নয় বরং তাক্বওয়াশীল আমলে ছালেহ সম্পাদনকারী ব্যক্তির মর্যাদাই আল্লাহ্‌র নিকটে বেশী, হ'তে পারে সে গরীব কিংবা ধনী। আলোচ্য নিবন্ধে গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

গরীব ও মিসকীনদের ভালবাসতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ :

অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে গরীব-মিসকীন ও অসহায়কে অবজ্ঞার চোখে দেখা। এরা অভাব-অনটনে যেমন জর্জরিত, তেমনি সম্পদশালীর নিকটে অবহেলিত। এদের পক্ষে কথা বলার কোন মানুষ নেই। নেই তাদের মানসিক কষ্টগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়ার মত কোন সুজনও। সামাজিকভাবে যেহেতু এরা মর্যাদাহীন, তাই ব্যক্তির নিকটও মূল্যহীন। মানুষের ভালবাসা থেকে এরা নিদারুণভাবে বঞ্চিত। অথচ বিশ্ব মানবতার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই শ্রেণীর লোকদের ভালবাসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আবু যর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) আমি যেন গরীব-মিসকীনকে ভালবাসি ও তাদের নৈকট্য লাভ করি। (২) আমি যেন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাই, যে আমার চেয়ে নিম্ন স্তরের এবং ঐ ব্যক্তির দিকে না তাকাই যে আমার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। (৩) আমি যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করি, যদিও তারা একে ছিন্ন করে। (৪) আমি যেন কারো নিকটে কিছু যাচঞা না করি। (৫) আমি যেন সর্বদা ন্যায় ও সত্য কথা বলি, যদিও তা তিক্ত হয়। (৬) আমি যেন আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করি এবং (৭) তিনি আমাকে এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, আমি যেন অধিকাংশ সময় 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করি। কেননা এই শব্দগুলো আরশের নীচের ভাণ্ডার থেকে আগত'।[৩]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَحِبُّوا الْمَسَاكِيْنَ 'তোমরা মিসকীনদের ভালবাস'। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর দো'আয় বলতে শুনেছি, اَللَّهُمَّ أَحْيِنِى مِسْكِينًا وَأَمِتْنِى مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِى فِى زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন রূপে জীবিত রাখ, মিসকীন রূপে মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উত্থিত কর'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের জীবন যাপনে দরিদ্রতা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের জীবন-যাপন ছিল অনাড়ম্বর। দরিদ্রতা ছিল তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। খেয়ে না খেয়ে তাঁরা দ্বীনে হক্ব প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

---

১. *আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৬ 'গরীবদের ফযীলত ও নবী (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫০০৭।*

৩. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৫৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৬৬।*

৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪১২৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৮।*

নিয়োজিত করেছিলেন। কখনো দু'চারটি খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করেছেন। আবার কখনো কখনো একাধারে কয়েকদিন অভুক্ত থেকেছেন। এরপরও মহান আল্লাহ্‌র উপর তাদের আস্থা ছিল অবিচল। ছবর ও কৃতজ্ঞতা ছিল প্রবল। কেননা তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে হৃদয়চক্ষু দিয়ে দেখেছিলেন।

ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপরে শুয়ে আছেন। তার ও চাটাইয়ের মাঝে কোন চাদর ছিল না। এতে চাটাইয়ের দাগ তার শরীরে লেগে গেল। আর তিনি (খেজুর গাছের) আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের উপর ঠেস দিয়েছিলেন। (ওমর বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নিকটে আপনি দো'আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে স্বচ্ছলতা দান করেন। পারসিক ও রোমকদেরকে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এই ধারণায় আছ? তারা তো এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পার্থিব জীবনেই নে'মত সমূহ আগাম দেওয়া হয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া নির্ধারিত হোক, আর আমাদের জন্য আখেরাত'।[৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ লাগাতার দু'দিন যবের রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হন নাই। আর এমতাবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে'।[৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) একদা এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে বকরী ভুনা পেশ করা হয়েছিল। যা খাওয়ার জন্য আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে আমন্ত্রণ জানানো হ'ল। কিন্তু তিনি তা খেতে অস্বীকার করে বললেন, خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ যবের রুটি দ্বারাও পরিতৃপ্ত হ'তে পারেননি'।[৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দীর্ঘ দশ বছরের খাদেম আনাস (রাঃ) বলেন, مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারের নিকট কোন সন্ধ্যাকালেই এক ছা' গম বা এক ছা' অন্য কোন খাদ্যদানা অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তাঁর নয় জন স্ত্রী ছিল'।[৮]

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৪০; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫০১১।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৭; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫০০৮।*
৭. *বুখারী, মিশকাত হা/৫২৩৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫০০৯।*
৮. *বুখারী, মিশকাত হা/৫২৩৯; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫০১০।*

এতদ্ব্যতীত ক্ষুধার তীব্রতায় ছাহাবীদের পেটে পাথর বাঁধার দৃষ্টান্তও হাদীছে বিধৃত হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমি ক্ষুধার তাড়নায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আবার কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি (ক্ষুধার যন্ত্রণায়) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের রাস্তায় বসে থাকলাম। আবুবকর (রাঃ) পাশ দিয়ে গেলেন। আমি তাকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি কিছু না করেই চলে গেলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) অতিক্রম করলেন। তাকেও একইভাবে প্রশ্ন করলাম। তিনিও কোন কিছু না করে চলে গেলেন। অতঃপর আবুল কাসেম (ছাঃ) যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। আমার মন ও চেহারার অবস্থা তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমার সঙ্গে চল। এই বলে তিনি চললেন। আমিও তাঁর সাথে চললাম। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকেও অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি একটি পেয়ালায় কিছু দুধ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এই দুধ কোথা থেকে এলো। তারা (গৃহবাসী) বলল, অমুকের পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবু হুরায়রা! 'আহলে ছুফফার' নিকটে যাও এবং তাদেরকে ডেকে নিয়ে আস। রাবী বলেন, ছুফফাবাসীরা ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের কোন পরিবার সম্পদ ও কারো উপর ভরসা করার মত কেউ ছিল না। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কোন ছাদাক্বাহ আসত, তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এ থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিতেন ও কিছু অংশ নিজের জন্য রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। (আবু হুরায়রা বলেন) এ আদেশ শুনে আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দিয়ে ছুফফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ তো আমার জন্যই যথেষ্ট হ'ত। এটা পান করে আমার শরীরে শক্তি ফিরে আসত। যখন তারা এসে গেল, তখন তিনি আমাকে আদেশ দিলেন আমিই যেন তা তাদেরকে দেই। এতে আমার আর কোন আশাই থাকল না যে, আমি এই দুধ থেকে কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করে তারা বসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, আমি হাযির হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)। তিনি বললেন, পেয়ালাটি নাও এবং তাদের মধ্যে পরিবেশন কর। আমি পেয়ালাটি নিয়ে তাদের একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তি সহকারে পান করে পেয়ালাটি আমার নিকট ফেরত দিলেন। অতঃপর আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও তৃপ্তি সহকারে পান করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে দিতে দিতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

Contents

পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা এখনতো তুমি আর আমি আছি। আমি বললাম, আপনি ঠিক বলেছেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তুমি বস এবং পান কর। তখন আমি বসে পান করলাম। তিনি বললেন, আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। তিনি আমাকে পান করার নির্দেশ দিতেই থাকলেন। এমনকি আমি বললাম যে, আর না। ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন, তাহ'লে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন ও বিসমিল্লাহ বলে বাকী দুধটুকু পান করলেন।[৯]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَكْلَتَيْنِ فِى يَوْمٍ إِلاَّ إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ একদিনে দু'বেলা খানা খেয়ে একবেলা শুধু খুরমা খেয়েই কাটিয়ে দিতেন'।[১০] তিনি আরও বলেন, كَانَ يَأْتِى عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنْ نُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ 'আমাদের উপর দিয়ে মাস কেটে যেত, অথচ আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার) আগুন জ্বালাতাম না। আমরা কেবল খুরমা ও খেজুরের উপর চলতাম। তবে যৎসামান্য গোশত আমাদের নিকট আসত'।[১১] অন্যত্র আবূ সালামা আয়েশা (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গের কোন কোন মাস এমনভাবে অতিবাহিত হ'ত যে, তাদের কারো ঘরের চুলা থেকে ধোঁয়া বের হ'তে দেখা যেত না। (আবু সালামা বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাদের খাবার কি ছিল? তিনি বললেন, দু'টি কাল জিনিস। খেজুর ও পানি। তবে আমাদের আনছারী প্রতিবেশীরা ছিল সত্যপ্রিয়। তারা বকরী পালতেন এবং বকরীর দুধ উপঢৌকন স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য পাঠাতেন। রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বলেন, তাঁর পরিবারবর্গ নয় ঘরে বিভক্ত ছিল'।[১২]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিন বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তার পরিবারে রাতের খাবার জুটত না। আর অধিকাংশ সময় যবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য'।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিছানা সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল'।[১৪]

আবূ ওয়ায়েল (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা খাব্বাব (রাঃ)-এর শুশ্রূষায় গেলাম। খাব্বাব তখন বললেন, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হিজরত করেছি। এর কর্মফল আল্লাহ্‌র নিকটেই প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই কর্মফল দুনিয়াতে লাভ করার আগেই ইন্তিকাল করেছেন। তন্মধ্যে মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) অন্যতম। যিনি ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি শুধুমাত্র একখানা কাপড় রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিলেন, এটা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর 'ইযখির' (إِذْخِر) ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও। অথচ এখন আমাদের মধ্যে এমনও আছে, যাদের ফল পেকেছে এবং তারা তা সংগ্রহ করছে'।[১৫]

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, 'আমিই প্রথম আরব, যে আল্লাহ্‌র পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। যুদ্ধের সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, দুবলা পাতা ও ঝাউগাছ ব্যতীত খাবারের কিছুই ছিল না। এমনকি আমাদের মল বকরীর মলের মত হয়ে গিয়েছিল'।[১৬]

মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন, একদা আমরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তার পরিধানে ছিল গোলাপী রংয়ের দু'টি কাতান কাপড়। তিনি একটি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে করতে বললেন, বেশ! বেশ! আবূ হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে। অথচ আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর ও আয়েশা (রাঃ)-এর কামরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। এ পথে কেউ এসে আমার ঘাড়ের উপর পা রাখত এবং ধারণা করত যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামী ছিল না। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার এরূপ অবস্থা হত'।[১৭]

ফাযালা বিন উবায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করতেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার জ্বালায় ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যেত। তারা ছিল ছুফফার সদস্য। তাদের অবস্থা দেখে বেদুঈনরা বলত, এরা পাগল নাকি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً 'আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের যে কি মর্যাদা

৯. *বুখারী হা/৬৪৫২।*
১০. *বুখারী হা/৬৪৫৫।*
১১. *বুখারী হা/৬৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯২।*
১২. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৪৫।*
১৩. *তিরমিযী হা/২৩৬০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১১৯।*
১৪. *বুখারী হা/৬৪৫৬; মিশকাত হা/৪৩০৭।*
১৫. *বুখারী হা/৬৪৪৮।*
১৬. *বুখারী হা/৬৪৫৩; মুসলিম হা/২৯৬৬।*
১৭. *বুখারী হা/৭৩২৪; তিরমিযী হা/২৩৬৭।*

তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে তোমরা আরো ক্ষুধার্ত, আরো অভাব অনটনে থাকতে পসন্দ করতে'।[১৮]

নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, أَلَسْتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ 'তোমরা তো এখন ইচ্ছা মতো পানাহার করতে পারছ, অথচ আমি তোমাদের নবী (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি এই শুকনো খেজুরও পেতেন না, যদ্বারা তাঁর পেট ভরতে পারেন'।[১৯]

গরীব ও দুর্বলদের মর্যাদা

১. গরীব ও দুর্বলদের কারণে রিযিক প্রদান করা হয় :

আল্লাহভীরু গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা সমাজিকভাবে হেয় হ'লেও মহান আল্লাহর নিকটে মর্যাদাশীল এ শ্রেণীর কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের রিযিক দিয়ে থাকেন। সা'দ (রাঃ) নিজেকে নিম্নশ্রেণীর লোকদের চাইতে অধিক মর্যাদাশীল মনে করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ 'তোমাদের দুর্বল লোকদের দো'আয় তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় ও রিযিক দেওয়া হয়'।[২০]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, ابْغُوْنِىْ ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ 'তোমরা দুর্বলদের মাঝে আমাকে অন্বেষণ কর। কেননা দুর্বলদের দো'আর কারণেই তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয় এবং সাহায্য করা হয়'।[২১] তাছাড়া দুর্বলদের দো'আ ও শপথ মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ 'এমন অনেক লোক আছে, যাদের মাথার চুল এলোমেলো, এরা মানুষের দুয়ার হ'তে বিতাড়িত। তবে সে যদি আল্লাহ্র নামে শপথ করে, তবে আল্লাহ তার শপথ পূরণ করেন'।[২২]

২. জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশ সম্পদহীন গরীব :

সাধারণত সম্পদশালীদের কমসংখ্যকই আল্লাহভীরু হয়ে থাকে। বরং এদের অধিকাংশই হয় উদ্ধত অহংকারী। ধরাকে করে সরা জ্ঞান। আখেরাতে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, পুলছিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে তাদের কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। দুনিয়া নিয়েই এরা মহাব্যস্ত। অথচ এই সাধারণ জ্ঞানটুকু তাদের ঠিকই আছে যে, দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। যেকোন সময় এখানে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যাবে। তারপরও আখেরাতের প্রস্তুতি নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। ফলে চূড়ান্ত বিচারে তারা হবে চরমভাবে ব্যর্থ। জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়বে যুগ যুগ ধরে।

অপরদিকে আল্লাহ্র পূর্ণ আনুগত্যশীল ব্যক্তি দুনিয়াতে গরীব ও দুর্বল হ'লেও আখেরাতের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সে হবে সফলকাম। প্রবেশ করবে চির শান্তির আবাস জান্নাতে। ভোগ করবে অসংখ্য নাজ ও নে'মত। উল্লেখ্য যে, সমাজের এই গরীব-মিসকীন ও দুর্বল শ্রেণীই অধিকহারে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল হয়। ফলে জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসীও হবে তারাই। ডান হাতে আমলনামা পেয়ে আনন্দচিত্তে সেদিন বলে উঠবে, 'পড়ে দেখ আমলনামা। নিশ্চয়ই আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে। সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফল সমূহ থাকবে অবনমিত। (বলা হবে) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর' *(হাক্কাহ ৬৯/১৯-২৪)*।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার দাম্ভিক অহংকারী যালেম শ্রেণী বাম হাতে আমলনামা পেয়ে বিমর্ষচিত্তে আফসোস করে বলবে, 'হায়, আমার আমলনামা যদি আমাকে না দেওয়া হ'ত। আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়, আমার মৃত্যুই যদি আমার জন্য চূড়ান্ত হ'ত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও আজ ধ্বংস হয়ে গেল। (ফেরেশতাদের বলা হবে) ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাকে বেড়িবদ্ধ কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। কেননা নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না' *(হাক্কাহ ৬৯/২৫-৩৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? (তারা হ'ল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহ্র নামে কসম করে তাহ'লে তা তিনি পূর্ণ করে দেন। (তিনি আরো বলেন) আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? (তারা হ'ল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় ও দাম্ভিক ব্যক্তি'।[২৩] অন্যত্র তিনি বলেন, قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ 'আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন। আর ধনীদেরকে (হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। এছাড়া জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাতে যারা প্রবেশ করছে তাদের বেশীরভাগই নারী'।[২৪]

---

১৮. *তিরমিযী হা/২৩৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৬৯।*
১৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৫; তিরমিযী হা/২৩৭২।*
২০. *বুখারী, মিশকাত হা/৫২৩২।*
২১. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২৪৬, সনদ ছহীহ।*
২২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৪৮৩।*
২৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১০৬।*
২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৩।*

রাসূল (ছাঃ) বলেন, احْتَجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَت النَّارُ فِىَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَت الْجَنَّةُ فِىَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ. قَالَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا إِنَّك الْجَنَّةُ رَحْمَتِى أَرْحَمُ بِك مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّك النَّارُ عَذَابِى أُعَذِّبُ بِك مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلاَكُمَا عَلَىَّ مِلْؤُهَا ‘জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিবাদ হ’ল। জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে উদ্ধত অহংকারী লোকেরা থাকবে। আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ফায়ছালা করলেন এইভাবে যে, তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমাদের দায়িত্ব’।[২৫]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ‘আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসী হ’ল গরীব-মিসকীন। আর জাহান্নামে দেখলাম যে, এর অধিকাংশই হ’ল নারী’।[২৬]

যারা দারিদ্র্যকে নিজের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করেন, আশা করি হাদীছগুলো তাদের লালিত বিশ্বাসে চির ধরাতে পারবে। দুনিয়াতে সম্পদের দীনতাই আপনাকে অগ্রগামী জান্নাতী হ’তে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

৩. ধনীদের পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ :

দুনিয়া বঞ্চিত এই গরীব অসহায়দের জন্য সুখের বিষয় হ’ল যে, ধনীদের আগেই এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে মূল্যহীন থাকলেও আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশের মহা সম্মানে ভূষিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ ‘দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের ধনীদের চাইতে পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[২৭] তিনি আরো বলেন, يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ ‘দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচ শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হ’ল (আখেরাতের) অর্ধ দিনের সমান’।[২৮] অন্যত্র তিনি বলেন, يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ‘দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের চাইতে অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই অর্ধদিন হ’ল পাঁচ শত বছরের সমান’।[২৯]

২৫. *আহমাদ হা/১১৭৫৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬১৫*, সনদ ছহীহ।
২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৪*।
২৭. *তিরমিযী হা/২৩৫১, সনদ ছহীহ*।
২৮. *তিরমিযী হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/৫২৪৩*।
২৯. *তিরমিযী হা/২৩৫৪, সনদ হাসান ছহীহ*।

মুমিনদের করণীয়

১. গরীব বলে কাউকে অবজ্ঞা না করা :

গরীব ও অসহায় মুসলমানদের অবজ্ঞা-অবহেলা না করতে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ‘তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হ’তে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না’ *(কাহফ ১৮/২৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ– ‘আর তাদেরকে বিতাড়িত করবে না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও তোমার দায়িত্বে নেই এবং তোমার হিসাবও বিন্দুমাত্র তাদের দায়িত্বে নেই যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। অন্যথা তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’ *(আন‘আম ৬/৫২)*।

উক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হযরত খাব্বাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে যে, আক্বরা বিন হাবেস আত-তামীমী ও উয়ায়না বিন হিছন আল-ফাজারী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে ছুহায়ব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব (রাঃ) প্রমুখ দরিদ্র অসহায় মুমিনদের সাথে বসা দেখে হেয় জ্ঞান করল। অতঃপর তাঁর নিকটে এসে একাকী বলল, আমরা চাই যে, আপনি আপনার সাথে আমাদের বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আপনার নিকটে আরবের প্রতিনিধি দল সমূহ আসে। এই ক্রীতদাসদের সাথে আরবরা আমাদের উপবিষ্ট দেখলে আমরা লজ্জাবোধ করি। অতএব আমরা যখন আপনার নিকটে আসব তখন আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। আর আমরা বিদায় নেওয়ার পর আপনি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আচ্ছা দেখা যাক। তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন। রাবী বলেন, তিনি কাগজ আনালেন এবং আলী (রাঃ)-কে লেখার জন্য ডাকলেন। আমরা এক পাশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে জিবরীল (আঃ) উপরোক্ত আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন’।[৩০]

সা‘দ (রাঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের ছয়জন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি, ইবনে মাসঊদ, ছুহায়ব, আম্মার, মিকদাদ ও বিলাল (রাঃ)। কুরায়শরা রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমরা এসব লোকের সাথে বসতে সম্মত নই। আপনি

৩০. *ইবনু মাজাহ হা/৪১২৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৯৭*।

এদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৩১]

অতএব কোন অবস্থাতেই গরীব ও দুর্বল ভেবে কাউকে হেয় ও অবজ্ঞা করা যাবে না এবং তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করাও সমীচীন নয়।

২. নিম্ন স্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা :

মুমিনদের উচিত নিজ অবস্থানের চেয়ে উচ্চ স্তরের কোন ব্যক্তি বা তার সম্পদের দিকে আক্ষেপের দৃষ্টিতে না তাকিয়ে বরং নিম্নস্তরের মানুষের দিকে তাকিয়ে নিজের অবস্থার জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ‘যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তির দিকে দেখে যাকে ধন-সম্পদে, স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্ন মানের ব্যক্তির দিকে তাকায়’।[৩২]

ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تُزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ‘তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকাবে না, যে তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এই নীতি অবলম্বন কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে যে নে'মত দান করেছেন, তাকে তুমি ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না’।[৩৩]

৩. অল্পে তুষ্ট থাকা :

মুমিনমাত্রেরই করণীয় হচ্ছে অল্পে তুষ্ট থাকা। আল্লাহ প্রদত্ত হালাল রূযী যত অল্পই হৌক না কেন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করতঃ শুকরিয়া আদায় করলে দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। অল্পে তুষ্ট থাকা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِىَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَرُزِقَ الْكَفَافَ وَقَنِعَ بِهِ ‘সফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি, যাকে ইসলামের দিকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, প্রয়োজন মাফিক রিযিক দান করা হয়েছে এবং তাতেই সে পরিতুষ্ট থাকে’।[৩৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِى جَسَدِهِ آمِنًا فِى سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুস্থ দেহে পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকটে যদি সারাদিনের খোরাকী থাকে, তাহ'লে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়া একত্রিত করা হল’।[৩৫] এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) সবসময়ই প্রয়োজন মাফিক রিযিকের প্রার্থনা করতেন এভাবে, اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا ‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য কেবল জীবন ধারণোপযোগী রিযিকের ব্যবস্থা কর’।[৩৬]

উল্লেখ্য যে, নিম্ন অবস্থানের দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখলে নিজের অবস্থার জন্য সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর উপরের দিকে তাকালে নিজের দৈন্যদশার জন্য কেবল আফসোস বাড়বে এবং নিজেকে হতভাগ্য মনে হবে। পরিণামে মনের অজান্তেই আল্লাহ্‌র অকৃতজ্ঞ বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যা মুমিনকে ব্যর্থতার অতলে ডুবিয়ে দিতে পারে।

উপসংহার :

পরিশেষে দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, অর্থের লোভ আজ মানুষকে পশুত্বের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। সম্পদশালীর ঔদ্ধত্য আর সীমাহীন অহংকারে পর্যুদস্ত হচ্ছে ক্ষমতাহীন গরীব ও অসহায় মানুষ। অর্থনৈতিক বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে মানবতা। অর্থ-বিত্তের মাঝে হাবুডুবু খাওয়া মানুষগুলো যেন একটিবারের জন্যও চিন্তা করার সময় পায় না আখেরাতের অন্তহীন জীবনের কথা। এলাহী বিধানের নির্দেশ মেনে বের করে না যাকাত ও ওশর। পাশে দাঁড়ায় না হতদরিদ্র ইয়াতীম ও অসহায় মানুষের। বরং সম্পদ বৃদ্ধির পিছনে এরা এতটাই ব্যস্ত যে, এদের জীবনের লক্ষ্যই যেন অর্থোপার্জন। রাসূল (ছাঃ) তাই আক্ষেপ করে বলেছেন, تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ ‘লাঞ্ছিত হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেয়া হ'লে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হ'লে অসন্তুষ্ট হয়’।[৩৭] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ‘ধনের আধিক্য হ'লেই ধনী হয় না, বরং অন্তরের ধনীই হ'ল প্রকৃত ধনী’।[৩৮]

পক্ষান্তরে গরীব-মিসকীন সমাজে উপেক্ষিত হ'লেও মহান আল্লাহর বিধান মেনে যত কষ্টেই সে দিনাতিপাত করুক না কেন বিচার দিবসে সে-ই হবে মহা সম্মানিত। সবার আগেই প্রবেশ করবে অনন্ত সুখের অনিন্দ্যসুন্দর বাগান জান্নাতে। অতএব আমাদের সকলের উচিত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে যে যতটুকু সম্পদের অধিকারী হয়েছি তাতে তুষ্ট থেকে আখেরাতের অফুরন্ত জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করা। হে আল্লাহ! ইবাদতকে আমাদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে দাও। আর সম্পদকে করো শুধু পার্থিব জীবনে চলার উপকরণ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বিচার দিবসে তোমার সফলকাম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর-আমীন!

---

৩১. *ইবনু মাজাহ হা/৪১২৮।*
৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৪২।*
৩৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪২।*
৩৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫০৬।*
৩৫. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩১৮।*
৩৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬৪।*
৩৭. *বুখারী হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/৫১৬১।*
৩৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৭০।*

মুনাফিকী

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(শেষ কিস্তি)

২৬. মুমিনদের ক্ষয়ক্ষতিতে উল্লসিত হওয়া :

মুমিনদের যে কোন ক্ষয়ক্ষতিতে উল্লসিত হওয়া মুনাফিকদের খুবই নীচ স্বভাব। তারা মুমিনদের শত্রু ভাবে বলেই এমনটা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْاْ لاَ تَتَّخِذُوْاْ بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَ يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالاً وَدُّوْاْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ- هَاأَنْتُمْ أُوْلاَءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلاَ يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْاْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّوْاْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ- إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوْاْ وَتَتَّقُوْاْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ-

'হে মুসলিমগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হল, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে 'আমরা ঈমান এনেছি'। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন। তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয় তাহ'লে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহ'লে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহ্‌র আয়াত্তে রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১১৮-১২০)*।

* *কামিল, এমএ, বিএড; সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতে তাঁর মুমিন বান্দাদের নিষেধ করেছেন। মুমিনরা যেন তাদের গোপন বিষয় মুনাফিকদের কখনই অবহিত না করে। তাদের শত্রুদের নিকট যেন কোন তথ্য গোপনে না বলে। মুনাফিকরা তাদের শক্তি-সামর্থ্য মুমিনদের ক্ষতিতে ব্যয় করতে সামান্য অবহেলাও করবে না। তারা যথাসাধ্য মুমিনদের বিরোধিতা করবে এবং তাদের ক্ষতি সাধন করবে। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বুনতে তারা যথাশক্তি উজাড় করে দিবে। মুমিনরা যাতে চরম সংকটে পড়ে, তাদের উপর মুছীবতের পাহাড় চেপে বসে মুনাফিকরা সেটাই কামনা করে।[৩৯]

২৭. গচ্ছিত জিনিস আত্মসাৎ করা, কথোপকথনকালে মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করা এবং বাকবিতণ্ডাকালে বাজে কথা বলা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْاْ بِهِ وَتَوَلَّوْاْ وَّهُم مُّعْرِضُوْنَ- قُلُوْبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْاْ يَكْذِبُوْنَ-

'ওদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিল, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের সম্পদ দান করেন, তাহ'লে আমরা অবশ্যই তার (একাংশ আল্লাহ্‌র পথে) দান করব এবং অবশ্যই আমরা সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন তারা (দানের বদলে) কৃপণতা করতে শুরু করল এবং উপেক্ষার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে তিনি তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিল তা ভঙ্গ করেছে এবং তারা মিথ্যা বলেছিল' *(তওবা ৯/৭৫-৭৭)*।

কিছু মুনাফিক আল্লাহ তা'আলাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, আল্লাহ যদি অনুগ্রহ করে তাদের ধনী করে দেন তাহ'লে তারা তাদের ধন-সম্পদ থেকে দান করবে এবং তারা সৎ লোকদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ধনী হওয়ার পর তারা সে কথা রাখেনি এবং তাদের দাবীর সত্যতাও প্রতিপাদন করেনি। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাদের অন্তরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুনাফিকী স্থায়ী করে দিয়েছেন। আল্লাহ এহেন অবস্থা থেকে আমাদের তাঁর নিকট আশ্রয় দিন।[৪০]

৩৯. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ২/১০৬।
৪০. ঐ, ৪/৮৩।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ 'মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে যারা মুখে বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু তারা ঈমানদার নয়' *(বাক্বারাহ ২/৮)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, প্রতারণা ও চক্রান্ত তাদের পুঁজি, মিথ্যা কথন ও চাটুকারিতা তাদের পণ্য বা বেসাতী, আর মুসলিম অমুসলিম উভয় পক্ষ যাতে তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকে সেটাই তাদের জীবন-জীবিকা। সকলের মাঝে বাস করে তারা থাকবে অক্ষত নিরাপদ।[৪১] এভাবে তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয়, মূলতঃ তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধোঁকায় ফেলে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যার মধ্যে চারটি আচরণ থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি আচরণ পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে; যখন কোন চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে; যখন কোন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা অমান্য করে এবং যখন বাক-বিতণ্ডা করে তখন বেহুদা বা বাজে কথা বলে'।[৪২]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, একদল আলেম এই হাদীছকে মুশকিল বা দুর্জ্ঞেয় অর্থবোধক হাদীছ হিসাবে গণ্য করেছেন। কেননা এই আচরণগুলো অনেক খাঁটি মুসলিমের মধ্যেও পাওয়া যায়। যার ঈমানের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের মধ্যে উল্লিখিত আচরণের সবক'টি ছিল। অনুরূপ পূর্বসূরী অনেক মহাজন ও বিদ্বানের মাঝে এগুলো আংশিক কিংবা সার্বিকভাবে বিদ্যমান ছিল। তাই প্রশ্ন দেখা দেয়, একই ব্যক্তি একই সাথে কি করে মুমিন ও মুনাফিক হ'তে পারে। এজন্যই হাদীছটিকে তারা মুশকিল বা দুর্বোধ্য বলেছেন।

কিন্তু ইমাম নববী বলেন, আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা, হাদীছটিতে আসলে কোন দুর্বোধ্যতা নেই। অবশ্য আলেমরা এর অর্থ নিয়ে নানা কথা বলেছেন। অনুসন্ধানী আলেমগণ ও অধিকাংশ ব্যক্তির মত যা সঠিক ও শ্রেয় তা এই যে, এই আচরণগুলো মুনাফিকীর আচরণ। যে এসব আচরণের অধিকারী সে মুনাফিকতুল্য এবং তাদের চারিত্রিকগুণে বিভূষিত। কেননা মুনাফিকী মূলতঃ প্রকাশ্যে এক রকম এবং গোপনে অন্য রকম। এই অর্থ উক্ত আচরণগুলোর অধিকারীর মধ্যেও বিরাজমান। তার এ মুনাফিকী ঐ ব্যক্তির সাথে যার সাথে সে কথা বলেছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আমানত গচ্ছিত রেখেছে, বাক-বিতণ্ডা করেছে এবং চুক্তি করেছে। সে ইসলামের মধ্যে মুনাফিক নয়- যে কিনা বাইরে মুসলিম কিন্তু ভেতরে কাফের। নবী করীম (ছাঃ)ও এতদ্বারা তাকে জাহান্নামের নিম্নদেশে চিরকাল অবস্থানকারী মুনাফিক গণ্য করেননি।

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি 'সে নির্ভেজাল মুনাফিক'-এর অর্থ এ আচরণগুলোর কারণে সে মুনাফিকদের সাথে কঠিন সাদৃশ্যপূর্ণ। জনৈক আলেম বলেছেন, কঠিনভাবে মুনাফিকের সাথে তুলনীয় সেই ব্যক্তি যার মধ্যে এসব আচরণ অতি মাত্রায় বিরাজিত। যার মধ্যে অল্প মাত্রায় রয়েছে সে মুনাফিক শ্রেণীভুক্ত নয়। এটিই হাদীছের গ্রহণীয় ও শ্রেয় অর্থ।[৪৩]

২৮. ছালাতকে যথাসময় থেকে বিলম্বিত করা :

আলা ইবনু আব্দুর রহমান হ'তে বর্ণিত তিনি একবার যোহর ছালাত শেষ করে বছরা শহরে ছাহাবী আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর বাড়ীটা ছিল মসজিদের পাশেই। তিনি বলেন, আমরা যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি বললেন, তোমরা কি আছর ছালাত আদায় করেছ? আমরা তাঁকে বললাম, আমরা তো এই মাত্র যোহর ছালাত আদায় করে আসলাম। তিনি বললেন, তোমরা আছর ছালাত আদায় কর। আমরা তখন আছর ছালাত আদায় করলাম। আমাদের ফিরে আসার সময় তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلاً

'যে বসে বসে সূর্য ডোবার প্রতীক্ষা করে, তারপর সূর্য যখন শয়তানের দুই শিঙের মাঝ বরাবর হয় অর্থাৎ একেবারে ডুবে যাবার উপক্রম করে তখন চারটা ঠোকর মারে (অতি দ্রুত চার রাক'আত আছর পড়ে) তাতে সে আল্লাহ তা'আলাকে নামমাত্র স্মরণ করে। তার ঐ ছালাত মূলতঃ মুনাফিকের ছালাত'।[৪৪]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, তারা ছালাতকে তার প্রথম ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করে মরণাপন্ন ব্যক্তির দম বন্ধ হওয়ার উপক্রমের মুহূর্তে (একেবারে শেষ মুহূর্তে) আদায় করে। ফজর আদায় করে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে এবং আছর আদায় করে সূর্যাস্তের সময়ে। কাক যেমন ঠোকর মারে

৪১. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৪৯।
৪২. বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮।
৪৩. শরহুননববী মুসলিম ২/৪৬-৪৭।
৪৪. মুসলিম হা/৬২২।

তারাও তেমনি (সিজদার নামে) ঠোকর মারে। তা দৈহিকভাবে ছালাত হ'লেও আন্তরিকতাপূর্ণ ছালাত নয়। এ ছালাত আদায়কালে তারা শিয়ালের মত এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। কেননা তাদের বিশ্বাস হয়, এভাবে ছালাত আদায়ের জন্য তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হ'তে পারে এবং কৈফিয়তের জন্য তলব করা হ'তে পারে।[৪৫]

২৯. ছালাতের জামা'আতে শরীক না হওয়া :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামতের ময়দানে যে ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হ'তে চায়, সে যেন এই ছালাতগুলো যেখানে আযান দেওয়া হয় সেখানে (মসজিদে) গিয়ে যথারীতি আদায় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর জন্য হেদায়াত বা পথনির্দেশমূলক অনেক বিধান দিয়েছেন। এই ছালাতগুলো ঐ হেদায়াতমূলক বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের ছালাতগুলো যদি তোমরা ঘরে আদায় কর যেমন করে এই পশ্চাৎপদ ব্যক্তি তার বাড়ীতে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে তোমরা তোমাদের নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত (আদর্শ) ছেড়ে দিবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহ'লে তোমরা বিপথগামী হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি যখন খুব ভালমত পাক-পবিত্র হয়, তারপর এই মসজিদগুলোর কোন একটি মসজিদে গমনের সঙ্কল্প করে, তার প্রতি পদক্ষেপের জন্য একটি নেকী লেখা হয়, একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং একটি পাপ মুছে দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই আমি আমাদের মধ্যে দেখেছি যার মুনাফিকী সুবিদিত এমন লোক ছাড়া ছালাতের জামা'আত থেকে কেউ পশ্চাৎপদ থাকত না। এমনকি হাঁটতে পারে না এমন লোককেও দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে (মসজিদে এনে) লাইনের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত।[৪৬]

আল্লামা শুমুন্নী (اَلشُّمُنِّىْ) বলেছেন, এখানে মুনাফিক বলতে যে মুখে ইসলাম যাহির করে কিন্তু মনে তা গোপন রাখে সে নয়। নচেৎ জামা'আতে ছালাত আদায় ফরয হয়ে দাঁড়ায়। কেননা যে অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে সে তো কাফেরই। এতে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর কথার শেষাংশ প্রথমাংশের বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। কেননা জামা'আতে ছালাত আদায়কে তিনি সুন্নাত বলেছেন।[৪৭]

৩০. কুরুচিপূর্ণ বচন ও বাচালতা :

আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اَلْحَيَاءُ وَالْعِىُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ 'লজ্জা ও স্বল্প ভাষণ ঈমানের দু'টি শাখা এবং কুরুচিপূর্ণ কথা ও বাচালতা মুনাফিকীর দু'টি শাখা'।[৪৮]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীছটির শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, اَلْعِىُّ 'শব্দের অর্থ কম কথা বলা, স্বল্পভাষিতা বা মিতবাক হওয়া। اَلْبَذَاءُ অর্থ কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল কথা বলা। আর اَلْبَيَانُ অর্থ বাচালতা। যেমন বক্তারা বক্তৃতাকালে বাগ্মিতা যাহির করার জন্য ব্যাপক কথা বলে, লোক বিশেষের তারা এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যা আল্লাহ পসন্দ করেন না।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে মুসলিম সমাজে মুনাফিকদের অবস্থান অর্থ-কড়ির মাঝে জাল মুদ্রার মত। বহু মানুষ জাল মুদ্রা সম্পর্কে সচেতন নয় বিধায় তা তাদের মাঝে অনায়াসে চলতে থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞ মুদ্রা পরখকারী তার মেকিত্ব ঠিকই ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা সমাজে কম। দ্বীনের জন্য মুনাফিক শ্রেণীর লোক অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর আর কেউ নেই। দ্বীনকে তারা ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে তাদের ভূমিকা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন; তাদের স্বভাব-চরিত্র ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাদের আলোচনা বার বার করেছেন। কেননা মুনাফিকদের কারণে উম্মাতের উপর কঠিন চাপ সৃষ্টি হয়; উম্মাতের মাঝে তাদের অস্তিত্ব মানেই ঘরের শত্রু হিসাবে বড় বিপদ ডেকে আনা। তাদের চেনার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য, যাতে তাদের মত আচরণ মুমিনদের থেকে না হয় এবং তাদের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা হয়। তারা যে আল্লাহ্র পথের কত পথিককে সরল রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা তাদেরকে শয়তানের নিকৃষ্ট পথে নিয়ে গেছে। তারা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করেছে। কিন্তু তাদের সে প্রতিশ্রুতি আসলে ধোঁকাবাজি এবং তাদের অনুগ্রহ শুধুই দুর্ভোগ ও ধ্বংস।[৪৯]

৩১. গান শোনা :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ 'গান অন্তরে মুনাফিকী উৎপন্ন করে'।[৫০] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, তার কারণ, মুনাফিকীর মূল কথাঃ মানুষের বাইরের দিক হবে ভেতর দিক থেকে আলাদা আর গায়ক দু'টি হুকুমের মাঝে অবস্থানকারী। হয় সে গান গাওয়ায় নির্লজ্জ হবে, সে ক্ষেত্রে সে হবে ফাসিক বা পাপাচারী; নয় সে গানের মাধ্যমে ইবাদত-বন্দেগী যাহির করবে, সে ক্ষেত্রে সে হবে মুনাফিক। কারণ গানের মধ্যে সে উপর উপর আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ও আখিরাতের প্রতি টান

৪৫. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫৪।
৪৬. মুসলিম হা/৬৫৪।
৪৭. আওনুল মা'বূদ ২/১৭৯।
৪৮. তিরমিযী হা/২০২৭, হাকেম এটিকে ছহীহ বলেছেন।
৪৯. তরীকুল হিজরাতাইন, পৃঃ ৬০৩।
৫০. শু'আবুল ঈমান ১০/২২৩।

ফুটিয়ে তুললেও তার মনটা কামনার আগুনে টগবগ করে ফোটে; যে গানের কথা ও সুর এবং বাদ্য-বাজনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অপ্রিয়, তাই তার নিকট প্রিয় লাগে এবং গানের বিষয়বস্তুর প্রতি সে ঝুঁকে পড়ে। তার অন্তর এগুলোতে ভরপুর হয়ে যায়; তাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় জিনিসগুলোর প্রতি ভালবাসা এবং অপ্রিয় জিনিসগুলোর প্রতি ঘৃণার জন্য একটু জায়গাও খালি থাকে না। আর এটাই তো নিরেট মুনাফিকী।

মুনাফিকীর অন্যান্য চিহ্নের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ কম করা, ছালাতের প্রতি আলসেমি এবং দায়সারা গোছের ছালাত আদায় করা। ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ গানে আসক্ত ব্যক্তিকে আপনি দেখবেন এসব রোগে আক্রান্ত। তাছাড়াও মুনাফিকী মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর গান চূড়ান্ত মিথ্যা কথা। কেননা গান খারাপ ও কদর্য জিনিসকে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেখায় এবং তা করতে আদেশ দেয়। অন্যদিকে সুন্দরকে কুৎসিত আকারে তুলে ধরে এবং তা থেকে বিরত থাকতে বলে। এটাও সরাসরি মুনাফিকী। তাছাড়াও মুনাফিকী হ'ল ধোঁকাবাজি, চক্রান্ত ও প্রতারণার নাম। আর গানের ভিত্তিও এগুলো।[৫১]

মুনাফিকী থেকে বাঁচার পথ

একজন মুসলিম নিজেকে মুনাফিকী থেকে পূতপবিত্র রাখতে চাইলে তাকে অবশ্যই সদগুণাবলী ও সৎকর্মে বিভূষিত হ'তে হবে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হ'ল :

১. ছালাতের জামা'আতে আগেভাগে হাযির হওয়া এবং তাকবীরে তাহরীমা পাওয়া : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

'যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীর প্রাপ্তিসহ একাধারে চল্লিশ দিন (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত) জামা'আতে আদায় করবে তার জন্য দু'টি মুক্তিপত্র লিখে দেওয়া হবে। একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়টি মুনাফিকী থেকে মুক্তি'।[৫২]

জাহান্নাম থেকে মুক্তি (براءة من النار) অর্থ জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। যেমন বলা হয়, بَرَأَ مِنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْبِ خَلَصَ : 'অমুক ঋণ ও দোষ থেকে মুক্তি পেয়েছে; অর্থাৎ খালাস পেয়েছে। দোষ থেকে তার মুক্তি মিলেছে অর্থাৎ নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছে। নিফাক থেকে মুক্তি মেলা (براءة من النفاق) প্রসঙ্গে আল্লামা তিবী বলেছেন, ঐ লোকটি তার ছালাতের বদৌলতে দুনিয়াতে মুনাফিকের মত আমল করা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং একনিষ্ঠ মুখলিছের মত আমল করার তাওফীক লাভ করবে। আর আখিরাতে সে মুনাফিকের জন্য বরাদ্দ শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে। সে যে মুনাফিক ছিল না তৎসম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হবে। অর্থাৎ বলা হবে মুনাফিকরা যখন ছালাতে দাঁড়াত তখন আলসেমি করত। কিন্তু এই লোকটা ছিল তাদের বিপরীত। মিরকাত গ্রন্থে এমনটাই বলা হয়েছে।[৫৩]

২. সদাচার ও দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلاَ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি আচার কোন মুনাফিকের মধ্যে মেলে না- সদাচার ও দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান'।[৫৪]

হাদীছটিতে উদ্ধৃত حُسْنُ سَمْتٍ অর্থ কল্যাণের পথের অনুসন্ধান এবং নেক্কার লোকদের গুণে গুণান্বিত হওয়া, সেই সঙ্গে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবরকম দোষ থেকে দূরে থাকা। وَلاَ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ বাক্যটি لاَ অব্যয় যোগে পূর্বের বাক্যের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। কেননা حُسْنُ سَمْتٍ বাক্যাংশটি নেতিবাচক অর্থের অঙ্গীভূত। এজন্যই وَلاَ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ বাক্যাংশেও لاَ বা নাবাচক অব্যয়টি আগের নাবাচকতাকে জোরদার করেছে মাত্র।[৫৫]

৩. দানশীলতা :

عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.

আবু মালিক আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা ঈমানের

৫১. ইগাছাতুল লাহফান ১/২৫০।
৫২. তিরমিযী হা/২৪১, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।
৫৩. তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪০।
৫৪. তিরমিযী হা/২৬৮৪, আলবানী এটিকে ছহীহ বলেছেন।
৫৫. তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩৭৮।

অর্ধেক। একবার আল-হামদুলিল্লাহ উচ্চারণে দাঁড়িপাল্লা (ছওয়াবে) ভরে যায়; আর সুবহানাল্লাহ এবং আল-হামদুলিল্লাহ বলায় আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সমুদয় স্থান (ছওয়াবে) ভরে যায়। (মানুষের জন্য) ছালাত হ'ল আলো, দান হ'ল প্রমাণ এবং ধৈর্য হ'ল জ্যোতি। আর কুরআন মাজীদ (ক্বিয়ামতে) হয় তোমার পক্ষে প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে অথবা তোমার বিরুদ্ধে। ভোর বেলায় (ঘুম থেকে জাগরণের মাধ্যমে) প্রত্যেকটা মানুষ নিজেকে (আমলের নিকট) বেঁচে দেয়। তারপর ভাল আমলের মাধ্যমে হয় সে নিজকে মুক্ত করে অথবা খারাপ আমলের মাধ্যমে নিজকে ধ্বংস করে'।[৫৬]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, দান-ছাদাক্বা দাতার ঈমানের প্রমাণ। কেননা মুনাফিক দান-ছাদাক্বা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে, সে দান-ছাদাক্বায় বিশ্বাসী নয়। সুতরাং যে দান করে সে তার দানের মাধ্যমে তার ঈমানের সত্যতা জ্ঞাপন করে।[৫৭]

৪. রাত জেগে ছালাত আদায় :

কাতাদা (রহঃ) বলেন, মুনাফিক খুব কমই রাত জাগে (قلما ساهر الليل منافق)।[৫৮] তার কারণ মুনাফিকরা লোকদের দেখিয়ে দেখিয়ে সৎকাজ করতে আনন্দ পায়। নিরিবিলি থাকাকালে তাই সে সৎ কাজ করার উদ্দীপনা অনুভব করে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন রাত জেগে ছালাত আদায় করে, তখন তা তার মুনাফিক না হওয়ার এবং সত্য মুমিন হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

৫. আল্লাহ্র পথে জিহাদ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِّفَاقٍ 'যে ব্যক্তি যুদ্ধ-জিহাদ না করে অথবা নিজের মনে যুদ্ধ-জিহাদের সংকল্প না করে মারা যাবে, সে মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মারা যাবে'।[৫৯]

ইমাম নববী বলেছেন, মুনাফিকরা যুদ্ধে যোগদান না করে বাড়ি বসে থাকে। তাই যে উক্ত হাদীছ মত কাজ করবে সে মুনাফিকদের সদৃশ হয়ে যাবে। কেননা জিহাদ তরক করা মুনাফিকীর একটি শাখা বা পর্যায়। এ হাদীছ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি কোন কাজের নিয়ত বা ইচ্ছা করল কিন্তু তা করার আগেই সে মারা গেল, তার ক্ষেত্রে ঐ নিন্দা-সাজা প্রযোজ্য হবে না যা সেই কাজের নিয়ত না করেই মৃত্যুবরণকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৬০]

৫৬. মুসলিম হা/২২৩।
৫৭. শরহে নববী মুসলিম ৩/১০১।
৫৮. হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৩৮।
৫৯. মুসলিম হা/১৯১০।
৬০. শরহে নববী, মুসলিম ১৩/৫৬।

৬. বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকির করা :

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কথা বেশী বেশী স্মরণ করলে মুনাফিকী থেকে মুক্তি মেলে। কেননা মুনাফিকরা আল্লাহকে কম স্মরণ করে। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের এহেন আচরণ সম্পর্কে বলেছেন, وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً 'তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*।

কা'ব (রাঃ) বলেছেন, যে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে সে মুনাফিকী থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মুনাফিকূন-এর উপসংহার টানতে গিয়ে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির/স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে না দেয়। আর যারাই এমনটা করবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*। মুনাফিকরা আল্লাহ্র স্মরণ সম্পর্কে উদাসীন বনে যাওয়ার কারণে মুনাফিকীর খপ্পরে পড়েছিল। তাই এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের যিকির থেকে উদাসীন বা বেখেয়াল হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

জনৈক ছাহাবীকে খারেজীরা মুনাফিক কি-না জিজ্ঞেস করা হ'লে, তিনি বললেন, 'না, তারা মুনাফিক নয়; কেননা মুনাফিকরা আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে'। সুতরাং অল্প-স্বল্প যিকর মুনাফিকীর চিহ্ন ও প্রতীক এবং বেশী বেশী যিকরে মুনাফিকীর খপ্পরে পড়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যিকররত অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকীর পরীক্ষার মুখোমুখি করেন না, এ পরীক্ষা কেবল তাদের জন্য যারা আল্লাহ তা'আলার যিকরে উদাসীন।[৬১]

৭. দো'আ :

জুবায়ের ইবনু নুফায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ার হিমছ শহরে আবুদ দারদা (রাঃ)-এর বাড়িতে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন দেখলাম, তিনি তাঁর ছালাতের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছেন। যখন তিনি বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়া শেষ করলেন তখন মুনাফিকী থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর ছালাত শেষ হ'লে আমি বললাম, হে আবুদ দারদা আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! মুনাফিকী নিয়ে আপনার ভাবনা কেন? তিনি অবাক সুরে বললেন, আল্লাহ মাফ কর! আল্লাহ মাফ কর! আল্লাহ

৬১. আল-ওয়াবিল আছছাইয়িবু, পৃঃ ১১০।

মাফ কর! বালা-মুছীবতের হাত থেকে কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? বালা-মুছীবতের হাত থেকে কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? আল্লাহ্‌র কসম! একজন মানুষ মুহূর্তের মধ্যে বিপদে পড়তে পারে এবং সেজন্যে তার দ্বীন-ধর্মও ত্যাগ করতে পারে।[৬২]

৮. আনছারদের ভালবাসা :

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, آيَةُ الإِيْمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ 'ঈমানের নিদর্শন আনছারদের প্রতি ভালবাসা এবং মুনাফিকীর নিদর্শন আনছারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা'।[৬৩]

৯. আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ)-কে ভালবাসা :

যির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) বলেছেন,

وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ صلى الله عليه وسلم إِلَىَّ أَنَّهُ لاَ يُحِبُّنِى إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُنِى إِلاَّ مُنَافِقٌ

'যে মহান সত্তা ফসল উদগত করেন এবং জীবকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দান করেন তাঁর কসম! আমার সপক্ষে নিরক্ষর নবী (ছাঃ)-এর অছিয়ত রয়েছে যে, মুমিন ছাড়া আমাকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না'।[৬৪]

মুনাফিকদের মুকাবেলায় মুসলমানদের ভূমিকা :

মুনাফিকদের ক্ষেত্রে কোন ঢিলেমি না করা ফরয। তাদের পক্ষ থেকে আগত বিপদকে খাট করে দেখাও বৈধ নয়। বর্তমানে মুনাফিকরা তো নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগ থেকে বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মুনাফিকরা আজ নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের থেকেও ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন তারা লুকিয়ে ছাপিয়ে মুনাফিকী করত। কিন্তু আজ প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে তা করছে'।[৬৫] তাদের বিষয়ে মুসলমানদের ভূমিকা হবে নিম্নরূপ :

১. তাদের আনুগত্য না করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْماً حَكِيْماً.

'হে নবী, আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য কর না। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(আহযাব ৩৩/১)*। ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে নবী, তুমি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে তাঁকে ভয় কর। আর তাঁকে ভয় কর, তাঁর নির্দেশিত হারাম থেকে দূরে থাকা ও তার সীমালংঘন না করার মাধ্যমে। আর তুমি ঐ সকল কাফিরের আনুগত্য করবে না যারা তোমাকে বলে, তোমার যেসব ছোট লোক ঈমানদার অনুসারী আছে তোমার নিকট থেকে তাদের হটিয়ে দাও, যাতে আমরা তোমার কাছে বসতে পারি'। তুমি ঐ সকল মুনাফিকেরও আনুগত্য করবে না যারা দৃশ্যত তোমার উপর ঈমান রাখে এবং তোমার কল্যাণ কামনা করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তোমার, তোমার দ্বীন এবং তোমার ছাহাবীদের ক্ষতি করতে মোটেও কোন সুযোগ হাতছাড়া করবে না। তুমি তাদের কোন মতামত গ্রহণ করবে না এবং শুভাকাঙ্খী মনে করে তাদের কাছে কোন পরামর্শও চাইতে যাবে না। কারণ তারা তোমার শত্রু। ঐ সমস্ত মুনাফিকের অন্তরে কী লুক্কায়িত আছে আর কী উদ্দেশ্যেই বা তারা বাহ্যত তোমার কল্যাণ কামনা যাহির করছে তা তাঁর ভাল জানা আছে। তিনি তোমার, তোমার দ্বীনের এবং তোমার ছাহাবীদের সহ সমগ্র সৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।[৬৬]

২. মুনাফিকদের উপেক্ষা করা, ভীতি প্রদর্শন ও উপদেশ দান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً 'তুমি মুনাফিকদের এই সংবাদ জানিয়ে দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩৮)*।

তিনি আরো বলেন,

أُولَـئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْغاً.

'ঐ মুনাফিকরাই তো তারা, যাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি ওদের এড়িয়ে চল বা উপেক্ষা কর, ওদের উপদেশ দাও এবং ওদের এমন কথা যা মর্মে গিয়ে পৌঁছে' *(নিসা ৪/৬৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আয়াতে 'ওরা' (اولئك) বলতে মুনাফিকদের বুঝিয়েছেন, ইতিপূর্বে যাদের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, হে রাসূল! তাগূতের কাছে তাদের বিচার প্রার্থনা করা, তোমার কাছে বিচার প্রার্থনা না করা এবং তোমার কাছে আসতে বাধা দানে তাদের মনে কী অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল তা আল্লাহ খুব ভাল জানেন। তাদের মনে তো মুনাফিকী ও বক্রতা লুকিয়ে রয়েছে যদিও তারা শপথ করে বলে, আমরা কেবলই কল্যাণ ও সম্প্রীতি কামনা করি।

৬২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৮২, যাহাবী সনদ ছহীহ বলেছেন।
৬৩. বুখারী হা/১৭; মুসলিম হা/৭৪।
৬৪. মুসলিম হা/৭৮ 'ঈমান' অধ্যায়।
৬৫. বুখারী হা/৭১১৩।
৬৬. জামিউল বায়ান ২০/২০২।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলছেন, 'তুমি ওদের ছাড় দাও, কায়িক-দৈহিক কোন শাস্তি তুমি ওদের দেবে না। তবে তুমি তাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি চেপে বসার এবং তাদের বসতিতে আল্লাহ্র মার অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে উপদেশ দাও। তারা আল্লাহ ও তার রাসূল সম্পর্কে যে সন্দেহের দোলাচলে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেজন্য যে অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি তারা হবে সে সম্পর্কে তাদের সতর্ক কর। আর তাদের হুকুম কর আল্লাহকে ভয় করতে এবং আল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও শাস্তিকে সত্য বলে মেনে নিতে'।[৬৭]

৩. মুনাফিকদের সঙ্গে বিতর্কে না জড়ানো :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيْماً.

'যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তাদের পক্ষে বিতর্কে লিপ্ত হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৪/১০৭)*।

আল্লাহ বলেছেন, হে রাসূল! যারা নিজেদের সাথে খিয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পক্ষ নিয়ে তুমি বিতর্ক করবে না। বনু উবাইরিক গোত্রের কিছু লোক এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। যাফর গোত্রের তাম'আহ বা বশীর ইবনু উবাইরিক এক আনছারীর বর্ম চুরি করে। বর্মের মালিক নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করে এবং তাম'আহর প্রতি তার সন্দেহের কথা বলে। অনুসন্ধান শুরু হ'লে সে বর্মটি এক ইহুদীর কাছে গচ্ছিত রাখে। পরে তাম'আহ, তার ভাই-বেরাদার ও বনু যাফরের আরো কিছু লোক জোট পাকিয়ে সেই ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। ইহুদীকে জিজ্ঞেস করা হ'লে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে। কিন্তু তাম'আহর লোকেরা জোরেশোরে বলতে থাকে, এতো শয়তান ইহুদী, সেতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে। তার কথা কেমন করে বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে? বরং আমাদের কথা মেনে নেওয়া উচিত। কেননা আমরা মুসলমান। এ মোকদ্দমার বাহ্যিক ধারাবিবরণীতে প্রভাবিত হয়ে নবী করীম (ছাঃ) ঐ ইহুদীর বিরুদ্ধে রায় দিতে এবং অভিযোগকারীকে বনু উবাইরিকের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার জন্য সতর্ক করে দিতে প্রায় উদ্যত হয়েছিলেন। এমন সময় উক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটির প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়।

আসলে যে ব্যক্তি অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে সবার আগে নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ মন ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলো তার কাছে আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সে সেগুলোকে অযথা ব্যবহার করে তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করে। বিবেক-বুদ্ধিকে দ্বীনের অনুগত না করে বরং আপন খেয়ালখুশির অনুগত করে সে এভাবে নিজের সাথে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করে।

তাই এমন বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ নিতে নবী করীম (ছাঃ)-কে নিষেধ করা হয়েছে। বস্তুত মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাদের স্বভাব এবং এরূপ আত্মসাৎ ও অন্যান্য হারামের মাঝে বিচরণের মাধ্যমে যারা পাপ-পঙ্কিলতার মাঝে ডুবে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মোটেও ভালবাসেন না এবং পসন্দও করেন না।[৬৮]

৪. মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে না তোলা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَ يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالاً وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُوْرُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

'হে মুসলিগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্ত রঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও' *(আলে ইমরান ৩/১১৮)*।

উক্ত আয়াত কিছু মুসলিম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা তাদের ইহুদী মুনাফিক বন্ধুদের সঙ্গে গভীর মিতালি রাখত এবং প্রাক ইসলামী যুগে জাহেলিয়াতের যামানায় যেসব কারণে তাদের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ইসলাম পরবর্তীকালেও তারা তা নির্ভেজালভাবে অটুট রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদেরকে এমন বন্ধুত্ব রক্ষা করতে নিষেধ করেন এবং একই সাথে তাদের কোন কাজে ওদের থেকে পরামর্শ নিতেও নিষেধ করে দেন'।[৬৯]

৫. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালনা এবং কঠোরতা আরোপ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. 'হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাও এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ কর। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস'! *(তওবা ৯/৭৩)*।

---

৬৭. ঐ, ৮/৫১৫।

৬৮. ঐ, ৯/১৯০।
৬৯. ঐ, ৭/১৪০।

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ভয় দেখানোর মাধ্যমে এই কঠোর অবস্থান নিশ্চিত করা যায়।

৬. মুনাফিকদের প্রতি অবজ্ঞা দেখান এবং তাদের নেতা না বানানো :

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَقُولُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কোন মুনাফিককে সাইয়িদ বা নেতা নামে আখ্যায়িত করো না। কেননা সে যদি সত্যিই (তোমাদের) নেতা হয়, তাহ'লে তোমরা তোমাদের প্রভুকে ক্ষুব্ধ করবে'।[৭০]

৭. মুনাফিকদের জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ না করা :

আল্লাহ তা'আরা বলেন,

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ.

'তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে তুমি কখনও তার জানাযার ছালাত আদায় করবে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং পাপাচারী অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়েছে' *(তওবা ৯/৮৪)*।

এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, যখন মুনাফিকদের দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই মারা যায় তখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জামাটা আমাকে দিন, ওটা দিয়ে আমি ওকে কাফন দেব। আর আপনি ওর জানাযার ছালাত আদায় করবেন এবং ওর জন্য ক্ষমা চাইবেন। তিনি তাকে জামাটা দিয়ে বললেন, কাফন জড়ান শেষ হ'লে আমাকে জানাবে। তিনি কাফন সম্পন্ন করে তাঁকে জানালেন। তিনি তখন জানাযার ছালাতে ইমামতির জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সে সময় ওমর (রাঃ) তাঁকে টেনে ধরলেন এবং বললেন, আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযার ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেননি? তিনি কি বলেননি, তুমি তাদের জন্য মাফ চাও কিংবা না চাও সবই সমান। তুমি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা চাও তবুও আল্লাহ তাদের মোটেও ক্ষমা করবেন না? তখন অবতীর্ণ হয়- 'হে রাসূল! তুমি তাদের কেউ মারা গেলে কোন দিন তার জানাযার ছালাত আদায় করবে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না'। তারপর থেকে তিনি মুনাফিকদের জানাযার ছালাতে অংশ নেওয়া বন্ধ করে দেন।[৭১]

শেষ কথা :

পূর্বের বর্ণনা থেকে মুনাফিকীর বিপদ সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে। আসলে মুনাফিকী একটি প্রাণঘাতী মানসিক রোগ এবং নিন্দনীয় স্বভাব। নবী করীম (ছাঃ) এহেন স্বভাবের অধিকারীকে বিশ্বাসঘাতক, আত্মসাৎকারী, মিথ্যুক ও পাপাচারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা মুনাফিক মনে যা লুকিয়ে রাখে, বাইরে তার উল্টোটা প্রকাশ করে। সে সত্য বলছে বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে মিথ্যুক। সে দাবী করে আমানত রক্ষা করার, অথচ সে ভালই জানে যে সে তা আত্মসাৎকারী। সে আরও দাবী করে যে, সে অঙ্গীকার পালনে অত্যন্ত দৃঢ় অথচ সে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। সে তার প্রতিপক্ষের নামে বানোয়াট সব দোষ বলে বেড়ায় অথচ সে ভাল করেই জানে তার এসব দোষারোপের মাধ্যমে সে পাপাচারী হচ্ছে। সে মারাত্মক অপরাধ করছে। সুতরাং তার স্বভাব চরিত্রের পুরোটাই ধোঁকা ও প্রতারণার উপর দণ্ডায়মান। এমন যার অবস্থা তার বেলায় বড় মুনাফিক হয়ে যাওয়ার ভয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা নিফাকে আমালী বা আমলভিত্তিক মুনাফিকী যদিও ঐসব পাপের অন্তর্ভুক্ত যদ্দরুন বান্দা ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায় না, তবুও যখন তা বান্দার ওপর জেঁকে বসে এবং তার আচরণকে প্রতারণার জালে আটকে ফেলে এবং তা অনেক্ষণ চলতে থাকে তখন আল্লাহ তাকে বড় ও আসল মুনাফিকের খাতায় নাম তুলে দিতে পারেন। তার আমলের শাস্তি হিসাবেই তার অন্তর থেকে ঈমান খারিজ করে সেখানে মুনাফিকীর জায়গা তিনি করে দেন।

আমরা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করি- তিনি যেন আমাদের অন্তরের দোষ-ত্রুটিকে সংশোধন করে দেন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ফিৎনা-ফাসাদ থেকে আমাদের দূরে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর।

৭০. আবুদাঊদ হা/৪৯৭৭, আলবানী এটিকে ছহীহ বলেছেন।

৭১. বুখারী হা/৫৭৯৬।

অহীভিত্তিক তাওহীদী চেতনা

*আব্দুল মান্নান**

ভূমিকা :

মানুষ সৃষ্টির সেরা। অনেক ক্ষমতার দাপট তার। অন্যান্য প্রাণীসহ নিজ জাতির দুর্বল অংশের উপরও সে খবরদারী করে। গোটা পৃথিবী যেন তার হাতের মুঠোয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে পৃথিবীতে সে এখন সুখের স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলেছে। অপরদিকে পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য তৈরী করেছে পারমাণবিক বোমা সহ অনেক শক্তিশালী মারণাস্ত্র। সুতরাং সৃষ্টি, ধ্বংস, উৎকর্ষ, বিকাশ, প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য এখন তার হাতের নাগালে। লক্ষ্যণীয় যে, এই শক্তিধর মানুষ নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতায় দুনিয়াতে আসেনি এবং চাইলেও সে এখানে চিরকাল থাকতে পারবে না। পিতা-মাতার মিলনের প্রবল ইচ্ছা ও সক্ষমতা, সন্তান মায়ের জরায়ুতে সুরক্ষিত অবস্থায় বেড়ে ওঠা, শৈশবের অসহায়ত্ব, কৈশোরের দুরন্তপনা, যৌবনের প্রবল শক্তিমত্তা, বার্ধক্যের জীর্ণতা ও অবশেষে মুহূর্তেই বিদায় গ্রহণ কোনটিই তার নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত নয়। কে তাহ'লে এর নেপথ্যের মহাশক্তি? কী তাঁর পরিচয় ও উদ্দেশ্য? তিনি আসলে কী পরিমাণ ক্ষমতার অধিকারী? এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি, ধ্বংস, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় তিনি একক ক্ষমতা সম্পন্ন, নাকি তাঁর সহায়ক আরও অনেক শক্তির প্রয়োজন আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার দায়িত্ব প্রতিটি বিবেকবান মানুষের। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ 'তার ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি একে বলেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়' *(ইয়াসীন ৩৬/৮২)*।

আখিরাতের ধারণা :

মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটবে কি-না এ প্রশ্নের সাথে স্রষ্টার অস্তিত্বের সম্পর্ক জড়িত। যুক্তি ও বিবেক সাক্ষ্য দেয় যে, কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান থাকা উচিত। বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেছেন, 'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে'। পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 'আজকের দিনে কারো প্রতি যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৪)*। সুতরাং কর্মের যথাযথ প্রতিদান প্রাপ্তি ধর্ম, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই ভালো বা মন্দ অনেক কর্মের যথাযোগ্য প্রতিদান মানুষ দুনিয়াতে পায় না। এমনকি তাকে তা দেয়াও সম্ভব হয় না। একজন মানুষ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে নিঃসন্দেহে সে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্য আসামী। সমাজে অনেক হত্যাকারী সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে অথবা পেশীশক্তির প্রভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় না। হিটলার, মুসোলিনি ও হালাকু খাঁর মত অনেক মানুষের নাম আমরা জানি, যারা অন্যায়ভাবে হাযার হাযার মানুষ হত্যা করেও উপযুক্ত শাস্তি পায়নি। এক ব্যক্তিকে হত্যার শাস্তি যদি একবার মৃত্যুদণ্ড হয় তাহ'লে এক হাযার জনকে হত্যার শাস্তি এক হাযার বার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই বিজ্ঞান ধর্ম ও বিবেক সম্মত। এক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী মানুষ আল্লাহর ইচ্ছায় বড় জোর একবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে, অবশিষ্ট নয়শত নিরানব্বই বার পাওনা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কখন ও কীভাবে হবে? সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার একজন মানুষের কাছে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে তার জীবনের মূল্য অনেক বেশি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ছাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে অসংখ্য মানুষ মানবতার কল্যাণে, দেশের স্বার্থে, সত্যের পক্ষে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে গেছেন। আমরা তাদের প্রতিদান দিতে পারিনি এবং তা সম্ভবও নয়। এসব কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান দেয়ার জন্য এমন এক জগৎ অত্যাবশ্যক যেখানে তা শতভাগ কার্যকর করা সম্ভব- যার নাম আখিরাত। এরশাদ হচ্ছে, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى 'অতঃপর সেথায় সে মরবেও না, বাঁচবেও না' *(আলা ৮৭/১৩)*। সেখানে যথাযথ প্রতিদান প্রদানে সক্ষম সত্তা হ'লেন মহান আল্লাহ। তাঁর কোন সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ না থাকা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। প্রতিপক্ষ বা সমকক্ষ থাকলে সেখানেও বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়; তার পরের প্রতিফল দিবস অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। অথচ চূড়ান্ত প্রতিফল দিবস একাধিকবার হয় না। অতএব আখিরাত যে চিরন্তন সত্য তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

একক ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা :

আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একক সত্তা। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(বাক্বারাহ ২/২০)*। শক্তির বৈশিষ্ট্য হ'ল একাধিক সমান শক্তি একত্রে অবস্থান করে না। প্রতিযোগিতায় উভয় সমশক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে তৃতীয় শক্তির উত্থান ঘটে। দুর্বলকে সবলের অনুগত হয়ে থাকতে হয় নতুবা তাকে পদানত করে উপরে উঠতে হয়। এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই। মহাশক্তি এসব ব্যাখ্যারও অনেক উর্ধ্বে। মহাশক্তি একাধিক হয় না। তিনি চিরন্তন স্রষ্টা, অন্য সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। তিনি নিয়ন্ত্রণকারী, অন্যেরা নিয়ন্ত্রিত। তিনি পরিচালনাকারী, সকল সৃষ্টি তাঁর দ্বারা পরিচালিত। তিনি মুনিব, সকলে তাঁর গোলাম। তিনি দাতা, সকলে গ্রহীতা। তিনি উপাস্য, সকলে তাঁর উপাসনাকারী। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী। আল্লাহ বলেন, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে এক মহাজ্ঞানী' *(ইউসুফ ১২/৭৬)*। মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁর নিকট থেকে সামান্য জ্ঞান প্রাপ্তমাত্র। আল্লাহ বলেন, قَالُوْا

* *এম.এম. এম.এ, মান্দা, নওগাঁ।*

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ 'তারা (ফেরেশতারা) বলল, তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে যা শিখিয়েছ তা ভিন্ন আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই তুমি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/৩২)*। এটা মানুষের কৃতিত্ব নয়, স্রষ্টার অনুগ্রহমাত্র। তিনি মহাবিচারক। সকল মানুষ তাঁর নিকটে অভিযুক্ত, অপরাধী এবং বিচারের কাঠগড়ায় তাঁর দয়ার মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। অতএব তাঁর ক্ষমতায় কেউ অংশীদার নেই এটাই চূড়ান্ত। আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ 'যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত তাহ'লে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত' *(আম্বিয়া ২১/২২)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ 'আর তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ নেই। যদি থাকত, তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হ'তে আল্লাহ পবিত্র' *(মুমিনূন ২৩/৯১)*।

মাধ্যমবিহীন সুপারিশ কবুলকারী সত্তা :

মানব জাতির সবল এবং দুর্বলের মাঝে মধ্যস্থতাকারী বা সুপারিশকারীগণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে থাকেন। এটা মানুষের মানবিক দুর্বলতা। কেননা তারা কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল। উচুঁ-নিচু সকল মানুষের প্রয়োজন আছে, সমস্যা আছে, দুর্বলতা আছে। ক্ষমতাসীনরা তাদের ক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী শক্তির প্রয়োজন বোধ করেন। তেমনি দুর্বল শ্রেণী তাদের দাবী ও চাহিদা পূরণের জন্য মধ্যস্থতাকারী বা সুপারিশকারীর শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। ফলে উভয় অংশের নিকট মাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান স্বীকৃত। এটা ক্ষমতার বিভাজনের একটি পর্যায়।

আল্লাহ মানুষের একক উপাস্য। তিনি সকল প্রয়োজন ও মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। তাঁর ক্ষমতার প্রয়োগ, বান্দার প্রার্থনা শ্রবণ ও চাহিদা পূরণে সহায়ক শক্তির প্রয়োজন হয় না। এটা তাঁর একক কর্তৃত্ব। বান্দার নিকট ইবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি একক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। বান্দা হিসাবে সকলে তাঁর নিকটে সমান। কোন বান্দা ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র অধিক সন্তুষ্টি অর্জন করলে এর প্রতিদান তার প্রাপ্য। তার সম্মান ও মর্যাদার বরকতে অন্য বান্দা উপকৃত হবে না। তাছাড়া বান্দা পাপ ও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। সুতরাং যারা নিজেই অপরাধী তারা কি করে অন্যের জন্য সুপারিশ করবে? 'কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। এর অর্থ এটা নয় যে, বান্দা নিজে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে অন্যের নাজাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুমতি চেয়ে নেবে এবং সুপারিশের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করবে। বরং একথার তাৎপর্য হ'ল আল্লাহ যাকে নাজাত দিতে ইচ্ছা করবেন তার পক্ষে কাউকে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে নেওয়ার কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। সেটা কাকে দিয়ে ও কীভাবে তা একান্তই আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন বিষয়। এটা বান্দার বোধগম্যের বাইরে। তবে যেসব বিষয় বান্দার এখতিয়ারভুক্ত সেসব বিষয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে একে অপরের নিকট সহযোগিতা চাওয়া বৈধ। যেমন- রোগীর সেবাদান, চাকুরি, ব্যবসার লাইসেন্স, নৌকায় নদী পারাপার ইত্যাদি। কিন্তু যেসব বিষয় আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত যেমন- বান্দার সন্তান লাভ, সমস্যা দূর করা, বিপদ মুক্তি, আখিরাতে নাজাতের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে নিজে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করার পাশাপাশি জীবিত হক্কানী বান্দার নিকট দো'আ চাওয়া যেতে পারে। তবে জীবিত বা মৃত কোন পীর, আওলিয়া, বুযর্গ বান্দাকে ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা অথবা আল্লাহকে ক্ষমতাবান মেনে নিয়েই তাদের নিকট সুপারিশকারী বা মাধ্যম হিসাবে শরণাপন্ন হওয়া শিরক। মক্কার মূর্তিপূজকরা এভাবেই বলত, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى 'আমরা তাদের ইবাদত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়' *(যুমার ৩৯/৩)*। নির্ভেজাল তাওহীদের নিঃশর্ত অনুসারী মুসলিম এসব ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে এবং সে সৎ আমলকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করবে।

একক বিধান দাতা :

সৃষ্টিকর্তা ভাল জানেন তাঁর সৃষ্টি কোন বিধানের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং চূড়ান্ত কল্যাণ লাভ করবে। তাই আল্লাহ্র রুবূবিয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি বিশ্ববাসীর জন্য উপযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিধান জারী করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি একক সত্তা। আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধান পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ 'তবে কি তারা জাহেলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?' *(মায়েদা ৫/৫০)*। আল্লাহ্র বিধান দু'ধরনের। এক. চিরাচরিত প্রাকৃতিক বিধান। দুই. অহি-র মাধ্যমে প্রেরিত বিধান। প্রথমটি সকলের জন্য আম। দ্বিতীয়টি মানব ও জিন জাতির জন্য খাছ। জীবের ক্ষুধা আছে। খেলে প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হয়। আগুন তাপ দিবে। পানি রসালো করবে।

মানুষ পানিতে বেশিক্ষণ বাঁচবে না। মাছ শুকনায় মারা যাবে- এসব প্রাকৃতিক বিধান ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সকলে মেনে চলতে বাধ্য। না মানলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে পারবে। ফলে আখিরাতে এসব বিধান অমান্যকারীর কোন জবাবদিহিতা নেই। আল্লাহ বলেন, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ 'আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৩)*।

পক্ষান্তরে অহি-র বিধান আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রেরণ করেছেন মানব জাতির পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এজন্য কিছুকালের অবকাশ প্রদান পূর্বক তাকে দেয়া হয়েছে ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা। ফলে এ বিধান অমান্যকারীর জন্য তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া নেই; বরং আখিরাতে শাস্তি পাবে এবং মান্যকারী পুরস্কৃত হবে। আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا 'বল, হক তোমার রবের পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং তোমাদের যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক, আর যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি অত্যাচারীদের জন্য তৈরি করে রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে' *(কাহফ ১৮/২৯)*।

কোন ব্যক্তি যদি নিরূপায় হয়ে কিংবা অলসতা অথবা অজ্ঞতাবশতঃ অহি-র বিধান অমান্য করে তাহ'লে তার ফায়ছালার বিষয়টি আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন। কিন্তু কেউ যদি এ বিধান যথেষ্ট নয় ভেবে এর বিপরীতে বিধান রচনা করে, এর সাথে সংযোজন অথবা বিয়োজন ঘটায় তাহ'লে সে নিজেকে রবের আসনে অধিষ্ঠিত করল। যারা তা মেনে নিল তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐসব রবের গোলামী করল এবং তাঁর বিধানের সাথে কুফরী করত নিজের নফসকে ইলাহ বানিয়ে নিল। আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ 'তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে তাদের পণ্ডিত ও ধর্মযাজকদের রব বানিয়ে নিয়েছে' *(তওবা ৯/৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً 'তুমি কি তাকে দেখ না, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*।

অহীভিত্তিক তাবলীগ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ 'অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও' *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ থেকে একটি কথা হ'লেও তা অন্যের নিকট পৌঁছে দাও'।[৭২]

মূলতঃ দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই ইসলাম সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অহী-র বিধান নবী-রাসূলগণ নিজেরা পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ পূর্বক তার সঠিক রূপ ও ব্যাখ্যা মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন বা কমবেশি করার অধিকার তাঁদের ছিল না। কম-বেশি করলে আল্লাহ তাঁদেরও পাকড়াও করতেন। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ 'সে যদি আমার নামে কোন বানোয়াট কথা রচনা করতে চেষ্টা করত, তাহ'লে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার মূল রগ কর্তন করে দিতাম' *(হাক্কা ৬৯/৪৪-৪৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে আমার নামে মিথ্যা কথা বর্ণনা করল, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নিল'।[৭৩]

হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ 'রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া' *(নূর ২৪/৫৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ 'তোমার দায়িত্ব তো পৌঁছে দেয়া আর আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া' *(রা'দ ১৩/৪০)*। একই দাওয়াতের মাধ্যমে আবূ বকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) হেদায়াত লাভ করে ধন্য হ'লেন। কিন্তু আবূ জাহল, আবূ লাহাব, আবূ তালিব হেদায়াত প্রাপ্ত হ'লেন না। এমনকি রাসূল (ছাঃ) আবূ জাহল, আবূ তালিবকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অহী-র বিধান ব্যতীত অন্য কোন কৌশলের আশ্রয় নেননি। রাসূল (ছাঃ)-এর অবর্তমানে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবে তাবেঈনগণ এবং মুসলিম উম্মাহর হক্বপন্থী জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ একই কাজ করে থাকেন। তাঁরা শারঈ বিধান তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পূর্ণ অনুসরণের চেষ্টা করেন এবং তা হুবহু আম জনতার নিকট প্রচার করে থাকেন। মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজস্ব উদ্ভাবিত উছূল বা মূলনীতি, কায়দা-কৌশল, উদ্ভট কল্পকাহিনী, রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত মুরুব্বী ও বুযুর্গানে দ্বীনের অবাস্তব উদ্ধৃতি, শরী'আতে সংযোজন-বিয়োজন ও বিকৃতি পরিহার পূর্বক আল্লাহকে হেদায়াত দাতা জেনে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর হুবহু প্রচার করাই প্রকৃত তাবলীগে দ্বীন। আর আম জনতার পক্ষ থেকে সঠিক দলীলসহ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা করা তাবলীগে দ্বীনের

৭২. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়।*
৭৩. *বুখারী হা/১০৭, আবূদাঊদ হা/৩৬৫১।*

ইতিবাচক সফলতা। আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ 'তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সহকারে' *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)*। এর ব্যত্যয় ঘটলে শরী'আত বিকৃতির অভিযোগে আল্লাহ্র রুবূবিয়াত ও উলূহিয়াতে শিরকের সংমিশ্রণ ঘটে যায়। হক্বপন্থী উম্মাহ অহীভিত্তিক দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানায়। মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকায় তাদেরকে ফেলে না।

ইক্বামতে দ্বীন :

দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকার বাইরে যাওয়ার কারও কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*। বান্দা সাধ্যমত রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সফলতা আল্লাহ্র হাতে। আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا 'যে রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল, (হে রাসূল!) তোমাকে তাদের উপর আমি তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 'তুমি উপদেশ দাও। তুমি তো একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের শাসক বা দারোগা নও' *(গাশিয়া ৮৮/২১-২২)*।

ব্যক্তি থেকে হয় পরিবার, সেখান থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র। একজন ব্যক্তিকে তার নিজের প্রতি দায়িত্ব, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব, অতঃপর সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে নেয়া যরূরী। নিজের নফ্সকে শাসন করা একজন ব্যক্তির প্রথম দায়িত্ব। নফ্স থেকে শিরক-বিদ'আত ও তাগূতী শক্তি দূর করে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ইক্বামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ব্যক্তির প্রথম শারঈ দায়িত্ব। পরিবারকে শাসন করা পরিবার প্রধান হিসাবে ব্যক্তির দ্বিতীয় দায়িত্ব। কেননা প্রত্যেক পরিবার প্রধান তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অন্যেরা তার নির্দেশ মেনে চলবে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। অতঃপর সমাজে ইক্বামতে দ্বীনের তাবলীগ করা ব্যক্তির তৃতীয় দায়িত্ব। এরশাদ হচ্ছে, لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 'যাতে তুমি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদের ভয় প্রদর্শন কর' *(আনআম ৬/৯২)*।

এক্ষেত্রে নিজ থেকে সমাজ বা রাষ্ট্রকে শাসন করতে এগিয়ে যাওয়া বা ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করা ব্যক্তির দায়িত্ব নয়; বরং তা ক্ষমতার লোভ এবং খাহেশ পূরণের অপপ্রয়াস মাত্র। এটা মোটেও শরী'আত সিদ্ধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّا لاَ نُوَلِّى هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ 'আমরা আমাদের এইসব (শাসন) কাজে এমন লোককে নিয়োগ করি না যারা তা চেয়ে নেয় বা তার লোভ করে'।[৭৪] তবে হ্যাঁ, সমাজ যখন নিজেদের প্রয়োজনে কাউকে শাসক হিসাবে নিয়োগ করে তখন সমাজকে অহী-র বিধানের আলোকে শাসন করাও ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব হয়ে যায়। যে শাসক জনগণের চেয়ে তার স্রষ্টার নিকটে অধিক দায়বদ্ধ, ঐ শাসকের অধীনে আনুগত্যশীল থাকা সকল নাগরিকের দায়িত্ব হয়ে পড়ে। যে সমাজের শাসক শ্রেণীসহ অধিকাংশ জনগণ কমবেশি ঈমান-আমলের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে নিজ নিজ নফসের উপর শিরক-বিদ'আত ও তাগূতী প্রভাবমুক্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, শিরক মুক্ত ঈমান ও বিদ'আত মুক্ত আমলের অধিকারী হ'তে ব্যর্থ হয়েছে, দুনিয়ার চাইতে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে সচেষ্ট নয়, শাসন করার চেয়ে শাসিত হওয়াকে প্রাধান্য দিতে না পারে ঐ সমাজে রাষ্ট্র কর্তৃক ইক্বামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ভাবনা যুক্তিসংগত ও শরী'আত সম্মত নয়। সমাজ ঐ পর্যায়ে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে প্রচলিত শাসকের অধীনে থেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা প্রয়োজন। শাসকের ছোট-খাট ত্রুটির ব্যাপারে ফিৎনায় না জড়িয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা সহ শরী'আতের সীমায় থেকে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সংশোধন না হ'লে দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামার দৃষ্টিতে শাসকের প্রকাশ্য কুফরী নযরে পড়লে ঐসব আলেমদের নেতৃত্বে আন্দোলন করা বৈধ হবে। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এতে যেন শরী'আতের সীমা লংঘন না ঘটে, মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং এর পিছনে কারও নেতৃত্বের লোভ যেন প্রকাশ না পায়।

সর্বোপরি নিজ নফ্স এবং আপন পরিবারের উপর শিরক-বিদ'আত ও তাগূতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। অতঃপর সমাজে অহি-র দাওয়াত, তা'লীম ও তারবিয়াত চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সৎ, যোগ্য, জ্ঞানী-গুণী ও নির্লোভ নেতৃত্ব তৈরির যথাসাধ্য প্রচেষ্টার নাম ইক্বামতে দ্বীন। এর অন্যথা ঘটলে শরী'আত বিকৃত হবে। সমাজ বিশৃংখল হবে। এটা তাওহীদে রুবূবিয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকবে।

ঐক্যের চেতনা :

আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধর। আর দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। সকল

৭৪. *বুখারী হা/৭১৪৯।*

মুসলিম এক আল্লাহকে বিশ্বাস, এক কুরআনের অনুসরণ এবং এক নবীর আদর্শ গ্রহণ করার পরও তারা আজ শতধা বিভক্ত। এমনকি সকল দল নিজ নিজ ফিরক্বাকে সঠিক মনে করে আনন্দিত। অথচ আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ 'আর তোমরা ঐসব মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল রয়েছে' *(রূম ৩০/৩১-৩২)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে, إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে দ্বিখণ্ডিত করেছে এবং নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, (হে নবী!) তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই' *(আন'আম ৬/১৫৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى 'আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। সবগুলো দলই জাহান্নামে যাবে, শুধু একটি দল ব্যতীত। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেটি কোন দল? তিনি উত্তরে বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, যারা তার উপরে টিকে থাকবে'।[৭৫]

মানুষের বুঝ ও চিন্তার ভিন্নতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া সত্যের বিপক্ষে শয়তানী শক্তির প্রভাব সর্বদাই ক্রিয়াশীল। তাই বৈষয়িক ক্ষেত্রে সৃষ্ট দলাদলির ন্যায় ইসলামেও দলাদলি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু যাবতীয় বিভক্তি পরিহার পূর্বক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ঐক্যের আহ্বান খুবই স্পষ্ট এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সকল দলের পরিবর্তে কেবল একটি দলের প্রতিই ইঙ্গিতবহ। সেই দলের বৈশিষ্ট্য কি এবং সেখানে একত্রিত হওয়ার ভিত্তি কি তাও অত্যন্ত পরিষ্কার।

ইসলামের নামে বিভিন্ন দলের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট তালাশ করলে দেখা যায়, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের মৃত্যুর পর ইসলামের কোন একটি বিষয়কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অথবা দ্বীনী মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে মুসলমানগণ নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সেই সাথে ইহুদী খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত, শয়তানের কূটকৌশল, রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব, দলীয় অন্ধ তাক্বলীদ, অনর্থক যিদ, গোঁড়ামি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সেগুলো গড়ে উঠেছে। তাছাড়া কুরআন হাদীছের দূরতম ব্যাখ্যা ও যঈফ, জাল হাদীছ অবলম্বনের মাধ্যমে অনুসারীগণ কর্তৃক ইমামগণের নামে অথবা ইসলামের কোন একটি বিষয়ের নামে এসব ফিরক্বা সমূহের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও উপমহাদেশে একের পর এক ফিরক্বার আবির্ভাব হয়েই চলেছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এসব দ্বিধা-বিভক্তি পরিহার পূর্বক ঐক্যের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি ঐক্যের ভিত্তি তথা বিবাদ-বিরোধের মীমাংসার ফর্মুলাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের মধ্যে যারা তোমাদের মধ্যে নির্দেশদাতা। তবে যদি কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে তাহ'লে তা সোপর্দ কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং অতি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা' *(নিসা ৪/৫৯)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতএব তোমার রবের শপথ! তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে তারা ন্যায়বিচারক হিসাবে মেনে নিবে এবং তোমার মীমাংসা সম্পর্কে নিজেদের মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা পোষণ না করবে এবং সন্তুষ্টচিত্তে তা কবুল করে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৭৬] মনে রাখা উচিত যে, কুরআন সন্দেহের ঊর্ধ্বে এবং আল্লাহ নিজেই তার সংরক্ষণকারী *(হিজর ১৫/৯)*। হাদীছ যেহেতু কুরআনের বাস্তব রূপ ও ব্যাখ্যা। অতএব ছহীহ হাদীছও সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলা মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে হাদীছেরও যথাযথ সংরক্ষণ করেছেন। আমরা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণকে পাইনি। মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে হাদীছ আমাদের নিকটে পৌঁছেছে। কাজেই মুহাদ্দিছগণ যেসব হাদীছকে ছহীহ বলেছেন, সেগুলো নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া এবং যেগুলোকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে সন্দেহযুক্ত বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করাই শারঈ নীতি, ঈমানের দাবী ও ঐক্যের পথ।[৭৭]

দ্বীন পরিপূর্ণ। আর তা হ'ল অহীয়ে মাতলূ ও গায়ের মাতলূর সমন্বয়। ছহীহ ও সন্দেহমুক্ত বিধান দ্বারা দ্বীন পরিপূর্ণ এটাই অহী-র দাবী। জাল, যঈফ ও প্রমাণহীন বিধানের দ্বারা আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে শিরক-বিদ'আত ও ফির্কাবন্দীর রাস্তা প্রশস্ত করার মাধ্যমে ইবলীসকে অট্টহাসি হাসার সুযোগ দান করবেন, এমনটি মোটেও শরী'আতসিদ্ধ ও বিবেকসম্মত নয়। কাজেই মুক্তির স্বার্থে সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে আমরা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে সকল মাযহাবের সত্য ও প্রমাণিত অংশটুকু মেনে নেব। ইক্বামতে দ্বীন, তাবলীগে দ্বীন, খিলাফত, জিহাদ, ক্বিতাল সহ ইসলামের যাবতীয় বিধানকে

৭৫. *তিরমিযী হা/২৬৪১, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২, আবূদাঊদ হা/৪৫৯৬-৯৭।*

৭৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।*

৭৭. *বিস্তারিত দ্রঃ বুখারী হা/৫২, মুসালিম হা/১৫৯৯।*

Contents

অহী-র বিধানের আলোকে বিচার ও গ্রহণ করব। কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতগুলো বিনা ব্যাখ্যায় শর্তহীনভাবে মেনে নিয়ে অস্পষ্ট আয়াতগুলোর দূরতম ব্যাখ্যা পরিহার করত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা গ্রহণ করব। যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন পূর্বক ছহীহ হাদীছ অনুসরণের মাধ্যমে একমাত্র নাজী ফিরক্বা তথা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের দলের অন্তর্ভুক্ত হব-এটাই অহীভিত্তিক ঐক্যের চেতনা।

সাংস্কৃতিক চেতনা :

হক্বপন্থী মুসলিমের সাংস্কৃতিক চেতনা হবে অহীভিত্তিক। তাদের চেতনার সাথে অনর্থক কার্যকলাপ নেই, অপচয় নেই, নেই কার্পণ্য। বেহায়াপনা, অপসংস্কৃতি, অমুসলিম সংস্কৃতি, পশ্চিমা সংস্কৃতি, মানব চরিত কলুষিতকারী ও নৈতিকতা বিধ্বংসী সংস্কৃতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। বরং তাদের রয়েছে উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন ইহ-পারলৌকিক কল্যাণকর পরিচ্ছন্ন তাওহীদী সংস্কৃতি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে জাতি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়’।[৭৮] রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের গুণী ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যু থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। কোন দিবস পালনে তারা বিশ্বাস করেন না। কেননা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ তা শিখিয়ে যাননি। আমরা বদর, ওহোদ, খন্দক ও মক্কা বিজয়ের চেতনায় যেমন বিশ্বাসী, তেমনি ৪৭, ৫২, ৭১-এর চেতনায়ও গভীরভাবে আস্থাশীল। আম জনতার সাথে আমাদের পার্থক্য চেতনার ধরনের ভিন্নতা। দেশ, জাতি ও ভাষার জন্য, সত্যের পক্ষে যারা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন আম জনতা তাদের শহীদ নামে আখ্যায়িত করে মাযার ও স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনেক অর্থ-কড়ি খরচ করে অনুষ্ঠান পালন করেন, দিবস উদযাপন করতে গিয়ে অনেক বেহায়াপনার প্রকাশ ঘটান। হক্বপন্থী মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন ফুল জীবিত মানুষের কাজে লাগে, তাকে আনন্দ দেয় সম্মানিত করে। মৃত মানুষ আলমে বারযাখের অধিবাসী। ফুল তাকে আনন্দ দেয় না, সম্মানিতও করে না। বস্তুজগতের কোন কিছুই তাদের কাম্য নয়; বরং তারা জীবিত হিতাকাঙ্ক্ষীদের দো‘আর প্রত্যাশী- যা তাদের কল্যাণ ও নাজাতের অসীলা হ’তে পারে। তাই খাঁটি মুসলিমগণ তাদের প্রকৃত হিতাকাংক্ষী হিসাবে গভীর রাতে তাহাজ্জুদ বাদ আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করে বলেন, হে আল্লাহ! যেসব ভাই-বোন সত্যের পক্ষে, দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, আপনি তাদেরকে শহীদদের কাতারে স্থান দিন। তাদের কোন গোপন অপরাধ থাকলে তা ক্ষমা করুন, কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং উৎসর্গকৃত মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে তাদের চিরস্থায়ী জান্নাতের অফুরন্ত নে‘মত দানে ধন্য করুন-এটাই তাদের তাওহীদী চেতনা। আজ যারা তোপধ্বনি বাজিয়ে, নগ্ন পায়ে বিদেহী আত্মার স্মৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর নামে নিজেরা আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আরও একটুখানি ভালো করতে গিয়ে সেখানে ঐসব মনীষীদের মূর্তি তৈরীর পর পূজা-অর্চনা শুরু করলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। ইতিমধ্যেই যার প্রকাশ অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। মূর্তি পূজার অতীত ইতিহাস আমাদের তাই জানিয়ে দেয়। অবশ্য উত্তরসূরীগণের শিরকী কর্মকাণ্ডের অপরাধের দায়ভার পূর্বসূরীগণকেও বহন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ‘সৎ কাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর, পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না’ *(মায়েদা ৫/২)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ‘সঠিক পথের দিকে যে লোক আহ্বান করে তার জন্য ঐ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমপরিমাণ প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কমবে না। আর যে মানুষকে ভুল পথের দিকে আহ্বান করে, তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহের সমপরিমাণ গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কমবে না’।[৭৯]

অতএব যেসব কাজে সামান্যতম শিরকের গন্ধ আছে, এমন কর্মকাণ্ড থেকে প্রকৃত মুসলমানগণকে সব সময় দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে শিরক-বিদ‘আত মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের অধিকারী খাঁটি মুসলিম হিসাবে কবুল করুন!- আমীন!

---

৭৮. আবূ *দাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭, সনদ ছহীহ*।

৭৯. *মুসলিম হা/২৬৭৪*।

Contents

জালূলার যুদ্ধ ও হুলওয়ান বিজয়

*আব্দুর রহীম**

ভূমিকা :

ইসলাম শান্তির ধর্ম। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আগমন। যারা ইসলামী শরী'আত ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করতে চায়, তারা মানুষের জীবন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পরিচালিত হউক এটাই চায়। আরবের পথহারা মানুষগুলো যখন ইসলামের ছায়াতলে আগমন করল, তখন তারা সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। তারা কেবল সিরিয়া, ইয়ারমূক, কাদেসিয়া বা মাদায়েনে শান্তি ও জনগণের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত হ'লেন না, বরং পৃথিবীর যেখানেই অশান্তি বিরাজ করছিল সেখানেই শান্তির বাণী নিয়ে হাযির হয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্যে সেনাপতি সা'দ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালনাধীন মুসলিম বাহিনী কাদেসিয়া ও পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পর জালূলা ও হুলওয়ানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

জালূলা শহরটি সা'দিয়া থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তরে এবং ইরাকের দিয়ালা নদীর কাছাকাছি বা'কূবা শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ১৬ হিজরীর ছফর মাসে মুসলিম বাহিনী জালূলার পথে রওয়ানা হন। এ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সেনাপতি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)। তবে এ যুদ্ধে সরাসরি নেতৃত্ব দেন হাশেম বিন উতবা (রাঃ)। আর অগ্রবর্তী বাহিনীতে ছিলেন প্রখ্যাত সেনাপতি কা'কা' বিন আমর।

মুসলিম সেনা দল :

এ যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর ভাতিজা হাশেম বিন উতবা। অগ্রগামী বাহিনীর সেনানায়ক ছিলেন বিখ্যাত বীর কা'কা' বিন আমর। ডান বা দক্ষিণ বাহুর সেনাপতি ছিলেন সা'দ বিন মালেক। অপরদিকে উত্তর বা বাম বাহুর দায়িত্বে ছিলেন তার ভাই ওমর বিন মালেক। আর পিছন থেকে সৈন্যদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে ছিলেন আমর বিন মুররাহ।[৮০]

পারস্য সেনা দল :

পারস্য সম্রাট ইয়াযদাজিরদ মাদায়েনে মুসলিম সৈন্যদের উপস্থিতি জানতে পেরে সপরিবারে হুলওয়ান চলে যান। সেখানে যাওয়ার পথে পারসিকদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমবেত করে তাদের নেতা হিসাবে নির্বাচন করেন মেহরানকে। মেহরান তার সৈন্যদের নিয়ে জালূলায় শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর চারদিকে অনেক গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করেন। সাথে সাথে পরিখার পাশে কাঁটা পুঁতে রাখেন, যাতে মুসলিম সৈন্যদের পায়ে এবং তাদের ঘোড়ার পায়ে বিদ্ধ হয়। এরপর তারা রসদ-পত্র জমা করে বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করে।[৮১]

ঘটনা প্রবাহ :

সার্বিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে সেনাপতি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট করণীয় জানতে চেয়ে পত্র লিখলেন। উত্তরে ওমর (রাঃ) লিখলেন যে, সা'দ (রাঃ) যেন তার ভাতিজা হাশেম বিন উতবাকে আমীরের দায়িত্ব প্রদান করে হুলওয়ানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এছাড়া তিনি সৈন্যদের বিন্যস্ত করণসহ সার্বিক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়ে সা'দ (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন। সেনাপতি সা'দ (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তার ভাতিজা হাশেম বিন উতবার নেতৃত্বে ১২ হাযার সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন আনছার ও মুহাজির ছাহাবীগণ, অন্যান্য নেতৃ পর্যায়ের লোকেরা ও আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।[৮২]

হাশেম বিন উতবা ১২ হাযার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হ'লেন জালূলার পথে। অগ্নি পূজকরা জালূলার চারদিকে পরিখা খনন করায় হাশেম বিন উতবা শহরে প্রবেশ করতে পারলেন না। ফলে তিনি জালূলা অবরোধ করলেন।[৮৩] ঐতিহাসিক ত্বাবারী বলেন, অনারবরা মাদায়েন থেকে পলায়ন করে জালূলায় অবস্থান নিল। তারা পরস্পরে বলল, হে পারসিকগণ! তোমরা যদি আজকে বিভক্ত হয়ে যাও, তাহ'লে আর কখনও ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারবে না। আর এ স্থান আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছিল। অতএব তোমরা এসো আমরা আরবদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করি। যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহ'লে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। আর যদি পরাস্ত হই, তাহ'লে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন হবে এবং আমরা জাতির কাছে ওযর পেশ করতে পারব। অতঃপর তারা মেহরান রাযীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শহরের চার দিকে পরিখা খনন করল।[৮৪]

হাশেম বিন উতবা তাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ করে রাখলেন। এ সময় মুসলমানগণ তাদের সাথে জালূলায় আশিবারের বেশি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রত্যেক বারই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করেন।[৮৫] তারা মুসলমানদের উপর দফায় দফায় হামলা করছিল। পারস্য সম্রাট কিসরা হুলয়ান থেকে দলে দলে সৈন্য পাঠিয়ে

** গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।*

৮০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/৬৩।

৮১. আল-বিদায়াহ ৭/৬৩।

৮২. তারীখে ত্বাবারী ৪/২৫; আল-বিদায়াহ ৭/৬৯; ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম, ৪/২১৩, ইবনুল আছীর, আল-কামিল ২/৩৪৬; শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিল নুবালা ২/৪৩১।

৮৩. তদেব।

৮৪. ত্বাবারী ৪/২৪; তাজারুবুল উমাম ওয়া তা'আকাবুল হুমাম ১/৩৬২।

৮৫. ত্বাবারী ৪/২৫।

তাদেরকে সাহায্য করছিলেন। অপরদিকে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) দলে দলে মাদায়েন থেকে সৈন্য পাঠিয়ে তার ভাতিজাকে সাহায্য করছিলেন। হাশেম বিন উতবা একাধিক বার লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের উৎসাহিত করে বক্তব্য দিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করার উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে একটা সুন্দর পরীক্ষা দাও, তিনি তোমাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার ও গণীমত দিবেন। তোমরা আল্লাহকে খুশী করার জন্য কাজ কর।[৮৬]

অপরদিকে পারসিক সৈন্যরা পরস্পরে অঙ্গীকার করেছিল এবং আগুনের নামে কসম করেছিল যে, আরবদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত তারা পলায়ন করবে না। অবশেষে সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এল। উভয় দলের মধ্যে এমন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হ'ল যে, কাদেসিয়ায় হারীরের দিনও এত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ হয়নি। উভয় পক্ষের তীর শেষ হয়ে গেল। বর্মগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। উভয় পক্ষের সৈন্যরা তখন কেবল তরবারী ও ত্বাবারযীনের (কুড়াল জাতীয় এক প্রকার অস্ত্র) উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এর মধ্যে যোহর ছালাতের সময় হয়ে গেল। মুসলমানগণ ইশারায় যোহর ছালাত আদায় করলেন। অপরদিকে পারসিক সৈন্যরা পালাবদল করল। অর্থাৎ সামনের ক্লান্ত সৈন্যরা পশ্চাতে চলে গেল এবং পশ্চাতের সৈন্যরা সামনের কাতারে চলে আসল। এ অবস্থা দেখে মুসলমান সৈন্যগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হ'ল। তখন কা'কা' বিন আমর বললেন, হে মুসলমানগণ! পারসিক সৈন্যদের পালা বদল দেখে তোমরা কি অস্থির হয়ে পড়েছ? তারা বলল, হ্যাঁ, কেন নয়? আমরা সবাই ক্লান্ত-শ্রান্ত আর তারা উজ্জীবিত। তখন তিনি বললেন, আমরা তাদের উপর হামলা করব এবং তাদের পরাস্ত করতে আন্তরিক হব। আমরা হামলা চালাতে থাকব যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেন। তোমরা তাদের উপর একে একে হামলা করবে। অতঃপর আমরা সবাই একত্রে হামলা করব। অতঃপর তিনি প্রথমে হামলা করলেন এবং মুসলিম সৈন্যরাও তাঁর সাথে পারসিকদের উপর হামলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কা'কা' বিন আমর অশ্বারোহী ও শক্তিশালী বীরদের সাথে নিয়ে পারসিকদের উপর এমন প্রচণ্ড হামলা করলেন যে, তিনি সাথীদের নিয়ে শহরের প্রবেশ মুখে পৌঁছতে সক্ষম হ'লেন। এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ঝড় পাঠালেন যা পুরো এলাকাকে অন্ধকার করে তুলল। এ সময় তাদের ঘোড়াগুলো পরিখার মধ্যে পড়ে গেল এবং তারা গর্ত থেকে ওঠার মত কোন পথও পেল না। ফলে তাদের খননকৃত গর্তে তারা নিজেরাই পতিত হ'ল। মুসলমানদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছতে দেরী হ'ল না। এ সময় পারসিকরা পরস্পর বলাবলি করল যে, আমরা কি দ্বিতীয়বার তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব না-কি এভাবে মরে যাব? যখন মুসলমানগণ দ্বিতীয়বার হামলার প্রস্তুতি নিলেন, তখন পারসিক সৈন্যরা বের হয়ে আসল এবং পরিখার চার দিকে তীর নিক্ষেপ শুরু করল, যাতে মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনী সামনে অগ্রসর হ'তে না পারে। মুসলমানগণ কৌশলে সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকলেন যাতে পারসিক বাহিনী বাইরে বের হয়ে আসে। অতঃপর পারসিকরা বাইরে এসে যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল।[৮৭]

এ দিন যারা বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন তুলায়হা আসাদী, আমর বিন মা'দীকারিব যুবায়দী, ক্বায়েস বিন মাকশূহ ও হুজর বিন আদী। এর মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসল। কা'কা' বিন আমর তাঁর সাথীদের নিয়ে পরিখার গেটে পৌঁছে গেলেন। রাতের অন্ধকারে কা'কা' বিন আমর কি করছিলেন তার সাথীরাও তা বুঝতে পারছিলেন না এবং তিনি নিজেও কাউকে কিছু জানাননি। এরই মধ্যে একজন আহ্বানকারী বলে উঠল, হে মুসলমানগণ! তোমরা কোথায়? এই যে তোমাদের নেতা পরিখার সম্মুখে। এ ঘোষণা শুনে অগ্নিপূজকরা পলায়ন করল। মুসলমান সৈন্যগণ কা'কা'র নেতৃত্বে তাদের উপর প্রচণ্ড হামলা করল। এরই মধ্যে তিনি শহরের প্রবেশ দ্বার পরিখার সম্মুখভাগ দখল করে নিলেন। মুসলমান সৈন্যগণ ব্যাপকভাবে আক্রমণ করলে পারসিক সৈন্যরা পালাতে শুরু করল। তখন মুসলিম সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে ওঁত পেতে থেকে পারসিকদেরকে হত্যা করতে থাকলেন। এদিন এক লক্ষ পারসিক সৈন্য নিহত হয়। ভূপৃষ্ঠ লাশে ভরে যাওয়া এবং যমীন আচ্ছাদিত হওয়ার এ যুদ্ধকে জালূলা (جَلُـــوْلَاء)-এর যুদ্ধ বলা হয়।[৮৮] 'জালূলা' অর্থ আচ্ছাদিত করা।

কেউ কেউ বলেন, যেহেতু পারসিক সৈন্যরা শহরের চারদিকে পরিখা খনন করে তার পাড়ে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছিল আর মুসলমান সৈন্যগণ শহরের চারদিকে ঘুরেও প্রবেশ করতে পারেনি, এজন্য এ যুদ্ধকে জালূলা বলে। আবার কেউ মনে করেন যে, এ যুদ্ধের ভয়াবহতার জন্য এ যুদ্ধের নাম জালূলা রাখা হয়েছে।[৮৯]

ইবনুল আছীর বলেন, মুশরিক বাহিনী পরাস্ত হয়ে ডানে-বামে পলায়ন শুরু করে এবং নিজেদের পাতানো কাঁটাতারে জড়িয়ে ধ্বংস হ'তে থাকে। তাদের ঘোড়ার পায়ে বিদ্ধ হয় তাদের পাতানো কাঁটা। অপরদিকে পদাতিক বাহিনীর পায়ে সেগুলো বিদ্ধ হয়ে তারা যখমী হ'তে থাকে। মুসলমানগণ তাদের উপর হামলা করলে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতীত সকলে নিহত হয়।[৯০]

---

৮৬. ত্বাবারী ৪/২৫; আল-বিদায়াহ ৭/৬৯।

৮৭. ত্বাবারী ৪/২৫; আল-বিদায়াহ ৭/৬৯; আল-কামিল ২/৩৪৬; আল-মুন্তাযাম ৪/২১৩; তাজারুবুল উমাম ১/৩৬৩।

৮৮. তদেব।

৮৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/৪৩১।

৯০. আল-কামিল ২/৮৪৬।

Contents

এদিন মুসলিম সৈন্যগণ বহু সম্পদ, অস্ত্র-সস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য গণীমত হিসাবে লাভ করেন। যার পরিমাণ প্রায় মাদায়েনে প্রাপ্ত সম্পদের সমান। শা'বী বলেন, জালূলার দিন ত্রিশ লাখ দিরহাম মুসলমান সৈন্যগণ গণীমত হিসাবে লাভ করেন। যার খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) বের হয় ছয় লক্ষ দিরহাম। এ দিনে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রত্যেকে ১২ হাযার দিরহাম ভাগে পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তারা প্রত্যেকে ভাগে পেয়েছিলেন নয় হাযার দিরহাম ও নয়টি করে গবাদি পশু।[৯১]

সালমান ফারেসী (রাঃ) সৈন্যদের মাঝে গণীমতের মাল সমূহ বণ্টন করে দেন। অতঃপর সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ, যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান, কাযাঈ বিন আমর ও আবু মুকারিরন আসওয়াদের মাধ্যমে গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ (মাল, দাস-দাসী ও গবাদি পশু) খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তারা ওমর (রাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানকে যুদ্ধের ঘটনা সমন্ধে জিজ্ঞেস করেন। যিয়াদ ছিলেন বড় বাগ্মী। যিয়াদের বর্ণনা শুনে ওমর (রাঃ) খুব খুশি হ'লেন এবং তিনি চাইলেন যে তার মুখ থেকে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ঘটনা শুনাবেন। তিনি যিয়াদকে বললেন, তুমি আমাকে যেভাবে যুদ্ধের ঘটনা শুনালে, এভাবে লোকদেরকে শুনাতে পারবে? সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! অবশ্যই পারব। কারণ পৃথিবীর বুকে এমন কোন মানুষ নেই যাকে আপনার চেয়ে বেশী ভয় করি। তাহ'লে অন্যদের সামনে জালূলার যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে পারব না কেন? অতঃপর তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বাগ্মীতার সাথে এও বর্ণনা করলেন যে, তারা কতজন পারসিক সৈন্যকে হত্যা করেছেন, কত সম্পদ গণীমতের মাল হিসাবে লাভ করেছে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, এতো খুবই শুদ্ধভাষী বক্তা। তখন যিয়াদ বললেন, আমাদের সৈন্যরা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের যবান খুলে দিয়েছে। এরপর ওমর (রাঃ) কসম করে বললেন, এ সম্পদ গুদাম ঘরে প্রবেশের পূর্বে বণ্টন হয়ে যাবে। আব্দুল্লাহ বিন আরকাম ও আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) এ সম্পদগুলো মসজিদে রেখে রাতে পাহারা দিলেন। সকাল হ'লে ওমর (রাঃ) ফজর ছালাত সমাপ্ত করে সূর্য উদিত হওয়ার পর সম্পদগুলোর সামনে আসলেন। তিনি সেগুলোর উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি সেখানে ইয়াকূত, যাবারযাদ (গোমেদ, পীতবর্ণের মতি) হলুদ স্বর্ণ ও সাদা রৌপ্য দেখে কান্না শুরু করলেন। তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) তাকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে কিসে কাঁদাল? আল্লাহ্র কসম! এটাতো আনন্দ ও আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে অন্য কিছু কাঁদায়নি। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ যখনই কোন কওমকে এরূপ সম্পদ দান করেছেন, তখনই তারা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয়েছে। আর যখনই তারা পরস্পরে হিংসায় লিপ্ত হয়, তখনই আল্লাহ তাদের মধ্যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেন। অতঃপর কাদেসিয়ার সম্পদগুলোর ন্যায় জালূলার সম্পদগুলো বণ্টন করে দেওয়া হ'ল।[৯২]

ওমর (রাঃ) সেনাপতি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, আল্লাহ যদি তোমাকে জালূলার বিজয় দান করেন, তাহ'লে কা'কা' বিন আমরকে পলায়নকারী লোকদের পিছনে পাঠিয়ে দিবে। অতঃপর সে হুলওয়ানে অবতরণ করবে। যাতে সে মুসলমানদের রক্ষার কারণ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য সাওয়াদ (سَوَاد)-অঞ্চলকে রক্ষা করেন। আল্লাহ যখন জালূলাবাসীকে পরাস্ত করলেন, তখন হাশেম বিন উতবা সেখানে অবস্থান করলেন এবং কা'কা' বিন আমর শত্রুদের অনুসরণ করে পলায়নকারী পারসিক যোদ্ধাদের সাথে মিলিত হ'লেন। তিনি সেখানে পারসিক সেনাপতি মেহরান সহ বহু লোককে হত্যা ও বহু লোককে বন্দি করলেন। ফায়রুযান (اَلْفَيْـــرُزَانُ) তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল। সম্রাট ইয়াযদাজিরদ (يَزْدَجِـــرْدُ) মুসলমানদের উপস্থিতি, জালূলার পরাজয় ও সেনাপতি মেহরানের হত্যার সংবাদ শুনতে পেয়ে খেসরুশানূম-এর নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি হুলওয়ান থেকে রায়-এর দিকে পলায়ন করলেন। কা'কা' বিন আমর যখন শীরীন প্রাসাদের উপকণ্ঠে উপনীত হ'লেন, তখন খেসরুশানূম ও হুলওয়ানের দিহকানরা (অঞ্চল প্রধানরা) যুদ্ধের জন্য বের হয়ে আসল। কা'কা' প্রাসাদের উপরে তাদেরকে হত্যা করলেন এবং খেসরুশানূম পলায়ন করল। অতঃপর হুলওয়ান মুসলমানদের অধিকারে চলে আসল।[৯৩]

মুসলমানগণ সেখানেও বহু গণীমতের মাল লাভ করলেন। অনেককে বন্দী করলেন। কা'কা' বিন আমর পারসিকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন। এতে তারা অস্বীকৃতি জানাল। ফলে তিনি তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করলেন। তিনি সেখানে অবস্থান করতে থাকলেন। এরই মধ্যে সা'দ (রাঃ) মাদায়েন থেকে কূফায় চলে গেলেন।[৯৪]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জালূলার ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলাম। অতঃপর চল্লিশ হাযার দিরহামের বিনিময়ে কিছু গণীমতের সম্পদ ক্রয় করলাম। এরপর সেগুলো নিয়ে আমার পিতা ওমর (রাঃ)-এর নিকট আসলাম। তিনি দেখে বললেন, এগুলো কি? আমি

৯১. *আল-বিদায়াহ ৭/৭০।*

৯২. *সোলায়মান হুমায়রী, আল-ইকতেফা ২/৫২৯; ত্বাবারী ৪/৩০; আল-মুন্ত যাম ৪/২১৪; আল-বিদায়াহ ৭/৭০; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৬৮৭।*

৯৩. *আল-মুন্তাযাম ৪/২১৫; আল-বিদায়াহ ৭/৭৯; আল-ইকতেফা ২/৫২৯; ত্বাবারী ৪/৩০।*

৯৪. *আল-বিদায়াহ ৭/৭১।*

বললাম, চল্লিশ হাযার দিরহামের বিনিময়ে গণীমতের কিছু সম্পদ ক্রয় করেছি। তখন তিনি বললেন, হে ছাফিয়া! আব্দুল্লাহ যা নিয়ে এসেছে, তা সংরক্ষণ কর। আমি তোমাকে দৃঢ়তার সাথে বলছি, তুমি এগুলোর কিছু বের করবে না। সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! যদিও তা অপবিত্র হয়? তিনি বললেন, সেটা তোমার ব্যাপার। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! যদি আমাকে জাহান্নামে (আগুনে) টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহ'লে কি তুমি ফিদইয়া দিয়ে আমাকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। যদিও আমার সাধ্যের মধ্যের সব কিছু দিয়ে হয়। তিনি বললেন, আমি যেন তোমাকে জালূলার দিনে প্রত্যক্ষ করছি আর তুমি বায়'আত গ্রহণ করছ এবং লোকেরা বলছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী ও আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ। তিনি তার পরিবারের মধ্যে তাকে বেশী স্নেহ করেন। আর তুমি তো এমনটাই যেমন লোকেরা বলছে। আর তারা তোমাকে এক দিরহাম কম দেওয়া থেকে একশ' দিরহাম বেশী দেওয়াতে বেশী খুশি হবে। কারণ আমি বণ্টনকারী। তবে আমি তোমাকে এক কুরায়েশী লোকের তুলনায় অতিরিক্ত লাভ দিব। আমি তোমাকে দিরহামের বিনিময়ে দিরহামই লাভ দিব। এরপর সাত দিন চলে গেল। তিনি ব্যবসায়ীদের ডেকে চল্লিশ হাযার দিরহামের মাল, চার লক্ষ দিরহামে বিক্রয় করে আমাকে আশি হাযার দিরহাম ফেরৎ দিলেন। বাকী তিন লাখ বিশ হাযার দিরহাম সা'দ (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে বলে দিলেন, এ সম্পদগুলো যেন কাদেসিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে সেটা যেন তার ওয়ারিছদের মাঝে বিতরণ করা হয়।[৯৫]

মুছেল ও তিকরিতের পথে মুসলিম বাহিনী :

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, মুছেলের অধিবাসীরা সেনাপতি আন্তাকের (اَلْأَنْطَاق) নেতৃত্বে তিকরিতে সমবেত হচ্ছে, তখন তিনি খলীফা ওমর (রাঃ)-এর কাছে সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেন। ওমর (রাঃ) পত্রে নির্দেশনা দিয়ে বললেন, তুমি আন্তাকের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন মু'তাম্মকে পাঠিয়ে দিবে। যার অগ্রভাগে থাকবে রিব'ঈ ইবনুল আফকাল আনাযী (رِبْعِيُّ بْنُ الْأَفْكَلِ) এবং অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান হিসাবে থাকবে আরফাজাহ বিন হারছামাহ বারেকী।[৯৬] এছাড়া দক্ষিণ বাহুর নেতৃত্ব দিবে হারেছ বিন হাসসান যুহলী, বাম বাহুর নেতৃত্ব দিবে ফুরাত বিন হাইয়ান এবং মূল লোকদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব থাকবে হানী বিন কায়েসের উপর।[৯৭]

আব্দুল্লাহ বিন মু'তাম্ম তার সৈন্যদের পাঁচভাগে ভাগ করে চারভাগ সৈন্য নিয়ে তিকরিতের পথে রওয়ানা হ'লেন। তিনি তিকরিতে গিয়ে আন্তাকের মুখোমুখি অবস্থান নিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন যে, সেখানে রোমের একটি সৈন্যদল তাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। আরো সমবেত হয়েছে শাহারেজার (الشَّهَارِجَة) একটি দল। এছাড়া সমবেত হয়েছে আরবের ইয়াদ, তাগলীব ও নামির গোত্রের খ্রিষ্টানরা। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তারা সবাই মিলে তিকরিত শহর ঘিরে রেখেছে। আব্দুল্লাহ তার সৈন্যদের নিয়ে তাদের অবরোধ করলেন। এ অবরোধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকল। এই চল্লিশ দিনে মুসলমানগণ তাদের সাথে চব্বিশবার যুদ্ধে লিপ্ত হ'লেন। বারবারই মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হ'লেন এবং তাদেরকে ধরাশায়ী করলেন। এ অবস্থা দেখে রোম থেকে আগত সৈন্যরা মাল-সামান নিয়ে জাহায যোগে পলায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। আব্দুল্লাহ সুকৌশলে আরব থেকে আসা ইয়াদ, তাগলীব ও নামির গোত্রের সৈন্যদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করলেন। এ তিন গোত্রের সৈন্যরা ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে তাদের নিরাপত্তা চেয়ে আব্দুল্লাহ্‌র কাছে পত্র লিখল এবং তারা এটাও বলল যে, তারা মুসলমানদের সাথে থাকবে।

আব্দুল্লাহ তাদের কাছে পত্র লিখে জানালেন যে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহ'লে তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর এবং সাক্ষ্য দাও যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল'। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে শরী'আত এসেছে তা মেনে নাও'। তারা উত্তরে লিখল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দূতেরা এসে জানাল যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন তিনি লিখলেন যে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহ'লে আমরা যখন রাতে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে শহরে হামলা করব, তখন তোমরাও তাকবীর ধ্বনি দিয়ে জাহাযের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিবে এবং তাদেরকে জাহাযে আরোহণ করা থেকে বিরত রাখবে। আর তাদের যাদেরকে সামনে পাবে তাদের হত্যা করবে'। এরপর আব্দুল্লাহ ও তাঁর সাথীরা হামলা করার প্রস্তুতি নিলেন। একজনের তাকবীর ধ্বনি শুনে তারা সকলে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে শহরে হামলা করলেন। অপর প্রান্ত থেকে আরবের নতুন মুসলমানগণ তাকবীর ধ্বনি দিলেন। এতে শহরবাসী দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারা দাজলা নদীর নিকটস্থ ফটক দিয়ে বের হ'তে শুরু করল। ইয়াদ, নামির ও তাগলীব গোত্রের নওমুসলিমগণ তাদের মুখোমুখি হ'ল এবং রোম থেকে আসা বহু সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হ'ল। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ তাঁর সাথীদের নিয়ে শহরের অপর ফটক দিয়ে প্রবেশ করে শহরে অবস্থানকারী সকল যোদ্ধাকে হত্যা করলেন। আরবের ইয়াদ, তাগলীব ও নামির গোত্রের লোকেরা ব্যতীত কেউ ইসলাম গ্রহণ করল না।[৯৮]

---

৯৫. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৭৭৯; আল-মুন্তাযাম ৪/২১৪।
৯৬. আল-বিদায়াহ ৭/৭১; আল-কামিল ২/৩৪৮।
৯৭. আল-বিদায়াহ ৭/৭২।
৯৮. আল-বিদায়াহ ৭/৭২।

ওমর (রাঃ) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর কাছে লিখেছিলেন যে, মুসলমান সৈন্যগণ তিকরিতের উপর বিজয় লাভ করলে যেন রিবঈ বিন আফকালকে পূর্ব নিনাওয়ার দুর্গ ও মুছেলে অবস্থিত পাশ্চাৎ দুর্গ দখলের জন্য দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ বীরযোদ্ধাদের একটি দল ও ইয়াদ, তাগলীব ও নামির গোত্রের নওমুসলিমদের সাথে নিয়ে দ্রুত দুর্গদ্বয় দখলের জন্য রওয়ানা হ'লেন। দুর্গের অধিবাসীরা মুসলিম সৈন্যদের উপস্থিতি দেখে সন্ধির প্রস্তাব দিল। মুসলিম সৈন্যরা তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করে তাদের নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেখানে তারা অনেক গণীমত লাভ করলেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্য তিন হাযার দিরহাম এবং পদাতিক বাহিনীর প্রত্যেক সৈনিক এক হাযার দিরহাম ভাগে পেলেন। বাকী এক-পঞ্চমাংশ ফুরাত বিন হাইয়ানের দায়িত্বে ওমর (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। রিবঈ বিন আফকালকে মুছেলের গভর্ণর নিযুক্ত করা হ'ল এবং আরফাজাহ বিন হারছামাহকে জিযিয়া আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হ'ল।[৯৯]

উপসংহার :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। নিশ্চয়ই মিথ্যা অপসৃত হওয়ার বিষয়' *(ইসরা ১৭/৮১)*। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। মুসলিম সৈন্যগণ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, তাদের উপরই বিজয় লাভ করেছেন। তাদের পরাজিত হওয়ার ইতিহাস খুবই বিরল। খুব কম যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা বেশী ছিল। তার পরেও তারা বিজয় লাভ করেছেন। কারণ তারা ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। তারা যুদ্ধ করতেন ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অশান্তি দূর করে জনগণের নিরাপত্তা ও তাদের শান্তি নিশ্চিত করার জন্য। বদর, ওহোদ, মুতা ইত্যাদি তারই সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া নাহাওয়ান্দ, ইয়ারমূক, কাদেসিয়া, মাদায়েন ইত্যাদি যুদ্ধগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুসলমানগণ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য কাফির-মুশরিকদেরকে একাধিকবার সন্ধির আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা কোন মতেই সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি। জনগণের নিরাপত্তা দানে সম্মত হয়নি। তারা যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে, কেবল তখনই তারা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। সকল মানুষের অধিকার আছে আত্মরক্ষা করার।

বর্তমান কালেও যেকোন সমস্যার সমাধানের জন্য মুসলমানদেরকে ফিরে যেতে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া শান্তির মিশনে। চরমপন্থা অবলম্বন করে যেমন শান্তি কায়েম করা সম্ভব নয়, তেমনি শৈথিল্যের পথ গ্রহণ করেও ইসলাম টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাদেরকে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যা নবী-রাসূলগণের পথ। অতএব আসুন, আমরা শান্তির বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেই। সকলের মাঝে সৃষ্টি করি নৈতিকতা, জাগ্রত করি মানবতা বোধ। মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই বাস করুক শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে। ইসলামী জিহাদ চিরদিন সে পথেই পরিচালিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

---

৯৯. আল-বিদায়াহ ৭/৭২; আল-কামিল ২/৩৪৯।

রক্তের এই হোলি খেলা বন্ধ হোক

মোবায়েদুর রহমান

গত ৩৫ দিন ধরে সারাদেশে যে রক্তপাত ঘটছে তাতে আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত। এই রক্তপাত এবং প্রাণহানি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি, সেটি নিয়েও আমি বিভ্রান্ত। কারণ বেরিয়ে আসার যে সহজ-সরল উপায় সেটিও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে রাজনীতি সোজা পথ থেকে সরে এসে বাঁকা পথে ঘুরে গেছে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হ'ল, যদিও সরকার শুধুমাত্র এক পক্ষের প্রাণহানিই দেখাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দুই পক্ষই প্রাণ হারাচ্ছে। এক পক্ষ হারাচ্ছে পেট্রোলবোমায়, অন্য পক্ষ ক্রসফায়ারে এবং পুলিশের গুলিতে। সরকার পক্ষ শুধুমাত্র পেট্রোলবোমার দিকটাই হাইলাইট করছে। কিন্তু ক্রসফায়ার এবং পুলিশের গুলিতে যে ২৭-৩০ জন লোক মারা গেছে তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। এর অর্থ এই যে, শুধু পুলিশের লোকরাই মানুষ, অন্যরা কোন মানুষই নয়। যারা পেট্রোলবোমায় মারা গেছে তাদের ক্ষতি কোন দিন পূরণ হবার নয়। অনুরূপভাবে যারা ক্রসফায়ার বা পুলিশের গুলিতে মারা যাচ্ছে তাদের ক্ষতিও কোন দিন পূরণ হবার নয়। নিউইয়র্ক ভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সহিংসতা এবং অন্যান্য দমন-পীড়নের অবসানের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ সরকারকে সবার মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তি প্রয়োগ, গ্রেফতার এবং গুম বন্ধ করার দাবী জানিয়েছে সংস্থাটি।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশে সহিংসতার অন্যতম ভয়ঙ্কর সংযোজন হচ্ছে পেট্রোলবোমা। এ সময় বিরোধী দলের হাতে ৪১ জন নিহত হয়েছে বলে দাবী করছেন মানবাধিকার কর্মীরা। তবে এ ঘটনায় একদল আরেক দলকে দায়ী করছে জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে প্রায় ১৭ জন লোক নিহত হয়েছেন। এদের অধিকাংশই বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ও তাদের ছাত্র সংগঠনের সদস্য। এর কোনটির ক্ষেত্রে পুলিশ বন্দুকযুদ্ধের কথা বলছে আবার অন্য ক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধারের দাবী করছে। তবে পরিবারের লোকজন বলছে, নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাযতেই তারা নিহত হয়েছেন। সরকার দায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক অ্যাডামস এই প্রেক্ষাপটে বলেছেন, বাংলাদেশে যে নিপীড়ন চলছে তাতে বিশ্ব নীরব থাকতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কড়া ভাষায় বলে দেয়া দরকার যে, এই রক্তপাত বন্ধ না হ'লে অন্য দেশের সাথে তাদের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে।

॥দুই॥

দেখা যাচ্ছে, যারা পেট্রোলবোমা ছুড়ছে তাদের হামলায় নিহত এবং আহত হচ্ছে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। কিন্তু অপরপক্ষ যাদের টার্গেট করছে তারা সমাজের অত্যন্ত ওপর তলার মানুষ। ওরা সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ রহমানকে গুলি করেছিল। এবার গুলি করেছে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর এমাজুদ্দীনের বাসায়। গত ৮ ফেব্রুয়ারী রোববার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজুদ্দীন আহমাদের বাসা লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় হাতবোমা হামলাও চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে এতে কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গত ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত ৯-টার দিকে এলিফ্যান্ট রোডের কাঁটাবন মসজিদের পাশে তার বাসা লক্ষ্য করে এ হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা।

এমাজুদ্দীন তার বাসায় গুলি ও হাতবোমা হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বাসা লক্ষ্য করে দু'টি হাতবোমা হামলা চালানো হয়েছে। এ সময় আমি বাসায় ছিলাম। পরপর ছোড়া কয়েকটি গুলিতে বাসার জানালার কাঁচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এ ঘটনায় বাসার সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার মহানগরে সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের এক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সিপিবির প্রধান মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, এখন দেশে এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পলিটিশিয়ানরা করছেন পুলিশের বক্তৃতা। আর পুলিশ করছে পলিটিশিয়ানদের বক্তৃতা। এখানে একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারের বক্তৃতা উদ্ধৃত করছি। দেখুন, সিপিবি নেতার বক্তৃতা কেমন সুন্দরভাবে পুলিশ অফিসারের বক্তৃতার সাথে মিলে যায়। ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি এসএম মাহফুজুল হক নূরুজ্জামান পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, যারা নাশকতা করবে, মানুষ হত্যাসহ এ ধরনের কাজ করবে, তাদের বিরুদ্ধে যা যা করার সব করবেন। শুধু গুলি করা নয়, নাশকতাকারীদের বংশধর পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে হবে। আমি হুকুম দিয়ে গেলাম, দায়দায়িত্ব সব আমার'। গত ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার বিকেলে গাযীপুর পুলিশ লাইনে যেলা পুলিশ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিআইজি মাহফুজুল হক এসব কথা বলেন। পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে ডিআইজি বলেন, আমাদের অস্ত্র দেওয়া হয়েছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য, আপনাদের সম্পদ, দেশের সম্পদ রক্ষা করার জন্য। আপনাদের যদি কেউ হত্যা করে, আমরা কি বসে বসে আঙুল চুষব? তিনি আরও বলেন, ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি, সে স্বাধীনতা কয়েকজন লোকের স্বার্থে, বিদেশী প্রভুদের স্বার্থের কারণে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে, তা হ'তে পারে না। দেশের মাটি ও মানুষকে বাঁচাতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীরা দেশে একটি গৃহযুদ্ধ বাধাতে চেষ্টা করছে। দেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এসব কুলাঙ্গার, মোনাফেক, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। এদের

হাত থেকে দেশের মানুষকে নিরাপদে রাখতে হবে। গাযীপুরের পুলিশ সুপার মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আযমতুল্লাহ খান, যেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার কাযী মুযাম্মেল হক, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহসম্পাদক আফযাল হোসেন সরকার প্রমুখ।[১০০]

॥তিন॥

যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে আওয়ামী ঘরানা তার স্বরে চিৎকার করত। এখন ক্রসফায়ার হচ্ছে। আওয়ামী ঘরানা নিশ্চুপ। তবে এই নীরবতার মাঝেও প্রতিবাদ করেছেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনু মুহাম্মাদ। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে বলেছেন, দেশের নাগরিকদের কেন ক্রসফায়ারে দেয়া হচ্ছে? কেউ অপরাধ করলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে। কিন্তু এখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটকের পর যাদেরকে ক্রসফায়ারে দিচ্ছে তারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী কি-না তাও জানার সুযোগ পাচ্ছে না দেশবাসী। গত ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় মর্যাদা রক্ষার দাবীতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে আনু মুহাম্মাদ বলেন, সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা (অ্যাটর্নি জেনারেল) যখন বলেন, দেখা মাত্র গুলি করতে তখন আইন-আদালতের দরকার কী? এসময় তিনি সরকারকে গণগ্রেফতার ও ক্রসফায়ার বন্ধ করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটকে হরতাল ও সহিংস কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন দিলে তাতে সাধারণ মানুষ শান্তি ফিরে পাবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে একটি স্বাধীন শক্তিশালী কমিশন গঠন করতে হবে। যে কমিশনের হাতে নির্বাচনকালীন প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকবে। আইন-শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ থাকবে কমিশনের হাতে।[১০১]

ইন্ডিয়ার জোরে না নাচতে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের ছিদ্দীকী। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া আপনাদের এই কুকর্মকে আর সাপোর্ট করবে না। বিকল্পধারা বাংলাদেশের সভাপতি ও সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, দেশে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই সংলাপে বসতে হবে, নির্বাচনও আপনাকে দিতেই হবে। গত ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুরে কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় তারা এসব কথা বলেন। যাদের সাথে করতে হবে তাদের সাথেই আলোচনা করুন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করার চিন্তা করছেন বলে জানান এবং তিনি তাকে ফোন করে জানাবেন যে, বাংলাদেশে যা হচ্ছে তাতে আপনার (ভারতের) সম্মান চুরমার হয়ে যাচ্ছে। দেশে (বাংলাদেশ) শান্তি নেই। তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সবাইকে অবহিত করবেন।

কাদের ছিদ্দীকী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের অবস্থা ভালো না। দারোগা পুলিশের ভরসায় থাকবেন না। যেই দিকে সূর্য উঠে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ুন। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়ার জোরে নাচেন? আপনি আর পারবেন না। পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে ভারতের দাসত্ব করতে স্বাধীন হইনি। আমরা ভারতের বন্ধুত্ব চাই, দাসত্ব নয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিকল্পধারা বাংলাদেশের সভাপতি ও সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, দেশে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র পথ হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি করা। এজন্য অবশ্যই সংলাপে বসতেই হবে। নির্বাচনও আপনাকে দিতেই হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, আলোচনায়ও আপনাকে বসতে হবে। আজ দেশবাসীর প্রয়োজন চিন্তা করে আলোচনায় না বসে বিদেশীদের চাপে সেটি করলে জাতি লজ্জিত হবে। বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ পুড়ছে আর প্রধানমন্ত্রী ভায়োলিন বাজাচ্ছেন। দেশ জ্বলবে আর আপনারা ভায়োলিন বাজাবেন- এটা তো হবে না।

দেশ ও জনগণের এ সঙ্কটকালে নিরোর মতো বাঁশি বাজালে চলবে না। মতিঝিলে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কার্যালয়ের সামনে দলটির ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার দুপুরে আয়োজিত জনসভায় বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। জনসংহতি নেতা সন্তু লারমার প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রশ্ন রেখে বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, সন্তু লারমা কী আগুন লাগায়নি? আপনি কী তার সঙ্গে শান্তির জন্য সংলাপ করেননি? আপনার পিতা কী পাকিস্তানীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেননি? আপনি এত সহজে সবকিছু ভুলে গেলেন?

॥চার॥

সহিংসতা তো শুধুমাত্র এক পক্ষেই হয়নি। এই কয়দিনে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হয়েছে সেগুলো বলা না হলে অর্ধ সত্য কথা বলা হয়, পূর্ণ সত্য নয়। গত দুই সপ্তাহে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে অন্তত ১৭ জন নিহত হয়েছেন। আমরা এখানে তাদের একটি তালিকা দিচ্ছি।

১. ৫ জানুয়ারী সোমবার গণতন্ত্র হত্যা দিবসে দেশের বিভিন্ন স্থানে মিছিল হয়। এসব মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। ফলে বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদলের ৪ জন নেতা নিহত হন।

---

১০০. দৈনিক প্রথম আলো, ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫।
১০১. দৈনিক আমার দেশ অনলাইন, ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫।

Contents

২. ৭ জানুয়ারী বুধবার নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ছাত্রদল নেতা মহসিন উদ্দিন নিহত হন।

৩. ৭ জানুয়ারী বুধবার নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে পুলিশের গুলিতে যুবদল নেতা মিজানুর রহমান রুবেল নিহত হন।

৪. ১৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার নোয়াখালী যুবলীগের অস্ত্রবাজদের গুলিতে ছাত্রদল নেতা পারভেজ নিহত হন।

৫. ১৬ জানুয়ারী চাঁপাই নবাবগঞ্জের কানসাটে ছাত্রদল নেতা মতিউর রহমানকে যৌথবাহিনী হত্যা করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

৬. ১৮ জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গা সদরে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত ও গুলিতে নিহত হন শঙ্কর চন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি মেম্বার ও ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম (৪৭)।

৭. ১৯ জানুয়ারী সোমবার ভোরে মতিঝিলে গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত নড়াইল পৌরসভার কাউন্সিলর ও জামায়াত নেতা ইমরুল কায়েসকে পুলিশ ধরে নিয়ে হত্যা করেছে বলে পরিবার অভিযোগ করেছে।

৮. ১৯ জানুয়ারী সোমবার খিলগাঁওয়ের জোড়পুকুর মাঠে ছাত্রদল নেতা নূরয্যামান জনির লাশ পাওয়া যায়।

৯. ২০ জানুয়ারী মঙ্গলবার ককটেলের আঘাতে আহত হন ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা সাকিবুল ইসলাম। যিনি ২৮ জানুয়ারী বুধবার রাত ৩-টায় অ্যাপোলো হাসপাতালে মারা যান। তার অভিভাবকের অভিযোগ, পুলিশ তার চিকিৎসায় অবহেলা করেছে।

১০. চাঁপাই নবাবগঞ্জে সিটি কলেজের ছাত্র ও ছাত্রদল নেতা আসাদুল্লাহ তুহিনকে ২৫ জানুয়ারী রোববার বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। ১৩ ঘণ্টা পর সোমবার রাত ৩-টার সময় ট্রাক চাপায় তিনি নিহত হন।

১১. নূরুল ইসলাম শাহীন। রাজশাহীর বিনোদপুর ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক। গত ২৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার তাকে ডিবি পুলিশ উঠিয়ে নেয় এবং ২৮ জানুয়ারী বুধবার তিনি বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

১২. ২৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার রাতে ইসলামী ব্যাংকের ল্যাব সহকারী নাহিদ জামালকে রাস্তা থেকে পুলিশ উঠিয়ে নেয়। ২৮ জানুয়ারী বুধবার তিনি ক্রসফায়ারে নিহত হন।

১৩. ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাত অর্থাৎ শুক্রবার সাতক্ষীরার কাশিমপুর গ্রামের শিবির নেতা শহীদুল ইসলাম ভোর রাতে যশোরে ক্রসফায়ারে নিহত হন।

১৪. ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাত অর্থাৎ শুক্রবার রাজশাহী শিবির নেতা শাহাবুদ্দীন রাত ১-টার দিকে তিনি ক্রসফায়ারে নিহত হন।

১৫. গত ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকেলে বাসা থেকে গ্রেফতারের পর সকালে হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায় কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম উপযেলা শিবির সভাপতি সাহাব পাটোয়ারীর।

১৬. গত ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় বাচ্চু মিয়া (২৬) নামে আরো এক যুবক পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

১৭. পুলিশের গাড়ি থেকে পালাতে গিয়ে দুই ব্যক্তি ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছে বলে দাবি করছে পুলিশ।

একটি বাংলা সহযোগীর রিপোর্ট মোতাবেক গত ৫ জানুয়ারী থেকে ৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছেন ২৫ জন রাজনৈতিক কর্মী। ঐ দিকে পেট্রোলবোমায় নিহত হয়েছে ৪৯ জন আদম সন্তান। উভয় পক্ষের সহিংসতায় প্রতিদিন যে লাশ পড়ছে সেই লাশ পড়ার শেষ কোথায়?

॥ সংকলিত ॥

ইমাম নাসাঈ (রহঃ)

*কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

(শেষ কিস্তি)

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম নাসাঈ (রহঃ)

ইলমে হাদীছ সহ ইসলামের অন্যান্য শাখায় অবদান রাখার কারণে সমসাময়িক ও পরবর্তী মনীষীগণ ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর প্রশংসায় অনেক মূল্যবান উক্তি পেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের উক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. হাফেয আলী ইবনে ওমর বলেন, كَانَ النَّسَائِيُّ أَفْقَهَ مَشَايِخِ مِصْرَ فِيْ عَصْرِهِ وَأَعْرَفَهُمْ بِالصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ وَأَعْلَمَهُمْ بِالرِّجَالِ. 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সমকালীন মিসরীয় মনীষীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, ছহীহ ও যঈফ হাদীছ সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং রিজালশাস্ত্রে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন'।[১০২]

২. হাফেয যাহাবী বলেন,

وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِيْ رَأْسِ الثَّلاَثمِائَةِ أَحْفَظَ مِنَ النَّسَائِيِّ، وَهُوَ أَحْذَقُ بِالْحَدِيْثِ وَعِلَلِه وَرِجَالِه مِنْ مُسْلِمٍ، وَمِنْ أَبِيْ دَاوُدَ، وَمِنْ أَبِيْ عِيْسَى، وَهُوَ جَارٍ فِيْ مِضْمَارِ الْبُخَارِيِّ وَأَبِيْ زُرْعَةَ.

'হিজরী তৃতীয় শতকের প্রারম্ভে ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর চেয়ে হাদীছের অধিক সংরক্ষক অন্য কেউ ছিল না। হাদীছ, ইলালুল হাদীছ (হাদীছের ত্রুটি-বিচ্যুতি) এবং রিজালশাস্ত্রে তিনি ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ এবং আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (রহঃ)-এর চেয়েও পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী ও আবূ যুর'আ (রহঃ)-এর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিছ ছিলেন'।[১০৩] তিনি আরো বলেন, وكان من بحور العلم، مع الفهم، والاتقان، والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف. 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইলমে হাদীছের সমুদ্রতুল্য মহাজ্ঞানী, সূক্ষ্মজ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী, ইলমুর রিজালের সমালোচক ও বরেণ্য গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন'।[১০৪]

৩. মানছূর আল-ফকীহ ও আবূ জা'ফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আত-তাহাবী বলেন, أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين، وكذلك أثني عليه غير واحد من الأئمة وشهدوا له بالفضل والتقدم في هذا الشأن. 'ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ (রহঃ) হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে অন্যতম ইমাম ছিলেন। অনুরূপভাবে অনেক মনীষী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর মর্যাদা ও অগ্রগামিতার স্বীকৃতি দিয়েছেন'।[১০৫]

৪. হাফেয আবূ আলী আন-নীসাপুরী বলেন,

رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري: النسائي بمصر، وعبدان بالأهواز، ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن أبي طالب بنيسابور.

'আমি স্বদেশে ও প্রবাসে চারজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছকে দেখেছি। তাঁরা হলেন, মিসরে ইমাম নাসাঈ (রহঃ), আহওয়াযে আবদান (রহঃ), নীসাপুরে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং ইবরাহীম ইবনে আবূ তালিব (রহঃ)।[১০৬] তিনি আরো বলেন, اَلنَّسَائِيُّ إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ بِلاَ مُدَافَعَةٍ 'নাসাঈ ইলমে হাদীছের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন'।[১০৭]

৫. ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) বলেন, أبو عبد الرحمن الإمام النسائي مقدم على كل من يذكر بعلم الحديث، وبجرح الرواة وتعديلهم في زمانه. 'স্বীয় যুগে ইলমে হাদীছ, রাবীদের সমালোচনা এবং তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত করণে যাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়, ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ (রহঃ) তাঁদের সকলের উপরে অগ্রগামী ছিলেন'।[১০৮]

৬. মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-বারুদী বলেন, ذكرت النسائي لقاسم المطرز فقال هو إمام أو يستحق أن يكون إماما 'আমি কাসেম আল-মুতরাযের নিকট ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর কথা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, ইলমে হাদীছের তিনি একজন ইমাম অথবা ইমাম হওয়ার যোগ্য'।[১০৯]

৭. হাফেয আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে মানদাহ বলেন,

اَلَّذين أخرجُوا الصَّحيحَ وميزوا الثَّابتَ من الْمَعْلُول وَالْخَطَأَ من الصَّوَاب أَرْبَعَةٌ : الْبُخَارِيّ، وَ مُسلم، أَبُو دَاوُد، وَأَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ

* প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।

১০২. মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৭ পৃঃ; তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৭০১ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১/৩৩৮ পৃঃ।
১০৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/১৩৩ পৃঃ।
১০৪. ঐ, ১৪/১২৭ পৃঃ।
১০৫. তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৭ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১/১৪০ পৃঃ।
১০৬. শাযারাতুয যাহাব, ২/২৪০ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৭ পৃঃ।
১০৭. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১/১৪০ পৃঃ; তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৬৯৯ পৃঃ।
১০৮. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, ২৫৩ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/১৩১ পৃঃ।
১০৯. মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৬ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৭ পৃঃ।

‘যাঁরা ছহীহ হাদীছ সংকলন করেছেন এবং ত্রুটিযুক্ত থেকে নির্ভরযোগ্য হাদীছগুলো পৃথক করেছেন এবং ভুল থেকে সঠিক বের করেছেন, তাঁরা হ’লেন চার জন। যথা- ১. ইমাম বুখারী (রহঃ), ২. ইমাম মুসলিম (রহঃ), ৩. ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), ৪. ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ (রহঃ)।[১১০]

৮. আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস বলেন, كَانَ إِمَامًا فِي الْحَدِيْثِ ثِقَةً ثَبْتًا حَافِظًا– ‘ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইলমে হাদীছের ইমাম, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও হাফেয ছিলেন’।[১১১]

৯. আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (রহঃ) বলেন,

سمعت شيخنا أبا عَبد الله الذهبي الحافظ، وسألته: أيهما أحفظ: مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، أو النَّسَائي؟ فقال: النَّسَائي. ثم ذكرت ذلك للشيخ الإمام الوالد تغمده الله برحمته، فوافق عليه.

‘আমি আমাদের উস্তাদ হাফেয আয-যাহাবী থেকে শুনেছি, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছহীহ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর মধ্যে ইলমে হাদীছের অধিক সংরক্ষক কে? উত্তরে তিনি বললেন, ইমাম নাসাঈ (রহঃ)। অতঃপর এ বিষয়টি আমার পিতা তাকীউদ্দীন সুবকী-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি ইমাম যাহাবীর অভিমতকে সমর্থন করেন’।[১১২]

১০. আবূ আবদির রহমান মুহাম্মাদ ইবনুল হোসাইন আস-সুলামী বলেন,

سألت أَبَا الْحَسَن علي بْن عُمَر الدَّارَقُطْنِيَّ الْحَافِظَ، فقلت: إذا حدث مُحَمَّد بْن إسحاق بْن خزيمة وأَحْمَد بْن شعيب النَّسَائي حديثا من تقدم منهما؟ قال: النَّسَائي لأنه أسند، على أني لا أقدم على النَّسَائي أحدا وإن كَانَ ابْن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير.

‘হাফেয আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর আদ-দারাকুতনী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যখন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে শো‘আইব আন- নাসাঈ (রহঃ) কোন হাদীছ বর্ণনা করবেন, তখন এ দু’জনের মধ্যে কার বর্ণিত হাদীছকে আপনি অগ্রাধিকার দিবেন? উত্তরে তিনি বললেন, ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর হাদীছকে। কেননা তাঁর হাদীছের সনদ অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মুত্তাছিল। আমি ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর ওপর অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। যদিও ইবনে খুযায়মা নির্ভরযোগ্য ও অতুলনীয় ইমাম ছিলেন’।[১১৩]

১১. হাকিম (রহঃ) বলেন, كلام النسائي على فقه الحـــديث كثير، ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامـــه. ‘ফিকহুল হাদীছ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর অনেক মূল্যবান বাণী রয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর সংকলিত সুনানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, সে তাঁর মনোহরী কথামালা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাবে’।[১১৪]

১২. নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান (রহঃ) বলেন,

وكان أحد أعلام الدين وأركان الحديث، إمام أهل عصره ومقدمهم وعمدتهم وقدوتهم بين أصحاب الحديث وجرحه وتعديله، معتبر بين العلماء–

‘ইমাম নাসাঈ (রহঃ) দ্বীন ইসলামের একজন সুপণ্ডিত, ইলমে হাদীছের স্তম্ভ, স্বীয় যুগের ইমাম, তাঁদের মধ্যে অগ্রগামী, মুহাদ্দিছগণের স্তম্ভ ও তাদের আদর্শ ছিলেন। তিনি জারাহ ওয়াত তা‘দীল বিশেষজ্ঞদের ইমাম এবং বিদ্বানগণের মাঝে গ্রহণযোগ্য ছিলেন’।[১১৫]

১৩. আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, وكان إماما في الحديث ثبتا حافظا فقيها– ‘ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হাদীছের ইমাম, নির্ভরযোগ্য, হাফেয ও ফক্বীহ ছিলেন’।[১১৬]

শী‘আ অপবাদ আরোপ :

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রসমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ শেষে মিসরে বসতি স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন মিসরে বসবাস করার পর প্রতিকূল অবস্থার কারণে ৩০২ হিজরীতে দামেশকে চলে আসেন। দামেশকে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন যে, জনসাধারণের অধিকাংশই বনী উমাইয়ার পক্ষে এবং আলী (রাঃ)-এর বিপক্ষে। তখন তিনি জনগণের মনোভাব ও আক্বীদা সংশোধনের লক্ষ্যে আলী (রাঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রশংসায় ‘কিতাবুল খাছায়িছ ফী ফাযলে আলী ইবনি আবী তালিব ওয়া আহলিল বায়ত’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থটি দামেশকের জামে মসজিদে সকলকে পড়ে শুনানোর ইচ্ছা করেন। যাতে বনী উমাইয়ার শাসনের ফলে সাধারণ লোকদের মাঝে যে ঈমানী দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এর সামান্য অংশ পড়ার পর এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আমীরুল মুমিনীন মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর প্রশংসায় কিছু

---

১১০. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১৪/১৩৫ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ২/৩৯১ পৃঃ; মুকাদ্দামাতু সুনানি আবূ দাঊদ লিল-আইনী, ১/১০৬ পৃঃ।

১১১. তাহযীবুল কামাল, ১/৩৪০ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১/১৪০ পৃঃ; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২৫৪।

১১২. তাহযীবুল কামাল, ১/২৪০ পৃঃ (টীকা দ্রষ্টব্য)।

১১৩. প্রাগুক্ত, ১/৩৩৪-৩৫ পৃঃ।

১১৪. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১৪/১৩০ পৃঃ।

১১৫. আ‘লামুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৫৪।

১১৬. রুবাঈয়্যাতুল ইমাম আন-নাসাঈ, পৃঃ ২৬।

লিখেছেন? জবাবে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বললেন, মু'আবিয়ার জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, সে এ থেকে সবসময় বাদ পড়ুক। তাঁর প্রশংসায় লেখার তো কিছু নেই। এ কথা শোনার সাথে সাথেই লোকেরা তাঁর ওপর হামলা চালায় এবং শী'আ শী'আ বলে তাঁকে মারধর করতে থাকে। ফলে তিনি মরণাপন্ন হয়ে পড়েন।[১১৭]

মূলতঃ তিনি শী'আ ছিলেন না। এটি ছিল তাঁর প্রতি চরম মিথ্যা অপবাদ। তিনি যে শী'আ ছিলেন না তার জাজ্বল্য প্রমাণ হ'ল, তিনি স্বীয় فضائل الصحابة গ্রন্থে ছাহাবীদের তালিকায় আলী (রাঃ)-কে অন্যান্য বিশিষ্ট ছাহাবী তথা খলীফা চতুষ্টয়ের অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেননি। তিনি যদি শী'আ হ'তেন তাহ'লে আলী (রাঃ)-এর আলোচনা সর্বাগ্রে করতেন। যেমনটি অন্যান্য শী'আরা করে থাকে।

উসামা রাশাদ ওয়াছফী আগা বলেন,

ثم إنه قد صنف كتاب فضائل الصحابة وبدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم جعل عليا رضي الله عنه رابعهم وهذا يدل على أنه لا يقدم عليا حتى على عثمان-

'অতঃপর তিনি ফাযাইলুছ ছাহাবা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এতে আবূ বকর (রাঃ)-এর (জীবনী ও মর্যাদা শীর্ষক আলোচনার) মাধ্যমে শুরু করেন। অতঃপর ওমর (রাঃ), তারপর ওছমান (রাঃ), তারপর চতুর্থ পর্যায়ে আলী (রাঃ)-এর আলোচনা করেছেন। এটা প্রমাণ বহন করে যে, তিনি আলী (রাঃ)-কে অন্যদের চেয়ে এমনকি ওছমান (রাঃ)-এর চেয়েও প্রাধান্য দেননি'।[১১৮]

অনুরূপভাবে ড. তাকীউদ্দীন নাদভী বলেন, أنه صنف كتاب فضائل الصحابة فاتضح بذلك أن شبهة التشيع لا أساس لها في الحقيقة- 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) 'ফাযাইলুছ ছাহাবা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাঁর প্রতি শী'আবাদের সন্দেহ করার কোন প্রকৃত ভিত্তি নেই'।[১১৯]

শুধু তাই নয়, মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কেও তাঁর খারাপ ধারণা ছিল না। আবূ আলী আল-হাসান ইবনু আবূ হেলাল বলেন, ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী মু'আবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, ইসলাম একটি গৃহের ন্যায় যার একটি দরজা রয়েছে, আর ইসলামের সে দরজা হ'ল ছাহাবায়ে কেরাম। অতঃপর যে ব্যক্তি ছাহাবায়ে কেরামকে দিয়ে ইসলাম পেতে চায় সে ঐ ব্যক্তির মত যে দরজায় করাঘাত করে গৃহে প্রবেশ করতে চায়। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি মু'আবিয়া (রাঃ)-কে কষ্ট দিয়ে ইসলাম পেতে চায়, সে যেন ছাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দিয়ে ইসলাম পেতে চায়।

উপরোক্ত কথাগুলো তার চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয়। কেননা তিনি এটা সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর উপর শী'আ মতাবলম্বী হওয়ার যে মিথ্যারোপ করা হয়েছে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত'।[১২০]

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-এর প্রতি বিরাগ ছিলেন না, তার আরো একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল, তিনি সুনানে কুবরাতে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সূত্রে ৬৩টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যদি মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব থাকত, তাহ'লে তিনি কিছুতেই তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করতেন না।[১২১]

মৃত্যু ও দাফন :

শী'আ অপবাদের অভিযোগে তাঁকে বেদম প্রহার করা হ'লে তিনি মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। খাদেম তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে পৌঁছে তিনি বলেন, আমাকে মক্কায় পৌঁছে দাও, যাতে আমার মৃত্যু মক্কায় বা মক্কার রাস্তায় হয়। কথিত আছে যে, মক্কায় পৌঁছার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন'।[১২২]

হাফেয যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে লিখেছেন, وَتُوُفِّيَ بِفِلَسْطِيْنَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ صَفَر سَنَةَ ثَلاَث وَثَلاَثِمائَة. 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ৩০৩ হিজরীর ছফর মাসের ১৩ তারিখ সোমবার ফিলিস্তীনে মৃত্যুবরণ করেন'।[১২৩]

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেন, إِنَّهُ تُوُفِّيَ فِيْ شَعْبَانَ مِنْ هذه السَّنَةِ 'একই বছরের শা'বান মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১২৪] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর[১২৫] মতান্তরে ৮৯ বছর'।[১২৬]

ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে তাঁকে দাফন করা হয়।[১২৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাফেয আবূ আমির মুহাম্মাদ ইবনে সাদুন আল-আবদারী বলেন,

مَاتَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ بِالرَّمْلَة مَدِينَة فِلِسْطِيْنَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِثَلاَث عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ ثَلاَث وَثَلاَثِمِائَةٍ، وَدُفِنَ بِبَيْتِ المقدس.

১১৭. বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৪৫; তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৮ পৃঃ; রুবাঈয়্যাতুল ইমাম আন-নাসাঈ, পৃঃ ১৬-১৭।
১১৮. ঐ, পৃঃ ১৮।
১১৯. আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৫৬।
১২০. রুবাঈয়্যাতুল ইমাম আন-নাসাঈ, পৃঃ ১৮-১৯।
১২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।
১২২. বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৪৫; তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৮ পৃঃ।
১২৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২/৭০১ পৃঃ; তাকরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৯। কাশফুয যুনূন, ১/১০০৬ পৃঃ।
১২৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১/১৪১ পৃঃ।
১২৫. তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৮ পৃঃ; তাকরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৯।
১২৬. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৫৯।
১২৭. শাযারাতুয যাহাব, ২/২৪০।

Contents

'ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ (রহঃ) ফিলিস্তীনের রামলা নগরীতে ৩০৩ হিজরীর ১৩ই ছফর সোমবার রাত্রে মৃত্যুবরণ করেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়'।[১২৮]

ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

ইলমে হাদীছের প্রচার-প্রসার, হাদীছ সংকলন ও সংরক্ষণ এবং জারহ ও তা'দীল নির্ণয়ে ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর অবদান অতুলনীয়। এ ক্ষণজন্মা মহামনীষীর জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে আমাদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয়। নিম্নে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করা হ'ল।-

১. সত্য আপোষহীন : সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। বাতিলের ধ্বজাধারী তাগূতী শক্তি সত্যের আলোকে নির্বাপিত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে সচেষ্ট, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে মিথ্যার সাথে আপোষ না করে সত্যের পথে হিমাদ্রির ন্যায় অটল ও অবিচল থাকতে হবে। যেমনিভাবে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) মিথ্যার সাথে আপোষ না করে সত্যের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন।

২. পার্থিব জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয় : এ পৃথিবীতে কারো জীবনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কন্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথ মাড়িয়েই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। এক্ষেত্রে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ছিলেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

৩. মিথ্যা অপবাদ আরোপ : এ পৃথিবীতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে যাঁরাই সত্য প্রচারে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরাই মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত হয়েছেন। সত্য প্রচারকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা তাগূতী শক্তির চূড়ান্ত হাতিয়ার। যা থেকে ইমাম নাসাঈ (রহঃ)ও রক্ষা পাননি। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তাঁকে 'শী'আ' অপবাদে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এ যুগেও যারা সত্য প্রচার-প্রসারে ব্রতী হবেন তাদের বিরুদ্ধে লা-মাযহাবী, জঙ্গী, কাদিয়ানী, রাষ্ট্রদ্রোহী স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ইত্যাকার মিথ্যা অভিযোগ আরোপিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

৪. আত্মোৎসর্গ : হক প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সর্বদা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমনিভাবে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) জীবনের শেষ রক্তবিন্দু সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেছিলেন।

৫. দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে সমন্বয় সাধন : দ্বীন-দুনিয়ার মাঝে সমন্বয় সাধনে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুনিয়াবী ক্ষেত্রে তাঁর যেমন চারজন স্ত্রী ছিল। তেমনি দ্বীন পালনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন তাহাজ্জুদগুযার এবং নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত।

৬. অধ্যবসায় : শিক্ষার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) কঠোর অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষার্জনে শুধু নিজ দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে পিপাসিত চাতকের ন্যায় দেশ-বিদেশের সমকালীন মহামনীষীদের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন শিক্ষার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে। যার জ্ঞান সাগরে এখনও আমরা অবগাহন করে চলছি।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে প্রার্থনা জানাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর এ অনবদ্য অবদান কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন-আমীন!

---

১২৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ১১/১৪১ পৃঃ; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২৫৫।

মাসিক আত-তাহরীক-এর গ্রাহক চাঁদা

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	৩০০/= (ষাণ্মাসিক ১৬০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৪৫০/=	৮০০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৮০০/=	১১৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	২১০০/=	১৪৫০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২৪৫০/=	১৮০০/=

টাকা পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর

মাসিক **আত-তাহরীক**, ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন : ৮৮-০৭২১-৮৬১৩৬৫, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)।

জিহাদুন নাফস

*ইহসান ইলাহী যহীর**

ইসলাম আত্মার কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ না করতে উৎসাহিত করেছে। নাফসকে ইলাহী ফরমানের দিকে নিবিষ্ট করার লক্ষ্যে নাফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বলা হয় 'জিহাদুন নাফস' বা অন্তরের সংগ্রাম। মূলতঃ এ জিহাদই হ'ল সর্বোত্তম জিহাদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ 'সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হ'ল যে আল্লাহ্‌র জন্য স্বীয় কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে'।[১২৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ 'কোন ব্যক্তির স্বীয় নাফস ও কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করাই হ'ল সর্বোত্তম জিহাদ'।[১৩০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ 'আমি কি প্রকৃত মুমিন সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ দিব না? যার অনিষ্ট থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদে থাকে। প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মানুষ নিরাপত্তা লাভ করে। আর প্রকৃত মুজাহিদ হ'ল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর প্রকৃত মুহাজির হ'ল সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় পাপ থেকে বিরত থাকে'।[১৩১]

রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلَّهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে স্বীয় নাফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সেই প্রকৃত মুজাহিদ'।[১৩২] আলোচ্য নিবন্ধে আমরা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।-

নাফস বা আত্মার প্রকারভেদ :

১. **'নাফসে আম্মারাহ'** বা খারাপ কাজের নির্দেশ দানকারী আত্মা। নাফসে আম্মারার স্বভাবগত চাহিদা এটাই যে, মন্দ কামনা, শয়তানের অনুসরণ, কু-প্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করা, যাতে করে হারাম কাজ করা তার জন্য সহজতর হয়। আল্লাহ বলেন, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না, নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন; নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*।

২. **'নাফসে লাওওয়ামাহ'** বা ধিক্কার দানকারী আত্মা। এ প্রকারের আত্মায়ও মন্দ, শয়তানী কুমন্ত্রণা, কুপ্রবৃত্তির বাসনা ইত্যাদি জিনিসের উদয় হয়; তবে পরক্ষণেই এই নাফসের অধিকারী ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য নিজেকে অধিক ধিক্কার দেয়, তিরস্কার করে, অনুশোচনা প্রকাশ করে, অনুতপ্ত হয় ও লজ্জাবোধ করে। কেননা তাতে সামান্যতম হ'লেও ঈমানের জ্যোতি বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন, لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ– 'আমি শপথ করি ক্বিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করি সেই আত্মার, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১-২)*।

৩. **নাফসে মুত্বমাইন্নাহ** বা প্রশান্ত আত্মা। এই প্রকারের আত্মা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও যিকর দ্বারা মনে প্রশান্তি অনুভব করে। সকল প্রকার আনুগত্যের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভ করে এবং সমস্ত অন্যায় ও সীমালংঘন থেকে সে পরিপূর্ণ রূপে মুক্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي– 'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি প্রশান্তচিত্তে তোমার পালনকর্তার দিকে ফিরে চলো। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' *(ফজর ৮৯/২৭-৩০)*।

আল্লাহ বলেন, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا– 'শপথ প্রাণের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে, সে অবশ্যই সফলকাম হবে। আর যে নিজেকে কলুষিত করবে, সে নিশ্চয়ই ব্যর্থ-মনোরথ হবে'। *(শামস ৯১/৭-১০)*।

সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি তার আত্মার পরিশোধনে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিবিষ্ট হ'তে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

নফস-এর বিরুদ্ধে জিহাদ :

নাফস বেশিরভাগ সময়েই খারাপ কর্মে নির্দেশনা দেয়। তবে নাফসের বিরোধিতা করে তাকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে পরিচালনার জন্যই আমাদেরকে 'জিহাদুন নাফস' চালিয়ে যেতে হবে। বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণার ছোবল থেকে রেহাই পাওয়া অনেক কঠিন। তথাপি নিয়মিতভাবে শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে এই জিহাদী মিশনে সফলতা লাভ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

নাফসে আম্মারার উপর বিজয়ের মূল হাতিয়ার :

ইলমে দ্বীন হাছিলের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত অজ্ঞতাকে ভূলুণ্ঠিত

** অনার্স (২য় বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১২৯. *তিরমিযী; ত্বাবারানী, সিলসিলা ছহীহা হা/১৪৯১।*
১৩০. *ছহীহুল জামে' হা/১০৯৯।*
১৩১. *আহমাদ, সিলসিলা ছহীহা হা/৫৪৯।*
১৩২. *আহমাদ হা/২২৮২৬; ইবনু হিব্বান হা/৪৬২৪।*

করে আমরা নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। কেননা অজ্ঞতাই অন্যায় কর্ম প্রশ্রয় দেয়ার ও তা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আর 'ইলমে নাফে' বা ধর্মীয় জ্ঞানই হ'ল মূল হাতিয়ার, যা খারাপ নির্দেশক নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। আর এই জ্ঞানের মৌলিক উৎস হ'ল কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছ সমূহ।

কিভাবে নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করব? :

নাফসের বিরুদ্ধে সদা সংগ্রাম অব্যাহত রাখা অতীব যরূরী। কিন্তু এই জিহাদ করার পথ ও পন্থা কি তা জানতে হবে। এক্ষণে আমরা নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদের কতিপয় পন্থা আলোচনা করব, যা আমাদেরকে কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হ'তে সাহায্য করবে।

১. ইলমে দ্বীন হাছিল করা :

ইলমে দ্বীন হাছিলের মাধ্যমে আমরা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের নিকট অবতীর্ণ অহী-র সূচনা হয়েছিল 'পড়' নির্দেশের মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড়! তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

'প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে কিছু লোক গভীরভাবে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে বের হয়ে পড়ে না কেন? আর তারা সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করবে, যাতে তারা মুক্তি লাভ করতে পারে' *(তওবা ৯/১২২)*।

আর এই ইলমে দ্বীনের প্রধান উৎস হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আল্লাহ তা'আলা আত্মার সৃষ্টিকর্তা, তিনি অবশ্যই অন্তরের বিষয়ে খবরাখবর রাখেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

'যদি তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

তিনি আল্লাহ বলেন, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 'তিনি কি করে জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত' *(মুলক ৬৭/১৪)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً 'বলুন, একে (কুরআন) তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(ফুরক্বান ২৫/৬)*।

আল্লাহ বলেন, وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 'আর এ কথা জেনে রাখ যে, তোমাদের মনে যা রয়েছে, তা আল্লাহ জানেন। সুতরাং তাঁকেই ভয় কর। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু' *(বাক্বারা ২/২৩৫)*। সুতরাং নাফসের স্রষ্টা অবশ্যই নাফস সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানেন। ভাল আত্মা ও খারাপ আত্মা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। এজন্য তাঁরই প্রেরিত মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদ মানবাত্মার অন্যতম গাইড বুক হিসাবে বিবেচিত। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*। কিতাবুল্লাহ্‌র অনুসরণ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুকরণের মাধ্যমে যখন আমরা ইলমে দ্বীন অর্জনে সচেষ্ট হব, তখন এতদুভয়ের সমন্বয়ে ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে দাওয়াত ও তাবলীগে আত্মনিয়োগ করতে পারব। আল্লাহ ইরশাদ করেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ 'এটা এমন একটা কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরুদের জন্য এটি পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২/২)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ 'এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল-সঠিক' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ.

'পূর্ববর্তী নবীদের যা দেয়া হয়েছিল, তাতে লোকেরা পূর্ণ ঈমান আনয়ন করেনি; আর আমাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা হ'ল অহী, যা আমার প্রতি আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের চেয়ে আমার বেশী অনুসরণকারী হবে'।[১৩৩]

১৩৩. *বুখারী হা/৪৯৮১; মুসলিম ১/১৩৪; মিশকাত হা/৫৭৪৬।*

২. আমলে ছালেহ :

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে চলাফেরা ও আমলের ক্ষমতা দিয়েছেন। যাতে সে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবী আবাদ করার জন্য সেখানে বিচরণ করে। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে আহ্বান করেছেন। তাকে আমলে ছালেহের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন তার সাক্ষাৎ লাভের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ 'হে মানুষ তোমাকে তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অতঃপর তাঁর সাক্ষাৎ পাবে' *(ইনশিক্বাক ৮৪/৬)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'তোমাকে তোমার রবের সাক্ষাৎ পেতে অত্যন্ত সাধনার মাধ্যমে আমলে ছালেহ সম্পাদন করতে হবে। অতঃপর নেক কাজ করলে নেককার হিসাবে তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে। আর বদ কাজ করলে বদকার হিসাবে তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে'।[১৩৪] সুতরাং নিজেকে আমলে ছালেহ এর উপরে দৃঢ় রাখার মাধ্যমে নফসের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

৩. আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা :

তৃতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের মাধ্যমে জিহাদে নিমগ্ন হওয়া। অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 'যখন তারা স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন যেন তাদেরকে সতর্ক করে, তাহ'লে তারা বাঁচতে পারবে' *(তওবা ৯/১২২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও পৌঁছে দাও'।[১৩৫]

৪. ধৈর্যধারণ করা :

ধৈর্য একটি মহৎ গুণ। ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিজয় আসে। ধৈর্যধারণ করাটাও নাফসের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হলে বিপদাপদে ধৈর্যশীল হ'তে হবে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে ইলম হাছিলের ক্ষেত্রে, আমলে ছালেহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে। তায়েফের জনগণকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরই কল্যাণের জন্য আহ্বান করেছিলেন। অথচ তিনি মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসলেন; কিন্তু ধৈর্যহারা হলেন না। বাতিলপন্থীরা অন্যায়ের উপর ধৈর্যধারণ করতে পারলে, হকপন্থীদের আরো বেশী ধৈর্যধারণ করা উচিত। অতএব জিহাদের ময়দানে টিকে থাকতে হ'লে অবশ্যই ধৈর্যের সাথে ইলম, আমল, দাওয়াত ও তাবলীগে নিবিষ্টচিত্তে মনোনিবেশ করতে হবে। অন্যথায় প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের কাতারে শামিল হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 'বলুন, ক্বিয়ামত দিবসে তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রেখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি' *(যুমার ৩৯/১৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا 'প্রত্যেক মানুষ সকালে উপনীত হয়ে তার আত্মাকে বিক্রয় করে। এতে হয়তবা সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা তাকে ধ্বংস করে'।[১৩৬]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর এ কথার ব্যাখ্যা হ'ল, প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। তাদের কেউ স্রেফ আল্লাহ্র আনুগত্যেই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। ফলে আল্লাহ তাকে আযাব থেকে মুক্ত করেন। আর কোন মানুষ শয়তানের অনুসরণ করে, তার খেয়াল-খুশিমত জীবন পরিচালনা করে। ফলে সে শয়তানের সাঙ্গ-পাঙ্গদের সঙ্গী হয়ে ধ্বংসে নিপতিত হয় এবং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে'।[১৩৭]

আল্লাহ বলেন, وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ– 'কালের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং উপদেশ দেয় ধৈর্যের' *(আছর ১০৩/১-৩)*।

ছবর তিন প্রকার- (১) বিপদে ছবর করা (২) পাপ থেকে ছবর করা অর্থাৎ বিরত থাকা (৩) আল্লাহ্র আনুগত্যে ছবর করা অর্থাৎ দৃঢ় থাকা। প্রথমটি 'আম' বা সাধারণ। দ্বিতীয়টি 'হাসান' বা সুন্দর এবং তৃতীয়টি 'আহসান' বা সবচেয়ে সুন্দর।[১৩৮] অতএব নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যেকোন খারাপ ও পাপকর্ম হতে বিরত থেকে হক্বের উপরে নিজেকে দৃঢ় রাখার মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করা।

জিহাদুন নাফস-এর ফলাফল :

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের চূড়ান্ত ফলাফল হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى– 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নফসকে নিবৃত্ত রাখে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত' *(নাযি'আত ৭৯/৪০-৪১)*। তাছাড়াও নিম্নোক্ত ফলাফল লক্ষণীয়।

---

১৩৪. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/৪৮৮*।
১৩৫. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮*।
১৩৬. *মুসলিম হা/১/২০৩*।
১৩৭. *শারহু ছহীহ মুসলিম ৩/১০২*।
১৩৮. *তাফসীরুল কুরআন (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ মে ২০১৩), পৃঃ ৪৭০*।

আত্মার অবদমন :

আত্মাকে ভাল কাজ সমূহের মধ্যে নিবদ্ধ রাখাই হ'ল আত্মাকে মন্দ চাহিদা থেকে নিবৃত্ত রাখার বড় হাতিয়ার। কেননা মানুষের আত্মা প্রবৃত্তির চাহিদায় এতই উদগ্রীব যে, স্বর্ণের দু'টি পর্বত যদি তাকে দেয়া হয়, তবুও সে তৃতীয় আরেকটির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সুতরাং মানুষের উচিত হ'ল তার কামনা-বাসনার আধিক্যের লাগাম টেনে ধরে আত্মাকে অবদমন করা। এর ফলশ্রুতিতে আত্মাকে উৎকৃষ্টতর গুণাবলীর প্রতি অভ্যস্ত করানো অনেকটাই সহজ হবে। আলী (রাঃ) বলতেন, 'আত্মার অবদমনের মাধ্যমেই জিহাদের ফলাফল অর্জিত হয়'।[১৩৯]

নেক ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা লাভ :

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে নেক ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়তা লাভ করে। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, مَنْ بَذَلَ جُهْـــدَ طَاقَته بَلَغَ كُنفَ ارَادَته 'যে ব্যক্তি তার প্রচেষ্টার সামর্থ্যকে কাজে লাগায়, সে তার ইচ্ছাশক্তির আশ্রয়স্থলে পৌছে যায়'।[১৪০]

বুদ্ধি-কৌশলের পরিপক্কতা লাভ :

আত্মিক জিহাদের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণতা হাছিল হয়। যখনই মানুষ আত্মিক জিহাদে প্রবৃত্ত হয় তখন তার মানবীয় বুদ্ধি-কৌশলের পরিপক্কতা হাছিল হয়। কেননা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষের সুস্থ চিন্তাধারা হ্রাস করে ফেলে। আলী (রাঃ) বলেন, 'তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ কর, ক্রোধ দমন কর, বদ অভ্যাস দূর কর, তাতে তোমার আত্মার উন্নয়ন ঘটবে, জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং তোমার রবের পূর্ণ ছওয়াব অর্জন হবে'।[১৪১]

কৃপানিধান রবের কৃপা অর্জন :

ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার ফলে নাফসে লাওওয়ামা থেকে কারো নাফস যখন নাফসে মুত্বমাইন্নায় উন্নীত হবে, তখন তার আত্মা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সম্পাদিত যাবতীয় ইবাদতের ক্ষেত্রে আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করবে, রূহানী সজীবতায় তার মন সন্তুষ্ট থাকবে। ফলে কৃপানিধান রবের কৃপা অর্জনে সে সক্ষম হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার রবের দিকে ফিরে চলো। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' *(ফাজর ৮৯/২৭-৩০)*।

পরিশেষে বলা যায় যে, নাফসের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা বড় ধরনের একটা সংগ্রাম। প্রতিটি মুসলমানকেই সর্বদা এই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। যাতে করে পরকালে সফলতা অর্জন করা যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণভাবে নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১৩৯. *গুরারুল হিকাম হা/৪৬৫৫।*
১৪০. *ঐ, হা/২৭৮৮।*
১৪১. *ঐ, হা/৪৭৬০।*

Contents

হাদীছের গল্প

ভালোর বিনিময়ে ভালো দেওয়া উচিত

পৃথিবীতে মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হ'তে হয়। কেউ কারো দ্বারা উপকৃত হ'লে উত্তমভাবে উপকারীর প্রতিদান প্রদান করা উচিত। এ শিক্ষাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিয়ে গেছেন। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ।-

ইমরান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা রাতে চলতে চলতে শেষ রাতে এক স্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। মুসাফিরের জন্য এর চেয়ে মধুর ঘুম আর হ'তে পারে না। (আমরা এমন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম যে,) সূর্যের উত্তাপ ছাড়া অন্য কিছু আমাদের জাগাতে পারল না। সর্বপ্রথম জাগলেন অমুক, তারপর অমুক, তারপর অমুক। (রাবী) আবু রাজা' (রহঃ) তাঁদের সবার নাম নিয়েছিলেন। কিন্তু আওফ (রহঃ) তাঁদের নাম মনে রাখতে পারেননি। চতুর্থবারে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তি ছিলেন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)।

নবী করীম (ছাঃ) ঘুমালে আমরা তাঁকে কেউ জাগাতাম না, যতক্ষণ না তিনি নিজেই জেগে উঠতেন। কারণ নিদ্রাবস্থায় তাঁর উপর কী অবতীর্ণ হচ্ছে তা আমাদের অজানা। ওমর (রাঃ) জেগে মানুষের অবস্থা দেখলেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি। তিনি উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে আরম্ভ করলেন এবং ক্রমাগত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে থাকলেন। এমনকি তাঁর শব্দে নবী করীম (ছাঃ) জেগে উঠলেন। তখন লোকেরা তাঁর নিকট ওযর পেশ করল। তিনি বললেন, কোন ক্ষতি নেই বা তিনি বললেন, কোন ক্ষতি হবে না। এখান হ'তে চল। তিনি চলতে লাগলেন। অনতিদূরে গিয়ে তিনি অবতরণ করলেন। অতঃপর ওযূর পানি আনালেন এবং ওযূ করলেন। ছালাতের আযান দেয়া হ'ল। তিনি লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষে তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি লোকদের সাথে ছালাত আদায় না করে আলাদা দাঁড়িয়ে আছে। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, হে অমুক! তোমাকে লোকদের সাথে ছালাত আদায় করতে কিসে বিরত রাখল? তিনি বললেন, আমার উপর গোসল ফরয হয়েছে। কিন্তু পানি নেই। তিনি বললেন, পবিত্র মাটি নেও (তায়াম্মুম কর), এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) পুনরায় সফর শুরু করলেন। লোকেরা তাঁকে পিপাসার কষ্টের কথা জানাল। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। তারপর অমুক ব্যক্তিকে ডাকলেন। (রাবী) আবু রাজা' (রহঃ) তার নাম উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু আওফ (রহঃ) তা ভুলে গেছেন। তিনি আলী (রাঃ)-কেও ডাকলেন। তারপর তাদের উভয়কে বললেন, তোমরা খুঁজে পানি নিয়ে এসো।

তাঁরা পানির খোঁজে বের হ'লেন। তাঁরা পথে এক মহিলাকে চামড়ার দুই মশক ভর্তি পানি উটের পিঠে করে নিয়ে যেতে দেখলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পানি কোথায়? সে বলল, গতকাল এ সময়ে আমি পানির নিকটে ছিলাম। আমার গোত্রের লোকেরা পিছনে রয়ে গেছে। তাঁরা বললেন, এখন আমাদের সঙ্গে চল। সে বলল, কোথায়? তারা বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট। সে বলল, সেই লোকটির নিকট, যাকে ছাবী (ধর্মত্যাগী) বলা হয়? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, তোমরা যাকে এটা বলে থাক। আচ্ছা, এখন চল। তাঁরা তাকে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ইমরান (রাঃ) বললেন, লোকেরা মহিলাকে তার উট হ'তে নামালেন। তারপর নবী করীম (ছাঃ) একটি পাত্র আনতে বললেন এবং উভয় মশকের মুখ খুলে তাতে পানি ঢাললেন এবং সেগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর সে মশকের নীচের মুখ খুলে দিলেন। লোকদের মধ্যে পানি পান করার ও জন্তু-জানোয়ারকে পানি পান করানোর ঘোষণা দেওয়া হ'ল। তাঁদের মধ্যে যার ইচ্ছা পানি পান করলেন ও স্বীয় জন্তুকে পান করালেন। অবশেষে যে ব্যক্তির গোসল দরকার ছিল, তাকেও এক পাত্র পানি দিয়ে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ পানি নিয়ে যাও এবং গোসল সম্পন্ন কর। ঐ মহিলা দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, তার পানি নিয়ে কী করা হচ্ছে। আল্লাহ্র কসম! যখন তার থেকে পানি নেয়া শেষ হ'ল তখন আমাদের মনে হ'ল, মশকগুলো পুর্বাপেক্ষা অধিক ভর্তি। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, মহিলার জন্য কিছু জমা কর। লোকেরা মহিলার জন্য আজওয়া (উন্নতমানের খেজুর), আটা ও ছাতু এনে জমা করলেন। যখন তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী জমা হ'লে একটা কাপড়ে বেঁধে মহিলাকে উটের উপর সওয়ার করালেন এবং ছাহাবীগণ তার সামনে কাপড়ে বাঁধা গাঁঠরিটি রেখে দিলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি জান যে, আমরা তোমার পানি হ'তে কিছুই কম করিনি; বরং আল্লাহ তা'আলাই আমাদের পানি পান করিয়েছেন।

অতঃপর সে তার পরিবারের নিকট ফিরে গেল। তার বেশ দেরী হয়েছিল। পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, হে অমুক! তোমাকে কিসে আটকে রেখেছিল? সে বলল, একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা! দু'জন লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তারা আমাকে সেই লোকটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে ছাবী (ধর্মত্যাগী) বলা হয়। সে এই এই ঘটনা ঘটাল। আল্লাহ্র কসম! সে এর ও এর মধ্যে লোকদের মধ্যে বড় যাদুকর। তিনি আল্লাহ্র সত্যিকার রাসূল (ছাঃ) বৈকি? এ ঘটনার পর মুসলিমরা ঐ মহিলার গোত্রের আশপাশের মুশরিকদের উপর হামলা করতেন। কিন্তু মহিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত গোত্রের কোন ক্ষতি করতেন না। একদা মহিলা নিজের গোত্রকে বলল, আমার মনে হয়, তারা ইচ্ছা করে আমাদের নিষ্কৃতি দিচ্ছে। এসব দেখে কি তোমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তারা সবাই মহিলাটির কথা মেনে নিল এবং ইসলামে দাখিল হয়ে গেল' *(বুখারী হা/৩৪৪; দারেমী হা/৭৪৩; মু'জামুল কাবীর হা/২৭৬)*।

পরিশেষে বলা যায়, কারো উত্তম আচরণ ও উপকারের বিনিময়ে তার সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং সাধ্যমত উপকারীর প্রতিদান দেওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

-আব্দুর রহীম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

বিপদের সময় আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ

এক গ্রামে এক পরহেযগার আলেম বাস করতেন। তিনি প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করতেন। তার কাছে কেউ দো'আ চাইলে তিনি বিদ'আতী পন্থা ত্যাগ করে সুন্নাতী পন্থায় দো'আ করতেন। আর তাহ'ল তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ করার পদ্ধতি জানতেন। দো'আর পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আওত্বাসের যুদ্ধে আবু আমের (রাঃ)-এর দেহে তীর লাগলে তিনি আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এ বলে পাঠালেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম পৌছে দিবে এবং আমার জন্য ক্ষমা চাইতে বলবে। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে গিয়ে সংবাদ দিলে তিনি ওযূর পানি নিয়ে ডাকলেন। ওযূ করে দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! উবায়েদ আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও। (রাবী বলেন,) আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি আরো প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামতের দিন তুমি তোমার সৃষ্ট মানুষের অনেকের ঊর্ধ্বে তার মর্যাদা করে দাও' *(বুখারী হা/৪৩২৩)*।

পরহেযগার আলেমের এক মহিলা প্রতিবেশী ছিল। সেও দ্বীন-ইসলামের বিধান পালন করত। যারা ইসলামের বিধান পালন করে তাদের উপর বিপদ-আপদ বেশী আসে। একদিন পুলিশ এসে মহিলার একমাত্র ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। তখন মহিলা বুযুর্গ পরহেযগার ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, আমার ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি থানায় গিয়ে সুপারিশ করুন। যাতে আমার ছেলেকে মারধর না করা হয়, রিমান্ডে না নেওয়া হয় বা হত্যা না করা হয়। একথা শুনে ঐ লোক ওযূ করে ছালাত আদায় করতে লাগলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে ছালাত আদায় করলেন। কারণ তিনি জানতেন পুলিশকে সুপারিশ করে কোন কাজ হবে না। এরা নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেছে। এদিকে মহিলা তা দেখে কাঁদতে লাগল এবং বলল, আমি আসলাম তাকে সুপারিশের অনুরোধ করতে, আর তিনি ছালাত আদায় করতে শুরু করলেন? যখন বুযুর্গ ছালাত শেষ করলেন তখন মহিলা বলল, আমি আমার ছেলেদের ব্যাপারে সুপারিশের জন্য এসেছিলাম আর আপনি সুপারিশ না করে নফল ছালাত আদায় করতে শুরু করলেন?

তিনি উত্তরে বললেন, আমি তোমার জন্য সুপারিশই তো করছিলাম। আমি তোমার সন্তানের মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছি। আর এটাই সবচেয়ে বড় সুপারিশ। তিনি যাকে মুক্ত করবেন, তাকে কেউ আটক রাখতে পারবে না।

এ বুযুর্গ মুছাল্লা থেকে উঠে না দাঁড়াতেই অন্য এক মহিলা এ মহিলাকে ডাকতে এসে বলল, বোন! তোমার বরকত হোক, তোমার কল্যাণ হোক! তোমার ছেলেকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। সে বাড়ীতে ফিরে এসেছে। একথা শোনা মাত্রই ঐ মহিলা বাড়ী ফিরে আসল। মহিলা বুঝতে পারল বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। যেমন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর নিকট যখন কোন কাজ কঠিন হয়ে যেত, তখন তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন *(আবূদাঊদ হা/১৩১৯; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০৩)*।

বিপদ থেকে মুক্তির ব্যাপারে ছালাতের চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কিছু নেই। ছালাত আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়তে, তাঁর নিকটতর হ'তে এবং তাঁর সাথে কথোপকথনের মাধ্যম। সিজদার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়।

মুসলিম ভাইগণ! আল্লাহ দো'আ কবুলের মালিক, আর আমরা তার ইবাদতকারী বান্দা। সিজদায় বেশী বেশী দো'আ করতে হবে, তাহ'লে আমাদের দো'আ কবুল হবে এবং আমরা ক্ষমা লাভ করব। যে সমস্যায় পতিত হয়েছে তার উচিত স্বীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করা, যাতে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। কেননা তাঁরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা, তাঁরই দুই আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে মানুষের অন্তর, যেমন খুশি তেমনভাবে তিনি তা উলট-পালট করেন। হাদীছে এসেছে, আদম সন্তানের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মাঝে একটি অন্তরের মত। তিনি যেভাবে খুশী সেভাবে তা উলট-পালট করেন। তাই মুসলিম বান্দার উচিত তার সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ছালাতের মাধ্যমে দো'আ করা। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে ছালাতের মাধ্যমে দো'আ করার তাওফীক দিন- আমীন!

** আব্দুর রহীম*
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

চিকিৎসা জগৎ

পান-সুপারীর অপকারিতা

প্রথমেই পান-সুপারী ও জর্দার ক্ষতিকর দিকগুলো জানা দরকার। পানে রয়েছে কিছু টারফেনলস। পান খাওয়ার কারণে ঠোঁট ও জিহ্বায় দাগ পড়ে যায়। দাঁতে প্রায় স্থায়ী দাগ পড়ে যায়। অনেকেই ভেবে থাকেন জর্দা বা তামাক পাতা ছাড়া শুধু সুপারী দিয়ে পান খেলে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। সবার জানা প্রয়োজন, তাইওয়ানের অধিকাংশ মানুষ টোব্যাকো সামগ্রী ছাড়া সুপারী দিয়ে পান খেয়ে থাকেন। তাইওয়ানে এক গবেষণায় দেখা গেছে, সুপারী ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে। অর্থাৎ সুপারী ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান। পানের সঙ্গে যে চুন খাওয়া হয়, সেটি হ'ল ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। চুনে রয়েছে প্যারা অ্যালোন ফেনল, যা মুখে আলসার সৃষ্টি করতে পারে। এ আলসার ধীরে ধীরে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হ'তে পারে। সুপারী চুনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এরিকোলিন নামক একটি নারকোটিক এলকালয়েড উৎপন্ন করে। আবার অনেকের মতে, সুপারীতে এমনিতেই এরিকোলিন এনকালয়েড বিদ্যমান থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এরিকোলিন প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে। এ কারণেই চোখের মণি সঙ্কুচিত হয় এবং লালার নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, চোখে পানি পর্যন্ত আসতে পারে। তবে এক খিলি পান-সুপারীতে এসব পরিবর্তন দেখা নাও যেতে পারে। কাঁচা সুপারী উত্তেজক হিসাবে কাজ করে। সুপারীতে রয়েছে উচ্চমাত্রার সাইকোএকটিভ এলকালয়েড। এ কারণেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কাঁচা সুপারী চিবালে শরীরে গরম অনুভূত হয়, এমনকি শরীর ঘেমে যেতে পারে। সুপারীতে রয়েছে এরিকেন ও এরকোলিন এলকালয়েড, যা উত্তেজনার দিক থেকে নিকোটিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অন্য এলকালয়েডগুলোর মধ্যে রয়েছে এরিকাইডিন, এরিকোলিডিন, গুরাসিন বা গুয়াসিন, গুভাকোলিন ইত্যাদি।

সুপারী খেলে তাৎক্ষণিক যেসব সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হ'ল- (১) অ্যাজমা বেড়ে যেতে পারে (২) হাইপারটেনশন বা রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে (৩) টেকিকার্ডিয়া বা নাড়ির স্পন্দনের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে অস্থিরতা অনুভূত হ'তে পারে।

দীর্ঘমেয়াদে সুপারী খেলে ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস হ'তে পারে এবং ক্যান্সারের পূর্বাবস্থা বা স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমাও হ'তে পারে। এছাড়া মুখে, জিহ্বায়, গ্রাসনালীতে এবং পাকস্থলীতে ক্যান্সার হ'তে পারে। এই উপমহাদেশে মুখের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ পান-সুপারী।

আমাদের দেশে পানের সঙ্গে সাদাপাতা বা জর্দা ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছে। জর্দা পসন্দ মতো না হ'লে অনেকেই আবার মান-অভিমানও করে থাকেন। ক্যান্সার গবেষণায় আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএআরসির মতে, যারা পানের সঙ্গে তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাদের সাধারণের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি সম্ভাবনা থাকে ওরাল ক্যান্সার হওয়ার। পানের সঙ্গে যে ধরনের তামাক সামগ্রী গ্রহণ করা হয়, তা খুবই বিপজ্জনক। তুলনামূলকভাবে এরিকোলিন এলকালয়েডের চেয়ে তামাক সামগ্রীর এলকালয়েড ও নিকোটিনের অধিক মাত্রায় নেশা ও বিষাক্ত ধর্ম থাকে। তাই জর্দা যত সুগন্ধি মিশ্রিত হোক না কেন, তা জীবনের সৌরভ ধীরে ধীরে বিলীন করে দেয়। পানের সঙ্গে যে খয়ের খাওয়া হয় তাতে খুব কম সময়ের মধ্যে মুখ লাল হয়ে যায়। খয়ের তৈরি করা হয় অ্যাকাসিয়া ক্যাটেচু নামক বৃক্ষের কাঠ থেকে। খয়ের এসট্রিনজেন্ট হিসাবে কাজ করে মুখের অভ্যন্তরের মিউকাস মেমব্রেনকে সঙ্কুচিত করে। অনেকেই বিচিত্র পদ্ধতিতে পান সেবন করে থাকেন। কেউ কেউ পানের ছোবড়া ও রস পর্যন্ত খেয়ে ফেলেন। পান খাওয়ার এক পর্যায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ পানের কিছু অংশ গালের এক পাশে রেখে আবার কিছুক্ষণ পর খেতে দেখা যায় অনেকটা জাবরকাটার মতো। অনেকেই এভাবে পান গালের এক পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এদের ক্ষেত্রে গালের এক পাশে আলসারসহ ক্যান্সার পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। পানের নেশা থেকে মুক্তি লাভের আশায় অনেকেই প্যাকেটজাত পানমশলা কিনে চিবাতে থাকেন। কিন্তু ধারণাটি আসলে সম্পূর্ণ ভুল। পান-মশলায়ও ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান, যা মুখে আলসার সৃষ্টি করে থাকে। পান-মশলার সঙ্গে মেনথল মিশিয়ে মুখের অভ্যন্তরে ঠান্ডা অনুভূতির সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে। সবশেষে শুধু এটুকু বলা যায়, সব ধরনের নেশা থেকে মুক্তি পেতে সুন্দর জীবনবোধের অধিকারী হ'তে হবে। সুন্দর জীবনবোধের মাধ্যমে সকলে পারেন সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে।

মাছের তেল স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

বিজ্ঞানীরা মাছের তেলের উপর গবেষণা করে দেখেছেন যে, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাসে মাছের তেল অত্যন্ত উপকারী। মাছের তেলে থাকা ওমেগা-থ্রি নামক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড যা রক্তের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল কমায় এবং উপকারী কোলেস্টেরল বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে হার্টের রক্তনালিতে চর্বি জমতে পারে না এবং রক্তনালি পরিষ্কার, সঙ্কীর্ণমুক্ত থাকায় রক্ত চলাচল ভালো থাকে। উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা হ্রাস করে। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, ওমেগা-থ্রি রক্তের অনুচক্রিকাকে জমাট বাঁধতে দেয় না, ফলে রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে সৃষ্ট স্ট্রোক হ'তে পারে না। সুতরাং হার্ট এটাক এবং স্ট্রোক প্রতিরোধে আমাদের খাদ্য তালিকায় তৈলাক্ত মাছ থাকা উচিত।

তবে সব মাছের তেলই যে উপকারী তা নয়। গবেষকগণ বলছেন, মাছের তেলে ভালো ও মন্দ দুই ধরনের চর্বিই রয়েছে। যেমন পাঙ্গাস ও ইলিশে বেশির ভাগই খারাপ চর্বি। অন্যদিকে যাদের হার্টের সমস্যা আছে, রক্তে রয়েছে উচ্চ কোলেস্টেরল তাদের কোনভাবেই অধিক চর্বিযুক্ত মাছ খাওয়া উচিত নয়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

আল্লাহ মেহেরবান

আব্দুর রশীদ
ছাতিহাটী, টাংগাইল।

সব সৃষ্টির স্রষ্টা তুমি ওগো সর্ব শক্তিমান!
তব দয়ায় বিশ্ব সভায় আমরা মুসলমান।
চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা চলছে দিবা-রাতি
তোমার দেয়া বিশ্ব জোড়া আধার ঘরে বাতি।
হায়াত-মওতের মালিক তুমি আল্লাহ রহমান
কেউবা ফকীর কেউবা বাদশাহ সবই তোমার দান।
কাল ক্বিয়ামতে ডান হাতে আমলনামা দিও
জান্নাতুল ফেরদাউসে মোরে জায়গা করে দিও।
বিশ্বজোড়া তুলবো মোরা তব নামের জয়ধ্বনি
তাগূত পালিয়ে যাবে থাকবে না শয়তানী।
তব দয়ায় কাটছে মোদের সবার দিন-রাত
তোমার সকাশে করছি দো'আ দিও মোরে নাজাত।
শেষ বিচারে তব ছায়া ও হাউজ কাউছারের পানি
লভিতে চাই আল্লাহ তব মেহেরবাণী।
তোমার পথেই থাকবো মোরা এই করেছি পণ
দ্বীনের পথেই রেখো মোদের সারাটি জীবন।
দ্বীনের পথে শ্রম দিতে মোদের শক্তি কর দান
সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিব তোমারই ফরমান।

কোন কালে

মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

হে স্বাধীনতা! তোমায় পাওয়ার তরে জাগ্রত জনতা
প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অস্ত্র ধরল করে
যুদ্ধ করল, রক্ত ঢালল এ বাংলার যমীন পরে!
অসংখ্য মানুষ হারাল প্রাণ তোমায় পাওয়ার তরে,
খোয়াতে হ'ল মান-সম্ভ্রম শত শত নারীরে!
তোমায় পাওয়ার তরে মাতার চিত্ত হ'ল বেদনা-বিধুর,
দিবা-রাত্রী তাইতো আঁখি ঝরাল অশ্রু অধির!
পুত্রশোকে পিতার বুকে বিঁধিল যাতন তীর,
ভ্রাতৃশোকে করুণ রোদন করিল বিষাদিত মন ভগ্নীর!
তোমায় পাওয়ার তরে কত না পত্নী হারালো স্বীয় পতি,
সুখের সংসার হ'ল শোকের চর নিভিল সুখের জ্যোতি!
এত বিয়োগের পরে বাংলার ঘরে করলে তুমি আগমন,
তবু কেন হায় নাহি পারে তোমায় করতে সবে অর্জন?
আজও ভ্রাতার রক্ত করে সিক্ত এ বাংলার অঙ্গন,
আজও ভগ্নীর মান-সম্ভ্রম হয়ে যায় লুণ্ঠন!
পুত্র শোকে পিতার বুকে আজও বিঁধে যাতন তীর,
বেদনা-কানন হয় আজও মন সন্তানহারা জননীর!
বিগত যুগের ন্যায় আজও কতজনায় হয় নিপীড়িত,
কেন ওরা হায় পায় না তোমায়, কেন হয় বঞ্চিত?
হে স্বাধীনতা! সকলের তরে পার না করতে তব শির উন্নত,
তব দুশমন দলের চরণ তলে হয়েছ তুমি পতিত।
হে স্বাধীনতা! উন্নত শিরে পারবে কি কভু দাঁড়াতে?
পারবে কি কোন কালে তোমারে সকলে অর্জন করতে?

কবর পূজা

মুহাম্মাদ আবু তালেব
বানেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী।

কি হবে তোমার কবর পূজা শ্রদ্ধাঞ্জলি ডালা ভরা ফুল?
থাকতে জীবন করো যদি ভুলের পরে ভুল।
ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে ওরা যাচ্ছে দলে দলে,
বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ লোকে যাদের বলে।
শ্রদ্ধার নামে কত বড় ভুল করছে কানার দল?
চোখওয়ালারা থাকতে সময় জলদি ওদের বল।
বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধির কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই
মোর নবীজীর কবরমাঝে কেন ফুলের ডালা নাই?
আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী কেউ দিল না ফুল
এসব দেখেও কেনরে অধম করিস আজও ভুল?
কত ছাহাবী ঘুমিয়ে আছেন ঐ না মরুর দেশে
শ্রদ্ধার নামে ফুলের তোড়া কেউ দিল না এসে।
লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে হজ্জ করিল যারা
একটি টাকার ফুল কিনিতে পারিত না কি তারা?
জুটল না ফুল মোর নবীজীর রওযায়, জুটল না কোন ছাহাবীর
দিচ্ছ ফুল ভুরি ভুরি এরা কত বড় পীর?

মুহাম্মাদী দল

আব্দুল্লাহ আস-সামী
কুঠিবাড়ী, কমলাপুর, ফরিদপুর।

হকের পথের দিশা দিতে এসেছিলেন মুহাম্মাদ
আমরা সবে তাঁর অনুসারী তাঁরই উম্মত।
তিনি এসে ধরা থেকে সরালেন
শিরক-কুফরের জঞ্জাল,
আজ আবার বিস্তৃত হ'ল বিধর্মীদের কুচক্রজাল।
চার মাযহাব ফরয করে মেনে চলে একটা
পীর-ফকীরের বাড়াবাড়িতে কলুষিত দেশটা।
ভণ্ডপীর আর মাযহাবী কোন্দলে
দেশে কত গণ্ডগোল
পায় না খুঁজে সাধারণ মানুষ
কোনটা সঠিক দল।
আমরা যারা আহলেহাদীছ কুরআন-হাদীছ মানি,
সে কারণেই মোদের পথে শত বাধা গ্লানি।
আমরা যদি একজোট হয়ে
বাতিলকে রুখে দাঁড়াই,
সাধ্য কি কোন বিরোধীদের মোদের তারা ঠেকায়?
ইনশাআল্লাহ ভাঙব মোরা শিরক-বিদ'আতের ছল,
হবেই জয়ী এই ধরাতে মুহাম্মাদী দল।
***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (যাকাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. এক-দশমাংশ।
২. দ্বিতীয় হিজরীতে।
৩. নিজ মালিকানায় পূর্ণ ১ বছর সম্পদ জমা থাকা।
৪. যাকাত দিতে হবে না।
৫. এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা দিতে হয়।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (চিকিৎসা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ডায়রিয়া।
২. দেহে পানি ও লবণের ঘাটতি পূরণের জন্য।
৩. তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা।
৪. ঠাণ্ডা পানি ও বরফ দেওয়া।
৫. যেসব ঔষধ ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)

১. আল্লাহ্র আকার আছে কি?
২. আল্লাহ্র কতগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে?
৩. আল্লাহ কোথায় আছেন?
৪. আল্লাহ্র আরশ কোথায় আছে?
৫. আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সাহিত্য বিষয়ক)

১. আরবী সাহিত্যের যুগশ্রেষ্ঠ কবি কে?
২. আধুনিক যুগের আরবী কবিদের আমীর বলা হয় কাকে?
৩. আরবী সাহিত্যে আধুনিক যুগের বিদ্রোহী কবি কে?
৪. উমাইয়া যুগের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
৫. বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম সনেট কবিতা লেখেন কে?

সংগ্রহে : শহীদুল্লাহ
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

সোনামণি সংবাদ

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সোনামণি মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল বৈঠক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা সোনামণির সাবেক প্রধান উপদেষ্টা জনাব নিযামুদ্দনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক, সোনামণি সাবেক উপদেষ্টা ডা. সাইফুল ইসলাম ও সাবেক পরিচালক আব্দুল আযীয।

বাঁইগাছা, বাগমারা, রাজশাহী ১৭ই জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর বাঁইগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপুর-রামনগর ডিগ্রী কলেজের সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোফাযযল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি' পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন, বাগমারা উপযেলা 'সোনামণি' পরিচালক আনোয়ার হুসাইন ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আসলাম।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১৮ই জানুয়ারী রবিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলা পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন ও অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২১ জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী এলাকার উদ্যোগে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সোনামণি মারকায এলাকার সহ-পরিচালক সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, আব্দুল মুমিন ও মামূনুর রশীদ।

ফরিয়াদ

মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া হোসাইন
ধূপখালী, বাঘারপাড়া, যশোর।

আমরা গোনাহগার করেছি গোনাহ
সারা জীবন ভরে
মোদের সকল গোনাহ আল্লাহ
ক্ষমা কর দয়া করে।
আমরা পাপী আমরা তাপী
তোমার ক্ষমা চাই
মুখ ফিরিয়ে নিও না আল্লাহ
দাওগো দয়াটাই।
কবুল কর তুমি মোদের
সকল ফরিয়াদ
মোদের উপর দাওগো ঢেলে
তোমার রহমত।
***

আলোর দিশারী

ইহসানুল হক
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

তাহরীক তুমি ন্যায়ের প্রতীক
সত্য মূলে বাঁধা,
পরশে তোমার দূর হয়ে যায়
শিরক-বিদ'আত ধাঁধা।
তোমার ছোঁয়ায় দূর-দিগন্তে
হচ্ছে আঁধার আলো,
তোমার মাঝের সব আয়োজন
অনেক বেশী ভাল।
ভালবাসা আর শ্রদ্ধা ভরে
জানাই তোমায় সালাম
দিক-দিগন্তে যাক ছড়িয়ে
তোমার ছহীহ কালাম।
***

স্বদেশ

নতুন সংযোজন পেট্রোল বোমায় মানবিক বিপর্যয় চরমে

অবরোধ-হরতাল-সহিংসতায় গভীর সংকটে বাংলাদেশ

বিরোধী দলের টানা অবরোধ-হরতাল আর সরকারী দলের নির্দয় দমননীতি সবমিলিয়ে নিষ্ঠুর ক্ষমতালিপ্সার যাতাকলে পড়ে গভীর সংকটকাল অতিক্রম করছে বাংলাদেশ। দ্বন্দ্ব চলছে নেতা-নেত্রীদের, আর পুড়ছে সাধারণ মানুষ। ৬ জানুয়ারী'১৫ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গত ৪৮ দিনে সহিংসতায় নিহত হয়েছে ১০১ জন। তন্মধ্যে পেট্রোল বোমায় ও আগুনে পুড়ে ৫৬ জন, সংঘর্ষে ১৫ জন এবং কথিত বন্দুক যুদ্ধে (?) ও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে ৩০ জন। পেট্রোল বোমার আগুনে দগ্ধ ১৩০ জন ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি হয়, যাদের মধ্যে ৬৫ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে। আরো বহু মানুষ দেশের বিভিন্ন হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। এছাড়া হিসাবের বাইরে রয়েছে অসংখ্য হতাহত মানুষ। এ কয়দিনে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ১৫ সহস্রাধিক লোক। যাদের বেশীরভাগই সাধারণ জনগণ। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক সংকটে দলীয় কর্মীদের হতাহতের হার বেশী হ'লেও এবার সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণের হারই বেশী। এ পর্যন্ত ১১৪৬ টি যানবাহন আগুন ও ভাংচুরের শিকার হয়েছে এবং রেলে নাশকতা হয়েছে ১৪ দফা। অর্থনৈতিক ক্ষতির হিসাব আরো ভয়াবহ। ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ব্যবসায়িক খাতে একদিনের হরতাল-অবরোধে ক্ষতি হয় ২ হাযার ৭০০ কোটি টাকা। গত ৪৪ দিনের হরতাল-অবরোধে ১ লাখ ২০ হাযার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে নাশকতা-অরাজকতা ঠেকানোর জন্য বিপুল সংখ্যক আইন-শৃংখলা বাহিনীর পিছনে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে ১৮৮ কোটি টাকা। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনী যখন-তখন যে কাউকে ধরে গুলি করার অবাধ স্বাধীনতা পাওয়ায় জনজীবনে চরম আতংক ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। পুলিশী নিরাপত্তার মাঝে কিছু গণপরিবহন চলাচল করলেও পেট্রোল বোমা হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না তাঁরা। বরং প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও এরূপ হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরল ঘটনা

মহিলা রোগীর চোখ থেকে জীবন্ত কৃমি অপসারণ

পটুয়াখালী এনএসবি চক্ষু হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. এম. এ. জলীল গত ৯ই ফেব্রুয়ারী দুপুরে উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পটুয়াখালীর বাউফলের ষাটোর্ধ্ব আনোয়ারা বেগমের চোখ থেকে বিরল একটি কৃমি অপারেশনের মাধ্যমে অপসারণ করেন। তিনি জানান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে চোখের মধ্যে জীবন্ত কৃমি পাওয়া বিরল ঘটনা। বাংলাদেশে এটি দ্বিতীয় এবং পৃথিবীতে এটি অষ্টম ঘটনা। তিনি বলেন, আনোয়ারা বেগম চোখ লাল সহ চুলকানি নিয়ে হাসপাতালে আসেন। বিভিন্ন পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর তিনি চোখের ভিতরে জীবন্ত একটি কৃমির নড়াচড়া দেখতে পান। তিনি বলেন, রোগীর চোখে এরূপ কৃমি মারা গেলে চোখ নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এমনকি চোখ উঠিয়ে ফেলতে হ'তে পারে। তার মতে সাধারণত যারা অর্ধ সিদ্ধ মাছ বা গোশত খান তাদের মধ্যে এটি বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও দূষিত পানি পানের মাধ্যমে পেট থেকে শরীরে প্রবেশ করতে পারে এবং সেখান থেকে রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে যেতে পারে।

বিদেশ

সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ ডায়াবেটিসের ওষুধ!

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের প্রধান গাছ 'সুন্দরী'র পাতা ও শ্বাসমূলে এমন কিছু ভেষজ উপাদান আছে, যা 'টাইপ-টু ডায়াবেটিস' সারিয়ে তুলতে বিশেষভাবে কার্যকর হ'তে পারে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের 'আর জে কর' মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এ আবিষ্কারের দাবী করেছেন। অচিরেই তারা এর উদ্ভাবনী স্বত্বের জন্য আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন লাগোয়া লোকালয়ের মানুষদের ভেষজ চিকিৎসা ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে গবেষণাটি শুরুর পর সুন্দরীগাছের এমন ঔষধি গুণের কথা জানতে পারেন তারা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল, সুন্দরীগাছের পাতা, শ্বাসমূলসহ অন্যান্য অংশেও এমন কিছু উপাদান আছে, যা সুগার লেভেল স্বাভাবিক করে দেয়। কিন্তু স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় আরো কমিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার বিপদ ডেকে আনে না। ডায়াবেটিস সারাতে সুন্দরীগাছের এমন ঔষধি গুণের কথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর আগে কখনো জানা যায়নি বলেও দাবী করেছেন তারা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পাঁচ বছর ধরে সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে গবেষণাটি চালানো হয়।

কুড়িয়ে পাওয়া ২১৮ কোটি টাকা ফেরত!

জাপানের রাজধানী টোকিওর নাগরিকেরা কুড়িয়ে পাওয়া ২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ফেরত দিয়েছেন। বাংলাদেশী মুদ্রায় যা প্রায় ২১৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা। এএফপি জানায়, এটা জাপানীদের তাক লাগানোর মত সততার একটি নযীর। টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, সম্প্রতি টোকিওর কয়েকজন নাগরিক ৩ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন জাপানী ইয়েনভর্তি একটি ব্যাগ পান। এরপর তারা সেটি তাদের স্থানীয় থানায় হস্তান্তর করেন। খেলাধূলার একটি ব্যাগে ঐ অর্থ ছিল, যা দিয়ে অনায়াসে টোকিওতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনা যেত।

ঐ মুখপাত্র আরও জানান, হারিয়ে যাওয়া অর্থের ৭৪ শতাংশই প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। জাপানের আইনানুসারে কুড়িয়ে পাওয়া অর্থের মালিককে তিন মাসের মধ্যে না পাওয়া গেলে, অর্থ প্রাপক তা খরচ করতে পারবেন। কিন্তু অবাক করার ব্যাপার হ'ল, কুড়িয়ে পাওয়া এ টাকায় প্রাপকেরা তাদের অধিকার পরিত্যাগ করায় সেটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হয়। যার পরিমাণ জাপানী মুদ্রায় ৩৯০ মিলিয়ন ইয়েন ।

[মানবতার এই উচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আমরা প্রাপকদের ধন্যবাদ জানাই। কতইনা ভাল হ'ত যদি তারা এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি কামনা করত এবং পরকালে এর উত্তম প্রতিদান ও জান্নাত প্রার্থনা করত। তাহ'লে তাদের মানবতা সর্বদা ও সর্বত্র অটুট থাকত এবং প্রকৃত অর্থে নিঃস্বার্থ এবং অনুকরণীয় হ'ত। আমরা তাদেরকে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। সাথে সাথে এথেকে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

বিলিয়নিয়ারের সংখ্যায় তৃতীয় এবং অস্ত্র আমদানীতে শীর্ষে

ভারতের ৩০ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে

জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের ৩০ কোটি মানুষ এখন চরম দারিদ্র্যের মাঝে বসবাস করছে। অথচ চলতি বছরের ডিসেম্বরেই ভারতের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সময়সীমা শেষ হ'তে যাচ্ছে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের উক্ত ৩০ কোটি মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিদ্যুৎ সুবিধাসহ মৌলিক সামাজিক সেবাসমূহ থেকেও বঞ্চিত। এদিকে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনায় ভারত বিশ্বের শীর্ষে। কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের প্রথম ৪৫ দিনে কেবল মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে ৯৩ জন কৃষক ঋণের চাপ সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করেছে।

অন্যদিকে বিলিয়নিয়ার ক্লাবের সদস্য ভারতে ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমানে বিলিয়নিয়ারের হিসাবে বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। ইতিমধ্যে ভারত বিলিয়নিয়ারের সংখ্যায় পিছনে ফেলেছে রাশিয়াকে। এশিয়ার তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ভারতে এখন বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা ৯৭ জন। গবেষণা সংস্থা হুরুন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। কেবল অর্থনৈতিক মন্দার সাল ২০১৪ সালেই বিলিয়নিয়ার ক্লাবের তালিকায় দেশটির ২৭ জন যুক্ত হয়েছে। এছাড়া অস্ত্র আমদানীতেও ভারত ২০১০ সাল থেকে শীর্ষ স্থান দখল করে রেখেছে। কেবল ২০১৩ সালেই তারা প্রায় ৫৫৮ কোটি ডলারের অস্ত্র ক্রয় করেছে।

[এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। পুঁজিবাদের এই ভয়াল থাবা বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বিস্তার লাভ করেছে। এই অর্থনীতি ধনীকে আরও ধনী বানায় এবং দরিদ্রকে নিঃস্ব বানায়। তাই যতদিন পৃথিবীতে সূদবিহীন ইসলামী অর্থনীতি চালু না হবে, ততদিন এই হিংস্র দৃষ্টান্তই মানুষকে দেখতে হবে পৃথিবীতে। আমরা অনতিবিলম্বে দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংসকারী এই নিকৃষ্ট অর্থনীতির অবসান চাই (স.স.)]

মুসলিম শাসকরা ধর্মান্তরে বাধ্য করলে ভারতে হিন্দুই থাকতো না

-অধ্যাপক শেলডন

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও ভাষাতাত্ত্বিক, যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দক্ষিণ এশিয়া চর্চা' বিভাগের অধ্যাপক শেলডন পোলক বলেছেন, মুসলমান শাসকরা জোর করে ধর্মান্তর করালে ভারতে একজনও হিন্দু থাকত না। কারণ মুসলমান শাসকরা ভারতে প্রায় বারোশ' বছর রাজত্ব করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি নিজেকে 'ইহুদী ব্রাহ্মণ' বলে পরিচয় দেন।

পোলককে প্রশ্ন করা হয় যে, অনেকে বলেন, ইসলামী আক্রমণের পর সংস্কৃতের পতন হল, শাসকের দাপটে সবাই উর্দু, ফার্সি শিখতে ছুটল। জবাবে তিনি বলেন, বাজে কথা। তোমাদের বাংলার নবদ্বীপ বা মিথিলা সংস্কৃত ন্যায়চর্চার কেন্দ্র হয়েছিল সুলতানী আমলে। দারাশিকো বেদান্ত পড়েছেন বারাণসীর পণ্ডিতদের কাছে। মুসলমান শাসকরা এ দেশে প্রায় বারোশ' বছর রাজত্ব করেছিলেন। তারা জোর করে ধর্মান্তর করালে এ দেশে একজনও হিন্দু থাকত না। তাদের উৎসাহ না থাকলে সংস্কৃতও টিকে থাকত না। ধর্মের সঙ্গে ভাষার উত্থান-পতন গুলিয়ে তাই লাভ নেই।

মুসলিম জাহান

কিং ফায়ছাল পুরস্কার পেলেন ডা. যাকির নায়েক

সঊদী আরবের কিং ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার-২০১৫ অর্জন করেছেন ভারতের জনপ্রিয় ইসলামিক চ্যানেল 'পিস টিভি'র প্রতিষ্ঠাতা ও ইসলামিক রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. যাকির নায়েক। বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি এ পুরস্কার পেলেন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মক্কার গভর্নর প্রিন্স খালেদ আল-ফায়ছাল এবং কিং ফায়ছাল ফাউণ্ডেশনের মহাসচিব আবদুল্লাহ আল-ওছায়মীন এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন। ডা. যাকির নায়েক ছাড়াও এ বছর নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে রসায়ন শাস্ত্রে সুইজারল্যাণ্ডের প্রফেসর ওমর এমওয়ানেস ইয়াগহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রফেসর মাইকেল গার্টজেল, ইসলামিক স্টাডিজে সঊদী আরবের ড. আবদুল আযীয বিন আবদুর রহমান কাকী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক জেফ্রী ইভান গর্ডন এ পুরস্কার লাভ করেন। প্রত্যেক বিজয়ী পুরস্কার হিসাবে পাবেন একটি করে সনদপত্র, ২০০ গ্রাম স্বর্ণ ও ৭ লাখ ৫০ হাযার সঊদী রিয়াল।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা অনুসরণে আচেহ প্রদেশ

আচেহ ইন্দোনেশিয়ার একটি সুপরিচিত প্রদেশ। সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরাঞ্চলের শেষ প্রান্তে এবং ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি এ প্রদেশ অবস্থিত। আচেহ প্রদেশের রাজধানী বান্দাহ আচেহ। ইন্দোনেশিয়ার এ প্রদেশের বেশীর ভাগ অধিবাসী ধার্মিক মুসলমান। এখানে প্রাদেশিক সরকার ইসলামী আইন পাস করেছে এবং সেই অনুযায়ী প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায় দূরবর্তী এ প্রদেশে প্রায় অর্ধকোটি লোকের বসবাস। ২০০১ সাল থেকে এখানে ইসলামী আইন কার্যকর রয়েছে। আইন অনুযায়ী এখানে মদ্যপান, জুয়া খেলা এবং বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইসলামী বিধান পালনে আরো কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। প্রদেশটিতে বিভিন্ন অপরাধ দমনে গত সেপ্টেম্বরে স্থানীয় পার্লামেন্ট একটি নতুন আইন অনুমোদন করে। সে অনুযায়ী এখন ব্যভিচার ও সমকামিতার মত জঘন্য অপরাধের বিচার জনসমক্ষে হয়। ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য স্থানে সমকামিতা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু এই প্রদেশে সমকামিতার অপরাধে শাস্তি হিসাবে প্রকাশ্যে ১০০ বেত্রাঘাত করা হয়। এছাড়া সমকামিতায় লিপ্ত যুগলদের গ্রেফতার করতে পারলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য এক হাযার গ্রাম স্বর্ণ বা এর সমপরিমাণ ৩৮ হাযার মার্কিন ডলার পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০০৯ সালে ব্যভিচারের অপরাধে পাথর মেরে হত্যার আইন জারী করা হ'লেও পরে তা সংশোধন করে ১০০ বেত্রাঘাত অনুমোদন করে প্রাদেশিক পার্লামেন্ট। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাথর মারার আইনটি পাঠানো হয়েছে। ২০১৫ সালে এর সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রাদেশিক শরী'আহ পরিষদের সেক্রেটারী ফায়ছাল আলী বলেন, আইন অমান্যকারীদের সতর্ক করাই জনসমক্ষে বেত্রাঘাতের উদ্দেশ্য। সাধারণ নিয়মে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর অপরাধীদের কারাগারে পুরে

রাখার চেয়ে এটি একটি ভিন্ন ধরনের স্বল্প মেয়াদি শাস্তি। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসাব মতে আচেহ প্রদেশে জুয়া খেলা, মদ্যপান ও ব্যভিচারের অপরাধে এ বছর ৪১ জনকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়েছে।

আচেহ প্রদেশের ধর্মীয় পুলিশ এসব অনুশাসন কার্যকর করতে ভূমিকা পালন করে। জুম‘আর ছালাতের সময় দোকানগুলো বন্ধ করা এবং নারীরা যাতে পোশাকনীতি অমান্য না করে সেদিকে খেয়াল রাখে তারা। মেয়েদের জন্য মাথায় ওড়না দেয়া বাধ্যতামূলক এবং আঁটসাঁট পোশাক পরা নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সকালে আঘাত হানা সুনামিতে প্রদেশটির প্রায় এক লাখ ৩০ হাযার মানুষ নিহত হওয়ার পর থেকে সেখানকার মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশী ধর্মপ্রাণ। কারণ তাদের বিশ্বাস ঐ সুনামি ছিল আল্লাহ্‌র গযব। এই বিশ্বাস তাদেরকে ধর্মের প্রতি গভীর আস্থাশীল করেছে।

[আমরা আচেহ প্রদেশের শাসকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিকে তাদের অনুসরণের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

জর্ডানের পাইলটকে পুড়িয়ে মারল ইসলামিক স্টেট

ইরাকের কথিত ইসলামিক স্টেট ‘আইএস’-এর হাতে সম্প্রতি বন্দী হওয়া জর্ডানের পাইলট মু‘আয আল-কাছাছবেহকে জীবিত পুড়িয়ে মেরেছে আইএস। তাদের প্রকাশিত এ হত্যাকাণ্ডের ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, একটি খাঁচার ভিতরে কাছাছবেহ-কে আটকে রাখা হয়েছে এবং তার পাশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তেল। তারপর সেই তেলে আগুন দেয়া হ’লে খাঁচার ভেতরে ছটফট করতে করতে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ হয়ে মারা যান তিনি।

উল্লেখ্য, আইএস-এর বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছে তাতে অংশ নিয়েছিলেন জর্ডানের এই পাইলট। গত ডিসেম্বরে এক অভিযানের সময় সিরিয়ার রাক্কা শহরে তার বিমানটি ভূপাতিত হ’লে সেখান থেকে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় আইএস। ভিডিওচিত্রটি প্রকাশের পর এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং প্রতিশোধের দাবীতে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে মিছিল করেছে শত শত মানুষ। এছাড়া ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে জর্ডান সরকার ‘দুনিয়া কাঁপানো’ প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করেছে।

[এভাবে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মেরে শাস্তি দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ (বুখারী)। ইসলামের নামে এই ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করা ইসলামের অবমাননা ছাড়া কিছুই নয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং জিহাদের নামে এসব চরমপন্থী অপতৎপরতা থেকে তওবা করে ইসলামের দাওয়াতী পথে ফিরে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

শরণার্থীর ভারে ভারাক্রান্ত বিশ্ব

বিশ্বের নানান জায়গায় বৈষম্যবাদী যুদ্ধ, বিশেষ করে উগ্রবাদী, আধিপত্যবাদী ও আগ্রাসী মনোবৃত্তির কারণে সৃষ্ট যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষকে বেছে নিতে হচ্ছে শরণার্থীর জীবন। দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে শরণার্থীর মিছিল। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, বর্তমান বিশ্বে শরণার্থীর সংখ্যা এক কোটি ৬৭ লাখ। অপরদিকে অভ্যন্তরীণভাবে ৩ কোটি ৩৩ লাখ লোক উদ্বাস্তু। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন বা আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে অভিবাসীর সংখ্যা ২৩ কোটি ২০ লাখ। প্রতিনিয়ত অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩ শতাংশ মানুষ অভিবাসী। ঐ সংস্থার তথ্য মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শরণার্থীর এ সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এবার রেস্তোরায় ওয়েটারের কাজ করবে ড্রোন!

সন্ত্রাসীদের ধরার জন্য অথবা সীমান্ত এলাকা পাহারার জন্য বিজ্ঞানের স্বল্পদিনের আবিষ্কার ড্রোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এবার ব্যতিক্রমী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ড্রোন। ড্রোন এবার রেস্তোরায় ওয়েটারের কাজ করছে। প্রশিক্ষিত কর্মী না পাওয়ায় এমন কাজ করছে সিঙ্গাপুরের এক রেস্তোরা। তারা চালু করেছে এমনি কয়েকটি ড্রোন ওয়েটার। দিন শেষে যাদের বেতন দেওয়ার ঝামেলা নেই। অর্ডার পাওয়ার সাথে সাথে রান্নাঘরের গরম গরম খাবার নিয়ে মুহূর্তেই উড়তে উড়তে পৌছে যাচ্ছে কাস্টমারের টেবিলে। তরিৎ এবং বিস্ময়কর পদ্ধতির সেবা পেয়ে রেস্তোরায় আসা কাস্টমাররাও খুব খুশী। কারণ অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে খাদ্য-সামগ্রী। মালিকরাও আনন্দে আছেন। কারণ সামান্য কিছু বেশী খরচের বিনিময়ে প্রতিদিন বেতন দেওয়া, ফাঁকিবাজি, চুরি, মন্দ আচরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যে তারা ব্যবসা চালাতে পারছেন।

মোবাইল ফোন চার্জ হবে মানবদেহ থেকে!

মোবাইল ফোনের চার্জ নিয়ে নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হ’তে হয় সবাইকে। সময় ও সুযোগের অভাবে অনেক সময় মোবাইল অচল হওয়ার অবস্থা হয়। মনের ভুলে চার্জ না দেওয়ার কারণে কথা বলার সমস্যাও তৈরী হয় হরহামেশা। তাই প্রযুক্তিবিদরা এবার নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার করেছেন। এখন আর কোন চার্জার লাগবে না। মানবদেহ থেকে শক্তি নিয়েই চার্জ হবে মোবাইল ফোন। গবেষকরা জানিয়েছেন, নয়া এই প্রযুক্তিটিতে একটি ব্যাটারীর সাহায্যে মোবাইল ফোনটি ব্যবহারকারীর শরীরে নড়াচড়া হ’তেই অটোমেটিক চার্জ হবে। চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকবে চার্জও। নয়া এই প্রযুক্তির ব্যাটারী তৈরী করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গবেষকগণ। তারা জানিয়েছেন, ‘থার্মালি রিজেনারেটিভ ইলেকট্রো কেমিকেল সাইকেল’ নামের বিশেষ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই নতুন প্রযুক্তির ব্যাটারী তৈরী করা হয়েছে। তারা বলেছেন, পুরোপুরি গবেষণা শেষ হ’লে এই ব্যাটারীটি বাণিজ্যিকভাবে বাজারে ছাড়া হবে।

স্টেম সেল ব্যবহার করে চুল গজানোর পদ্ধতি আবিষ্কার

চুল নিয়ে যাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই তাদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন বিজ্ঞানীরা। মানুষের স্টেম সেল (প্রাথমিক কোষ) ব্যবহার করে নতুন চুল সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী। নতুন পদ্ধতি অনুসরণে মাথার টাক সমস্যার সমাধানের আশা করছেন তারা। যুক্তরাষ্ট্রের সানফোর্ড বার্নহাম মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা টাক মাথার মানুষের জন্য স্টেম সেলভিত্তিক চিকিৎসার প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন করেছেন। তারা বলেন, এখন আগের মত মাথার একস্থান থেকে লোমকূপ অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করে চুল সৃষ্টি করতে হবে না। বরং আবিষ্কৃত স্টেম সেল পদ্ধতি অসংখ্য কোষ সৃষ্টির ব্যবস্থা করবে। তারা জানিয়েছেন, গবেষণাগারে প্রাথমিকভাবে সফলতা পাওয়ার পর তাদের পরবর্তী কাজ হবে মানবদেহের প্লোরিপটেন্ট সেল থেকে সৃষ্টি করা ডার্মাল পাপিলা সেলগুলোকে মানুষের মাথায় স্থানান্তরিত করা। এর মাধ্যমে হাযার বছরের টাক সমস্যার যুগান্তকারী সমাধান হ’তে পারে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

ভোলা, ২০শে ডিসেম্বর'১৪ শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল যেলার উদ্যোগে ভোলা শহরের ওয়েস্টার্ন পাড়া জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব একেএম ফারূকুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

যশোর ৩০শে ডিসেম্বর'১৪ শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে শহরের ষষ্ঠীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ. ন. ম বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুত্তালিব বিন ঈমান প্রমুখ।

মেহেরপুর ১৫ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাংনী থানাধীন তেঁতুলবাড়িয়া এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাসানুল্লাহ ও এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

বামুন্দী, মেহেরপুর ২রা ফেব্রুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাংনী থানাধীন বামুন্দী এলাকার উদ্যোগে বামুন্দী বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাসানুল্লাহ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বামুন্দী-নিশিপুর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব কামারুযযামান। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করেন বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল আউয়াল।

শৌলমারী, মেহেরপুর ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে শৌলমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর সদর থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন ও হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ সিনিয়র মাদরাসার ভাইস-প্রিন্সিপাল মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকার। অনুষ্ঠানে যেলার সকল শাখা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তর

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও সোনামণি-র কেন্দ্রীয় কার্যালয় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় ও ৩য় তলা থেকে পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলায় স্থানান্তর করা হয়েছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার উক্ত অফিস দু'টির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ, 'যুবসংঘ' ও সোনামণি'র কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিভিন্ন যেলা থেকে আগত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলকে পিছনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ১৯৭৮-য়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবসংঘের পরপর দু'টি সাপ্তাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাবি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে। তাতে নযর পড়ে একটি পরিচিত ইসলামী ছাত্র সংগঠনের। যারা সর্বদা সেখানে বৈঠক করত। তাদের চক্রান্তে প্রশাসনের নির্দেশে যেতে হয় মসজিদের বাইরে রমনা পার্কে ঘাসের উপর। এমনকি যাত্রাবাড়ীতে আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় মাদরাসায় ১৯৮০ সালের পর যুবসংঘের ছেলেদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। তখন তারা পার্শ্ববর্তী মহাসড়কের কালভার্টের নীচে রাতের অন্ধকারে বৈঠক করত। ১৯৮৪-তে রাজশাহীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ মাদরাসার তৃতীয় তলায় ভাড়া অফিস থেকে পরবর্তীতে বের করে দেবার জন্য যুবসংঘের ছেলেদের জন্য টয়লেটে তালা মারা হয়। এমনকি নীচে এসে ওযূ করার ট্যাপ থেকে ইফতারীর জন্য পানি নিতে গেলে হাত থেকে পানির জগ ফেলে দেওয়া হয়েছে। পরে ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাথে তৎকালীন জমঈয়তে আহলেহাদীস একতরফাভাবে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করে। এদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে যাকে 'কালো দিবস' হিসাবে অভিহিত করা হয়। অতঃপর একই বছর ২৮শে ডিসেম্বর তারা সৃষ্টি করেন যুবসংঘের পাল্টা 'শুব্বান'। এভাবে যে ফাটল ও বিভক্তি সেদিন তারা নিজেরা সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজও তারা জিইয়ে রেখেছেন নিজেদের স্বার্থেই। যদিও আমাদের পক্ষ থেকে ঐক্য চেষ্টার কোন অভাব তখনও ছিল না আজও নেই, যদি না সেখানে আহলেহাদীছের মৌলিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে।

অতঃপর নওদাপাড়ায় নিজেদের বিল্ডিংয়ে কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তরের পরেও আমাদের কারাবরণকালে আন্দোলন-এর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর এখান থেকে যুবসংঘের অফিস হটানোর জন্য নোটিশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, রাজশাহী শহর কেন্দ্রিক নয়, রবং গোদাগাড়ী উপযেলার অন্তর্ভুক্ত ঝিনা এলাকাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম 'ঝিনা সাংগঠনিক যেলা' গঠিত হয়। যখন মহিষের গাড়ীতে করে এক হাঁটু কাদাপানির মধ্যে আমরা দাওয়াতী সফরে যেতাম।

তিনি বলেন, তোমরা অতীতকে ভুলো না। ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থেকো। অলসতা ও বিলাসিতাকে হারাম করো। আহলেহাদীছ-এর হক আন্দোলনকে শহরে-গ্রামে সর্বত্র ছড়িয়ে দাও। এ আন্দোলনের জন্য ব্যয়িত প্রতিটি মুহূর্ত তোমাদের জন্য পরকালীন পাথেয় হবে। বক্তব্যের শেষে তিনি সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

মুযাফফর বিন মুহসিনের অন্যায় কারাবরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন এবং তার আশু মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করেন। অতঃপর তার জন্য আইনী প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সবাইকে জানানো হয়।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুর, ১লা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় সিঙ্গাপুর জাতীয় সুলতান মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় বক্তব্য পেশ করেন সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মো'আয়যম হোসাইন (বগুড়া), হাফেয সাইফুল ইসলাম (ময়মনসিংহ), মুহাম্মাদ শামীম (নরসিংদী), আব্দুল লতীফ (সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ শফীক (কুষ্টিয়া), মুহাম্মাদ এমদাদুল হক (গাইবান্ধা), মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), আব্দুল কুদ্দূস (পাবনা), রাকীবুল ইসলাম (মাগুরা) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আনোয়ার হোসাইন (রাজশাহী), ইমাম হোসাইন (কুমিল্লা), রবীউল ইসলাম (যশোর) এবং মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন (টাঙ্গাইল)। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন যেলার ৩৮ জন সিঙ্গাপুর প্রবাসী ভাই ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করে আহলেহাদীছ হয়ে যান। উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় আড়াই শতাধিক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল মুক্বীত (কুষ্টিয়া)।

রিয়াদ, সঊদী আরব ২৩ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রিয়াদের হাইয়েল হাজেম ইস্তেরাহায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও বাদি'আ দাওয়া সেন্টারের দাঈ জনাব মুশফিকুর রহমান (রাজশাহী)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও আল-কাসিম আল-খাবরা দাওয়া সেন্টারের দাঈ মুহাম্মাদ আখতার মাদানী (নওগাঁ) প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও আযীযিয়া দাওয়া সেন্টারের দাঈ জনাব আব্দুল বারী (রাজশাহী) এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আহসান হাবীব (নওগাঁ)। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় সময় বিকাল ৫-টায় স্কাইপির মাধ্যমে দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অনুষ্ঠানে আল-খাবজী, আল-কাসীম, মদীনা, জেদ্দা, দাম্মাম সহ রিয়াদের বিভিন্ন শাখা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন রিয়াদ 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইবরাহীম (টাঙ্গাইল)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই (রাজশাহী), আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন করেন প্রচার সম্পাদক সোহরাব হোসাইন (পাবনা) ও দফতর সম্পাদক ফরহাদ হোসাইন (রাজবাড়ী)। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাযী রিয়াযুল ইসলাম মধু (রাজবাড়ী) এবং সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা) প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

এডভোকেট সা'দ আহমাদের ইন্তেকাল : বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও বার কাউন্সিলের সাবেক সদস্য, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কুষ্টিয়া যেলার সাবেক প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট সা'দ আহমাদ গত ২রা ফেব্রুয়ারী সোমবার ভোর ৫-টায় কুষ্টিয়া শহরের ১০০ ঝিনাইদহ রোডের বাসায় ইন্তেকাল করেন। *ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।* মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও চার মেয়ে রেখে গেছেন। একই দিন বিকাল ৩-টায় আদালত চত্বরে তার প্রথম জানাযা ও বিকাল ৫-টায় দ্বিতীয় জানাযা শেষে পৌর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার জানাযার ছালাতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কুষ্টিয়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শেখ আমীনুদ্দীন সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ, যেলার পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, আইনজীবি সহ সর্বস্তরের জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

জীবনী : এডভোকেট সা'দ আহমাদ ১৯২৭ সালের ১লা মে কুষ্টিয়া যেলার ভেড়ামারায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং ১৯৪৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ (অর্থনীতি) প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং এলএলবিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৫২ সালে আইনজীবী হিসাবে অবিভক্ত কুষ্টিয়া বারে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। তিনি অবিভক্ত কুষ্টিয়া যেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জুট এডভাইজারি বোর্ডের সদস্য, পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করপোরেশনের ডাইরেক্টর এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি মুসলিম ছাত্রলীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আমলে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৫৩, ১৯৫৯ ও ১৯৬২ সালে নিবর্তনমূলক আইনে বিভিন্ন মেয়াদে কারাবরণ করেন। অতঃপর আইডিএলের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন ও মাওলানা আব্দুর রহীমের মৃত্যুর পর কিছুদিন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর আমন্ত্রণে তিনি ইরান সফর করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি আহলেহাদীছ হন। ২০০৪ সালের ১৪ই এপ্রিল তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে প্রধান অতিথি করে রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে 'ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা'র উপরে একটি সফল সেমিনার করেন *(দ্রঃ আত-তাহরীক ৭/৮ সংখ্যা, মে ২০০৪)*। ২০০৫ সালে আমীরে জামা'আত গ্রেফতার হ'লে তিনি তাঁর পক্ষে বগুড়া যেলা আদালতে জোরালো এবং দীর্ঘ শুনানী করেন। এছাড়া তাঁর মুক্তির দাবীতে ১৭ই জুন'০৫ তারিখে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত সম্মেলনে তিনি লিখিত ভাষণ প্রেরণ করেন *(দ্রঃ আত-তাহরীক ৮/১০ সংখ্যা, জুলাই ২০০৫)*।

তিনি শহরের ঝিনাইদহ রোডে প্রতিষ্ঠিত 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ৩০শে জুন তিনি উক্ত ইসলামিক সেন্টারের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** উপর কোর্টে রেজিষ্ট্রিকৃত ডীড-এর মাধ্যমে হস্তান্তর করেন। মৃত্যুর আগে প্রায় চার বছর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

তিনি বেশ কয়েকটি বইয়ের রচয়িতা ছিলেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিন কাল, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাওয়াত ও আজকের মুসলমান, ইসলামের অর্থনীতি, সূরা আল-আসরের আলোকে আমাদের সমাজ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ), ইসলামে মসজিদের ভূমিকা প্রভৃতি।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

মাসিক আত-তাহরীক মার্চ ২০১৫ ১৮তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : ওমর (রাঃ)-এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদের মোট কতটি আয়াত নাযিল হয়? প্রেক্ষাপট সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সুবহান
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা ওমরের যবানে ও হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন *(তিরমিযী হা/৩৬৮২, হাদীছ ছহীহ)*। এক্ষণে ৬টি বিষয়ে ওমর (রাঃ)-এর প্রস্তাবের সমর্থনে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে, যা ছহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন (১) বদর যুদ্ধের ৭০ জন বন্দীর ব্যাপারে ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ ছিল তাদেরকে হত্যা করা। পরে তাঁর মতের সমর্থনে আল্লাহ সূরা আনফালের ৬৭-৬৯ আয়াত নাযিল করেন *(মুসলিম হা/১৭৬৩)*। (২) মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) যখন মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়ালেন, তখন ওমর (রাঃ) তাঁকে বলেন, আমরা কি মাক্বামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থান বানিয়ে নিতে পারি না?... তখন সূরা বাক্বারার ১২৫ আয়াতটি নাযিল হয়।

(৩) একদা তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীগণের নিকট ভালো-মন্দ সব ধরনের লোক প্রবেশ করে। অতএব আপনি যদি তাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দিতেন!... এরপর উম্মাহাতুল মুমিনীনদের পর্দা ফরয করে সূরা আহযাবের ৫৩ আয়াতটি নাযিল হয়। (৪) হাফছার নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর মধু খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীগণের মাঝে পরস্পরে হিংসার ঘটনা ঘটলে তিনি তাদেরকে তালাক দেয়ার ধমকি দেন। অতঃপর তাঁর সমর্থনে সূরা তাহরীমের ৫ আয়াতটি নাযিল হয় *(বুখারী হা/৪০২, মুসলিম হা/২৩৯৯, মিশকাত হা/৬০৪২)*। (৫) ওমর (রাঃ) মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের জানাযার ছালাতে বাধা দেওয়ার পরেও রাসূল (ছাঃ) তা আদায় করেন। তখন আল্লাহ ওমরের সমর্থনে সূরা তাওবার ৮৪ আয়াতটি নাযিল করেন এবং মুনাফিকদের জানাযায় অংশগ্রহণে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন *(বুখারী হা/১৩৬৬, তিরমিযী হা/৩০৯৭)*। (৬) ওমর (রাঃ)-এর আকাংখা মাফিক আল্লাহ তা'আলা মদ নিষিদ্ধের আয়াত নাযিল করেন *(আবুদাঊদ হা/৩৬৭০; তিরমিযী হা/৫৫৪০; নাসাঈ হা/৩০৪৯)*। এছাড়া আরো কয়েকটি আয়াত নাযিলের ব্যাপারে তাফসীর গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে, যা ছহীহ সনদে প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (২/২০২) : জনৈক ব্যক্তি আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'আলা ইবনুল হাযরামী কর্তৃক লোকদেরকে নিয়ে একত্রিত মুনাজাত করার ঘটনাটিকে সম্মিলিত মুনাজাতের পক্ষে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-রূহুল আমীন, দুবাই।

উত্তর : প্রথমতঃ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা সনদ বিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর ঐতিহাসিক ও সনদ বিহীন কোন বক্তব্যকে শরী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না *(সৈয়ূত্বী, আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন ২/২২৭-২২৮ পৃঃ)*। সনদ থাকার পরেও তা যঈফ হওয়ার কারণে যেখানে হাদীছ গ্রহণযোগ্য হয় না, সেখানে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

দ্বিতীয়তঃ এই দো'আটি ছিল মূলতঃ ইস্তিস্কা বা পানি প্রার্থনার জন্য। আর পানি প্রার্থনার জন্য হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দো'আ করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/১০৯২, 'ইস্তিস্কা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১)*। ঘটনাটি হ'ল, বাহরাইন যুদ্ধের প্রাক্কালে মুসলিম সেনাবাহিনী এমন এক স্থানে অবতরণ করে যেখানে পানি সংকটের কারণে তাদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। এমনকি তাদের উটগুলো তাদের খাদ্য সামগ্রী-পানীয় ও বস্ত্র সমূহ পিঠে করে নিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের সাথে তাদের পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই বাকী ছিল না। তখন ছাহাবী 'আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) লোকদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেন ও সূর্যোদয় পর্যন্ত দো'আ করতে থাকেন। তিনি যখন দো'আর তৃতীয় পর্যায়ে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য তাদের পাশে একটি শীতল পানির পুকুর সৃষ্টি করে দিলেন। অতঃপর তিনি সহ সকলে সেখানে গেলেন এবং পানি পান করলেন ও গোসল করলেন। ওদিকে দিনের আলো প্রস্ফুটিত হ'তে না হ'তেই তাদের উটগুলো পিঠের বোঝা সহ বিভিন্ন দিক থেকে ফিরে আসল। অথচ তাদের আসবাবপত্রের একটিও হারায়নি। অতঃপর তারা তাদের উটগুলোকে উদর পূর্তি করে পানি পান করালেন *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩২৮)*।

অতএব স্পষ্ট যে, উক্ত ঘটনাটি ছিল পানি প্রার্থনার সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রচলিত মুনাজাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : মহিলাদের জন্য জুম'আর ছালাত আদায় করা কি যরূরী? বিস্তারিত জানতে চাই।

-সোহেল রাণা, মালয়েশিয়া।

উত্তর : মহিলাদের জন্য জুম'আর ছালাত ফরয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জুম'আর ছালাত প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু গোলাম, মহিলা, শিশু ও রোগী ব্যতীত *(আবুদাঊদ হা/১০৬৭, মিশকাত হা/১৩৭৭;*

ইরওয়া হা/৫৯২)। এছাড়া সকল ছালাত বাড়িতে আদায় করাই মহিলাদের জন্য উত্তম *(আবুদাঊদ হা/৫৬৭, মিশকাত হা/১০৬২)*। তবে তারা জুম'আর খুৎবা ও জামা'আতে যোগদান করতে পারেন। যেমন বায়'আতে রিযওয়ানে যোগদানকারিণী ছাহাবী উম্মে হিশাম বিনতে হারেছাহ (রাঃ) বলেন, আমি সূরা ক্বাফ (প্রথমাংশ) মুখস্থ করেছি রাসূল (ছাঃ)-এর যবানী থেকে, যা তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রতি জুম'আর খুৎবায় পাঠ করতেন' *(মুসলিম হা/৮৭৩; মিশকাত হা/১৪০৯)*। অতএব মহিলাদের জন্য এটি এখতিয়ারী বিষয়। কারণ তাতে তারা অনেক উপদেশ লাভ করতে পারেন *(মির'আত ৪/৪৯৮)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : জনৈকা মহিলা তার বর্তমান স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে পূর্বের প্রেমিককে বিবাহ করতে চায়। এক্ষণে বর্তমান স্বামীকে ত্যাগ করে নতুন বিবাহের ক্ষেত্রে শরী'আতের নির্দেশনা কি?

রাশেদুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : যথাযোগ্য শারঈ কারণ ব্যতীত স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক চাওয়া হারাম। কোন স্ত্রী এরূপ করলে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ হা/২২২৬; ইবনু মাজাহ হা/২০৫৫; তিরমিযী হা/১১৮৭; মিশকাত হা/৩২৭৯)*। এক্ষণে কোন শরী'আতসম্মত কারণ থাকলে উক্ত মহিলা সমাজের দায়িত্বশীল বা আদালতের মাধ্যমে বর্তমান স্বামীকে মোহর ফেরত দিয়ে 'খোলা' করতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। অতঃপর একমাসের ইদ্দত গণনা শেষে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে *(বুখারী হা/৫২৭৩, মিশকাত হা/৩২৭৪, আবুদাঊদ হা/২২২৯-৩০)*। স্মর্তব্য যে, বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলা এরূপ বিবাহ করলে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩, ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৯, মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : খাদ্যগ্রহণের আদব কি কি?

-মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ, রাজশাহী।

উত্তর : খাদ্য গ্রহণের আদবসমূহ হ'ল : (১) হালাল ও পবিত্র রূযী খাবে *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। (২) অতঃপর হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৮৫)*। (৩) বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করবে *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; ইরওয়া হা/১৯৬৫)*। (৪) অতঃপর ডান হাত দিয়ে খাবে এবং পান করবে *(মুসলিম হা/২০২০; মিশকাত হা/৪১৬২)*। (৫) পাত্রের মধ্যস্থল থেকে খাবে না বরং নিকট থেকে খাবে *(বুখারী হা/৫৩৭৬, তিরমিযী হা/১৮০৫; মিশকাত হা/৪১৫৯, ৪২১১)*। (৬) প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হলেই *'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহূ ওয়া আখেরাহূ'* বলবে *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২)*। (৭) প্লেট এবং আঙ্গুল ভালভাবে চেটে খাবে *(মুসলিম হা/২০৩৪; আবুদাঊদ হা/৩৮৪৫)*। (৮) যদি খাবার পড়ে যায় তাহলে তা উঠিয়ে ছাফ করে খেয়ে নিবে। কারণ সে জানে না কোন খাবারে বরকত আছে *(মুসলিম হা/২০৩৪; তিরমিযী হা/১৮০৩)* (৯) একাকী না খেয়ে একত্রে খাবে। এতে বরকত রয়েছে। *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৪; মিশকাত হা/৪২৫২)*। (১০) পান করার সময় পাত্রের বাইরে ৩ বার নিঃশ্বাস ফেলবে *(বুখারী হা/৫৬৩১; ছহীহাহ হা/৩৮৭)*। (১১) পানির পাত্রে বা খাবারে নিশ্বাস ছাড়বে না বা ফুঁক দিবে না। *(বুখারী হা/১৫৩; মিশকাত হা/৪২৭৭)*। (১২) দাঁড়িয়ে পানাহার করবে না *(মুসলিম হা/২০২৬; মিশকাত হা/৪২৬৭)*। (১৩) পেটের একভাগ খাদ্য দিয়ে ও একভাগ পানি দিয়ে ভরবে এবং একভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে *(তিরমিযী হা/২৩৮০)*। (১৪) কাত হয়ে বা ঠেস দিয়ে খাবে না *(বুখারী হা/৫৩৯৮; মিশকাত হা/৪১৬৮)*। (১৫) খাওয়ার সময় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খাবে। অহেতুক গল্প-গুজব করবে না। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং শেষে বলবে আল-হামদুল্লিাহ এবং অন্যান্য দো'আ পড়বে। (১৬) খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তরখান উঠানোর সময় বলবে, *আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি' (বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯)*। (১৭) দাওয়াত খেলে মেযবানে জন্য দো'আ করে বলবে, *আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী' (মুসলিম হা/২০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৬০ 'সনদ ছহীহ')*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর সন্তানের অধিকারী হবেন কে?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম,
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : সন্তান মূলতঃ পিতার। তবে শৈশবে তার লালন-পালনের অধিকারী হ'লেন মা। কিন্তু মা অন্যত্র বিবাহ করলে তার এ অধিকার আর থাকে না। তখন সন্তান পিতার পূর্ণ দায়িত্বে থাকবে। আমর তাঁর পিতা শু'আইব হ'তে, তিনি তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ এবং তিনি তার পিতা আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটি আমার ছেলে। আমার পেট ছিল তার পাত্র, আমার স্তন ছিল তার মশক এবং আমার কোল ছিল তার দোলনা। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। সে এখন আমার ছেলে নিয়ে টানাটানি করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে, ততক্ষণ তুমিই তার অধিক হকদার' *(আহমাদ, আবুদাঊদ; মিশকাত হা/৩৩৭৮)*।

তবে জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর সন্তান যার নিকটে ইচ্ছা থাকতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জনৈকা স্ত্রীলোক এসে বলল, আমার স্বামী আমার ছেলে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ছেলে আমার উপকার করে। সে আমাকে কূয়া থেকে পানি এনে দেয়। এসময় তার পিতা এলে নবী করীম (ছাঃ) ছেলেকে বললেন, ইনি তোমার পিতা আর ইনি তোমার মাতা- যাকে ইচ্ছা তুমি তার হাত ধর। ছেলে তার মায়ের হাত ধরল। অতঃপর মা তাকে নিয়ে চলে গেল' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ; মিশকাত হা/৩৩৮০, সনদ ছহীহ)*।

ইমাম শাওকানী বলেন, 'হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছেলে হৌক বা মেয়ে হৌক, সন্তানের ভাল-মন্দ বুঝার জ্ঞান হওয়ার পর যদি পিতা-মাতা সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে মতভেদ করেন, তাহ'লে সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়াই শরী'আত সম্মত' *(নায়লুল আওত্বার ৮/১৬০ পৃঃ, 'সন্তান পালনের অধিক হকদার কে?' অনুচ্ছেদ)*।

তবে মা কাফির হয়ে গেলে, মুসলিম সন্তানের উপরে তার কোন হক থাকবে না। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কাফিরদের

জন্য মুমিনদের উপরে কোন অধিকার রাখেননি' *(নিসা ৪/১৪১)*। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়ার পূর্বে তার অধিকতর কল্যাণ বিবেচনা করা কর্তব্য। কেননা আল্লাহ বলেন, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম ৬)*। তিনি তাঁর উস্তাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সন্তান তার পিতার নিকটে যেতে চাইলে তার কারণ হিসাবে বলে যে, মা আমাকে মাদরাসায় পাঠায়, আর উস্তাদ আমাকে মারেন। কিন্তু আব্বা আমাকে খেলতে দেন। একথা শুনে বিচারক তাকে তার মায়ের কাছে পাঠাবার নির্দেশ দেন' *(নায়লুল আওত্বার ৮/১৬২)*।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : অনেককেই দেখা যাচ্ছে পিস টিভি দেখা ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য শোনার জন্য টেলিভিশন-ইন্টারনেট নিচ্ছেন। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যরা এগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাচ্ছে। এক্ষণে পিতা হিসাবে আমাদের করণীয় কি?

-সুহাইল
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পরিবার প্রধান হিসাবে পিতা পরিবারের সার্বিক ব্যাপারে দায়িত্বশীল *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। পরিবারকে প্রকৃত দ্বীন শিক্ষা দানের সাথে সাথে সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখা তাঁর মৌলিক দায়িত্ব। এক্ষণে উপরোক্ত অবস্থায় টেলিভিশন-ইন্টারনেট কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এজন্য সম্ভব সকল প্রকার ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করবেন। অন্যথায় এগুলি সরিয়ে দিতে হবে। নইলে পরিবারের সদস্যদের গোনাহের কারণে দায়িত্বশীল হিসাবে পিতাও গোনাহগার হবেন।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : গল্প-উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুর রহমান, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : গল্প-উপন্যাস যদি ইসলামী আক্বীদা বিরোধী না হয় এবং চরিত্র গঠন ও শিক্ষামূলক হয়, তবে তা লেখা যাবে। যেমন প্রয়োজনে শিক্ষামূলক কবিতা পড়া যায়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা কবিতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এগুলি কিছু বাক্য মাত্র। অতএব এর ভালটি ভাল এবং মন্দটি মন্দ' *(দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৮০৭ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায় 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)*। তবে তা যদি নিছক খেল-তামাশা ও লোকদের হাসানোর উদ্দেশ্যে লেখা হয়, তবে জায়েয হবে না *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আ'লাদ-দারব ১/৩৩৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, যাতে লোকেরা হাসে' *(আবুদাউদ হা/৪৯৯০; মিশকাত হা/৪৮৩৪)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : স্থাবর সম্পদ যেমন জমি, বাড়ি, গাছ-পালা এসবের যাকাত দিতে হবে কি?

-শাহাদত হোসাইন
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এসবের কোন যাকাত দিতে হবে না। তবে জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত দিতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৭)*। শাক-সবজিতে কোন যাকাত নেই *(তিরমিযী হা/৬৩৮; মিশকাত হা/১৮১৩)*। বসবাসের জন্য নির্মিত বাড়িতে কোন যাকাত নেই। তবে বাড়ী বা দোকান থেকে প্রাপ্ত ভাড়া অথবা রিয়েল স্টেট ব্যবসার প্রাপ্ত লভ্যাংশ নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাউদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১)*। গাছের কোন যাকাত নেই। তবে গাছ হতে উৎপন্ন শস্য নিছাব তথা পাঁচ ওয়াসাক্ব পরিমাণ হলে তাতে ২০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৬৭; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯৪)*। উল্লেখ্য যে, ৫ ওয়াসাক্ব সমান ৬০ ছা' বা ৭৫০ কেজি।

প্রশ্ন (১০/২১০) : বিবাহের পর স্ত্রীর জন্য শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, না নিজ পিতা-মাতার সেবা করা অধিক যরূরী? এছাড়া স্বামী এবং নিজ পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে কার আদেশ-নিষেধ অগ্রাধিকার পাবে?

-মিলন সরকার
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

উত্তর : প্রত্যেক সন্তানের জন্য তার পিতা-মাতার সেবাযত্ন করাই সর্বাগ্রে যরূরী *(ইসরা ১৭/২৩)*। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর খেদমতে বাধ্য করা উচিৎ নয়। তবে অবশ্যই তাদের সাথে সদাচরণ করা কর্তব্য। স্বামী এবং পিতা-মাতা উভয়ের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। তাই সাধ্যমত উভয়কে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। এরপরেও যদি উভয়ের আদেশ-নিষেধের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে বৈষয়িক বিষয়ে স্বামীর আদেশকে অগ্রগণ্য করতে হবে। কেননা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত নারীরা পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু বিবাহের পর তারা স্বামীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সুতরাং সেসময় স্বামীর আদেশ-নিষেধ মান্য করাই তার জন্য অগ্রগণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি যদি কাউকে কোন মানুষের সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর সামনে সিজদা করতে বলতাম *(আবুদাউদ হা/২১৪০; মিশকাত হা/৩২৫৫)*। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি প্রাপ্ত হবে দু'ধরনের মানুষ। তাদের একজন হ'ল, অবাধ্য স্ত্রী *(তিরমিযী হা/৩৫৯, সনদ ছহীহ)*। তবে উভয়ে উভয়ের অধিকারের প্রতি যত্নশীল থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকটে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকটে উত্তম' *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৫২)*।

প্রশ্ন (১১/২১১) : শ্বশুরবাড়ির সকলেই বিড়ি তৈরীর ব্যবসা করে। এক্ষণে তাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা জায়েয হবে কি?

-গোলাম মুক্তাদির
লক্ষ্মীনগর, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এর জন্য পাপের বোঝা শ্বশুরবাড়ীর লোকদের উপর বর্তাবে। আল্লাহ বলেন, একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন

করবে না *(নাজম ৫৩/৩৮)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তার নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার একজন প্রতিবেশী আছে যে সূদ খায় এবং সর্বদা আমাকে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। এক্ষণে আমি তার দাওয়াত কবুল করব কি? জওয়াবে তিনি বললেন, مَهْنَأُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ 'তোমার জন্য এটি বিনা কষ্টের অর্জন এবং এর গোনাহ তার উপরে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৭৫, ইমাম আহমাদ আছারটি 'ছহীহ' বলেছেন, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ২০১ পৃঃ)*। এক্ষণে আত্মীয় হিসাবে আপনার দায়িত্ব হবে শ্বশুরবাড়ীর লোকদের হালাল রূযীর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য সাধ্যপক্ষে চেষ্টা করা। আপনার চেষ্টা সফল হ'লে তাদের নেকীর সমপরিমান নেকী আপনি পাবেন। আর সফল না হলেও আপনি দাওয়াতের পূর্ণ নেকী পেয়ে যাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণের পথ দেখায়, সে ঐ কর্মীর ন্যায় ছওয়াব পায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : ছালাতরত অবস্থায় অজান্তে বের হওয়া মযী ছালাত শেষ হওয়ার পর বুঝতে পারলে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-তাওছীফ আহমাদ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এমতাবস্থায় যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, ছালাতরত অবস্থাতেই মযী বের হয়েছে, তাহ'লে তাকে কাপড় ও শরীর উভয় স্থান থেকে মযী ধৌত করার পর ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। আর যদি কেবল সন্দেহ হয়, তবে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। কারণ সন্দেহের দ্বারা পবিত্রতা নষ্ট হয় না *(বুখারী হা/১৩৭, মুসলিম হা/৩৬২, মিশকাত হা/৩০৬)*।

আর এটা রোগে পরিণত হ'লে মযী বের হলেও ছালাত পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ছালাতের জন্য পৃথকভাবে ওযূ করতে হবে *(বুখারী হা/২২৮, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৫৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮ পৃঃ)*। কারণ আল্লাহপাক মানুষের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেননি *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : আযান দেওয়ার নির্দিষ্ট কোন স্থান কি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে? মসজিদ বা মসজিদের বাইরে যেকোন স্থান থেকে আযান দিলে চলবে কি?

-মাহতাব, গোপালনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের স্বপ্নে পাওয়া আযানের বাক্যগুলো শুনে বললেন, তোমার স্বপ্ন সত্য, তুমি বেলালকে আযানের বাক্যগুলি শিখিয়ে দাও এবং তাকে আযান দিতে বল। কেননা বেলালের কণ্ঠস্বর তোমাদের সবার চেয়ে উঁচু *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৭০৬; মিশকাত হা/৬৫০)*। উরওয়া বিন যুবায়ের বনু নাজ্জারের জনৈকা মহিলা থেকে বর্ণনা করেন যে, মসজিদের পার্শ্ববর্তী আমার বাড়ী উঁচু ছিল। বেলাল তার উপরে উঠে ফজরের আযান দিতেন *(আবুদাঊদ হা/৫১৯)*। উল্লিখিত হাদীছ দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদের বাইরে আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল দূরবর্তী মুছল্লীর কাছে আযানের আওয়ায পৌঁছানো। অতএব মাইকে আযান দিলে মসজিদের ভিতর সহ যেকোন স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া যাবে। আর মাইক না থাকলে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আযান দিবে। যাতে করে মানুষের কাছে আযানের আওয়ায পৌঁছে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ফৎওয়া নং ৩৬৩০, ৪৩৩৫)*।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : ছেলেদের রাগ কমানোর জন্য অনেকে কানফুল দিয়ে থাকে। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-রায়হান,
খয়রাবাদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে এরূপ চিকিৎসার কোন ভিত্তি নেই। বরং রাগ কমানোর চিকিৎসা হিসাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা যখন রেগে যাবে তখন আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম পাঠ করবে *(বুখারী হা/৬০৪৮; মুসলিম হা/২৬১০;, মিশকাত হা/২৪১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, এ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে এবং বসে থাকলে শুয়ে যাবে *(আবুদাঊদ হা/৪৭৮২, মিশকাত হা/৫১১৪)*। উল্লেখ্য যে, ক্রোধ নিবারণে ওযূ করা সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৪৭৮৪, যঈফাহ হা/৫৮২)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : দাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অনেকে দাড়ি ছেটে সুন্দর করার চেষ্টা করেন এবং দলীল পেশ করে বলেন, আল্লাহ সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন। সঊদী আরবের ওলামায়ে কেরামও নাকি এ ব্যাপারে একমত। এক্ষণে এটা জায়েয হবে কি?

-মীযানুর রহমান
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়িকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। আর গোঁফ ছোট কর *(বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১)*। দাড়ি ছাড়ার ব্যাপারে হাদীছে পাঁচ ধরনের শব্দ এসেছে। যেমন- (أَوْفِرُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا ,وَوَفِّرُوا) আওফিরূ, আওফূ, আরখূ, ওয়াফ্ফিরূ। এই শব্দগুলো একই মর্ম বহন করে। আর তা হ'ল, দাড়ি তার নিজ গতিতে ছেড়ে দেওয়া। দাড়ি কাটা বা ছাঁটার পক্ষে ছহীহ কোন দলীল নেই; বরং এটি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, দাড়ি ছাঁটার পক্ষে তিরমিযীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল *(তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)*।

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এ ব্যাপারে বলেন যে, দাড়ি মুণ্ডন বা দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হ'তে কিছু কেটে নেওয়া বৈধ নয়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কাজ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৩৭)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে চায়, তারা যেন অবশ্যই দাড়ির কোন অংশ না কাটে। কেননা শেষনবী (ছাঃ) এবং তার পূর্বের কোন নবী দাড়ি কাট-ছাঁট করতেন না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮২)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৯৬-৯৭)*। অতএব সৌন্দর্যের দোহাই দিয়ে দাড়ি কাট-ছাঁট করার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : তাবীয দিয়ে সাপের বিষ নামানো যাবে কি?

-মীযান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : তাবীয দিয়ে কোন চিকিৎসা গ্রহণ করা যাবেনা। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। আর শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না *(নিসা ৪/৪৮)*। তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ নামানো শরী'আতসম্মত *(বুখারী হা/৫০০৭)*। এছাড়া শরী'আতবিরোধী নয়, এরূপ চিকিৎসা গ্রহণে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : মহিলারা সর্বোচ্চ কত বছর বয়সের বালকের সাথে বিনা পর্দায় দেখা করতে পারবে?

-মুবাশশিরাহ
বিবিহাটরা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ নাবালকদের সাথে মহিলারা বিনা পর্দায় সাক্ষাৎ করতে পারে *(নূর ২৪/৩১)*। আবহাওয়াগত ভিন্নতার কারণে সাবালক হওয়ার বয়সে ভিন্নতা দেখা দেয়। অতএব শিশুর মধ্যে সাবালক হওয়ার আলামত পাওয়া গেলে তার থেকে পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'মহিলাদের পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রথমে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করতে হবে। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

-মাজেদা বেগম, চুনাঘাট, লালমণিরহাট।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য পবিত্রতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হ'ল পানি। পানি না থাকলে ঢেলা বা ক্ষতিকর নয় এরূপ টিস্যু ব্যবহার করতে হবে। সূরা তওবার ১০৯ আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের কারণে আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন, তারা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতেন *(আবুদাউদ হা/৪৪, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, আগে ঢেলা বা টিস্যু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এবং পরে পানি ব্যবহার করতে হবে মর্মে মুসনাদে বাযযারে যে বর্ণনা এসেছে, তা মওযূ' বা জাল *(ইরওয়াউল গালীল হা/৪২-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : রাতে ঘুমানোর সময় ওযূ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-নার্গিস সুলতানা, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : রাতে ঘুমানোর সময় ওযূ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, যখন তুমি শুতে যাবে, তখন ছালাতের মত ওযূ কর এবং ডান কাতে শয়ন করো। অতঃপর তাকে একটি দো'আ শিখিয়ে বললেন, 'যদি তুমি এ অবস্থায় মারা যাও, তবে তুমি ইসলামী স্বভাবের উপর মারা যাবে। আর যদি সকাল কর তাহলে কল্যাণের উপর সকাল করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৫)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ওযূ অবস্থায় ঘুমায়, তার পাশে একজন ফেরেশতা অবস্থান করে। যখন সে জাগ্রত হয়, তখন ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ সে পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছিল *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১০৫১; ছহীহাহ হা/২৫৩৯)*।

প্রশ্ন (২০/২২০) : স্ত্রীর চাকুরী অথবা ব্যবসার আয়ের অর্থের উপর স্বামীর হক আছে কি? স্বামী স্ত্রীর অর্থের হিসাব রাখতে পারবে কি? এছাড়া স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়ে তার পিতার বাড়িতে কোন খরচ করতে পারবে কি?

আরীফুল ইসলাম, ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রীর সম্পদের উপর স্বামীর কোন হক নেই। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন। স্বামী স্ত্রীর অর্থের হিসাব রাখতে পারেন, কেবল দ্বীনী দায়িত্ব হিসাবে। স্ত্রী তার স্বামীকে না বলে তার পিতার বাড়ীতে খরচ করতে পারে। তবে স্বামীর পরামর্শ ও অনুমতি নিয়ে ব্যয় করা উচিৎ। কেননা আল্লাহ তা'আলা পরস্পরে পরামর্শ সাপেক্ষে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

প্রশ্ন (২১/২২১) : একই রাক'আতে কয়েকটি সূরা পাঠ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মুবাশশির, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : একই রাক'আতে একাধিক সূরা পাঠ করায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) একই রাক'আতে পরপর দু'টি বা ততোধিক সূরা পাঠ করেছেন *(মুসলিম হা/৭৭২, নাসাঈ হা/১৬৬৪)*। এছাড়া একই রাক'আতে একাধিক সূরা পাঠের বিষয়টি বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/৭৪২, আবুদাঊদ হা/১৩৯৬; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : আমি ২০১৩ সালে স্ত্রীকে মৌখিকভাবে এক তালাক দেই। অতঃপর ৩দিন পর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে সংসার করতে থাকি। কিন্তু ২০১৪ সালে কোর্টের মাধ্যমে পুনরায় তালাক প্রদান করি এবং তালাকনামার কপি ডাকের মাধ্যমে স্ত্রীর পিতার বরাবরে প্রেরণ করি। সে গ্রহণ না করলেও জানতে পেরেছে। অতঃপর ৩ মাস পর ঐ তালাকের জাবেদা কপি পুনরায় স্ত্রীর পিতার বাড়ীতে প্রেরণ করি। উল্লেখ্য, ২য় তালাক দেওয়ার পর থেকেই স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক নেই। এক্ষণে এটা কি তিন তালাক হিসাবে গণ্য হবে?

-মুহাম্মাদ সাফিউল ইসলাম
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী ২য় তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতকাল তথা তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সম্মত হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় ঘর-সংসার করতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; তালাক ৬৫/১; বুখারী হা/৫১৩০)*।

তবে তিন তুহরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিবাহ করে ও সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা হয় *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*। উল্লেখ্য, প্রশ্নকারী দ্বিতীয় তালাকের ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ৩য় তালাক প্রদান করায় তা গণ্য হবে না। কারণ তালাক দিতে হয় ইদ্দতকালের মধ্যে। আল্লাহ বলেন, 'আর তাদেরকে তালাক দাও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা কর' *(তালাক ৬৫/১)*। আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে ঋতু

অবস্থায় তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ফিরিয়ে নিয়ে ইদ্দতের মধ্যে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেন *(বুখারী হা/৫২৫১, মুসলিম হা/১৪৭১)*। কেননা ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/১৪৭, ফৎওয়া নং ৮২৫)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : অজান্তে কবরযুক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করে পরবর্তীতে জানতে পারলে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-যুবায়ের, ময়মনসিংহ।

উত্তর : অজান্তে কবরযুক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করে ফেললে তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। আল্লাহ বলেন, 'যা তোমাদের ভুলবশতঃ ঘটে সে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না *(আহযাব ৩৩/৫)*।

তবে এর জন্য তওবা ও ইস্তেগফার করবে। যেন পুনরায় এরূপ ভুল না হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, গোনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত, যার কোন গোনাহ নেই *(ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৬৮০৩)*। স্মর্তব্য যে, ছালাত পুনরায় আদায় করতে হয় কেবল ছালাতের রুকনসমূহের কোন একটি তরক হলে।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : নাপিতের পেশা শরী'আতসম্মত কি?

-আশরাফুল ইসলাম
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : নাপিতের পেশা বৈধ। নববী যুগে এর প্রচলন ছিল *(বুখারী হা/৪১৯০, মিশকাত হা/৪৪৬২)*। তবে এ পেশায় থেকে দাড়ি কেটে বা ছেটে দেওয়ার ন্যায় গর্হিত কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা এতে অন্যায় কাজে সহায়তা করার পাপ হবে। যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : প্রতি শুক্রবার ফজরের ছালাতে সূরা সাজদাহ ও দাহর তিলাওয়াতের কোন গুরুত্ব আছে কি?

-মাসউদ, মেহেরপুর।

উত্তর : শুক্রবার ফজরের ফরয ছালাতে সূরা দু'টি পাঠ করা সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এ দু'টি সূরা জুম'আর দিন ফজরে নিয়মিত তেলাওয়াত করতেন *(বুখারী হা/৮৯১, মুসলিম হা/৮৮০, মিশকাত হা/৮৩৮)*। তবে অন্য সূরা পড়াও জায়েয আছে *(মির'আত ৩/১৪৫)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) সুরা সাজদা ও মুলক না পড়ে রাতে ঘুমাতেন না *(তিরমিযী হা/৩৪০৪, মিশকাত হা/২১৫৫, ছহীহুল জামে' হা/৪৮৭৩)*।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : বিদেশে অমুসলিমদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি?

-আহসান হাবীব, দক্ষিণ কোরিয়া।

উত্তর : দেশে হৌক আর বিদেশে হৌক অমুসলিমদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয়। কেননা তা হালাল হওয়ার শর্ত হল, 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা *(আন'আম ৬/১২১)*। তবে আহলে কিতাবদের (ইহূদী এবং খৃষ্টানদের) যবেহ করা পশু খাওয়া জায়েয *(মায়েদাহ ৫/৫)*। শর্ত হ'ল যদি তারা আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে *(বাক্বারাহ ২/১৭৩, আন'আম ৬/১২১)*। আর যদি এমন দেশে বসবাস করা হয়, যে দেশে মুসলিম ও আহলে কিতাব একত্রে বসবাস করে এবং যবহের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেছে কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া যেতে পারে *(বুখারী হা/৭৩৯৮; আবুদাউদ হা/২৮২৯; মিশকাত হা/৪০৬৯)*। তবে সন্দেহ থেকে দূরে থাকার জন্য তা বর্জন করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে নিঃসন্দেহের দিকে ধাবিত হও' *(তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩)*।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : মাসিক অবস্থায় ভুল বা অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে ফেললে করণীয় কি?

-সারোয়ার
মুন্সির হাট, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় কোন গুনাহ হবে না বা কোন কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুলবশতঃ ও বাধ্যগত অবস্থায় কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫, মিশকাত হা/৬২৮৪)*। তবে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে এরূপ করলে তওবা করতে হবে এবং এক দীনার বা অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/২৬৪; মিশকাত হা/৫৫৩)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : মেমোরী কার্ডে গান, ভিডিও, ইসলামী বক্তব্য ইত্যাদি লোড দেওয়ার ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-জসীমুদ্দীন
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : যে সব ব্যবসা মানুষকে মন্দের দিকে নিয়ে যায় তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। এ ব্যবসার নেতিবাচক দিক হ'ল এর মাধ্যমে অন্যায়-অশ্লীলতা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এটি দ্বীন প্রচারেও সহায়ক ভুমিকা পালন করে থাকে। তবে মন্দটি পরিত্যাগ করে এ ব্যবসা করায় কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর আর গুনাহ ও পাপ কাজে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাক *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : আমাদের দেশে বিবাহ পড়ানোর সময় একই গ্লাসে একই শরবত বর ও কনেকে খাওয়ানো হয়। এগুলি জায়েয হবে কি?

-রাশেদুল ইসলাম, নরসিংদী।

উত্তর : এভাবে খাওয়ানোর মাধ্যমে আল্লাহ বর-কনের মধ্যে অধিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন বলে যদি কোন আক্বীদা থাকে, তবে তা জায়েয নয়। বরং কুসংস্কার মাত্র। তবে সাধারণভাবে এরূপ খাওয়ায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) একই পাত্রের একই স্থানে মুখ রেখে পানি পান করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭)*।

Contents

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : দো'আর অর্থ না জানা থাকলে তা দ্বারা আল্লাহর নিকটে কিছু কামনা করলে কবুলযোগ্য হবে কি?

-শিহাবুদ্দীন,
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : অবশ্যই হবে। কেননা আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের খবর রাখেন। অতএব হৃদয় ঢেলে দিয়ে দো'আ করলে আল্লাহ অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দিবেন। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' *(মুমিন ৬০)*। তবে অর্থ জেনে ও মর্ম বুঝে দো'আ করলে তাতে একাগ্রতা ও বিনয় বেশী থাকে। ফলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী থাকে। তাই অর্থ না জানলে কবুলযোগ্য হলেও অর্থ জেনে দো'আ করার চেষ্টা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুছল্লী ছালাতের মধ্যে স্বীয় প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে। অতএব সে তার প্রভুর সাথে কি বলছে তার প্রতি যেন একাগ্র থাকে .. *(আহমাদ, মিশকাত হা/৮৫৬)*।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : সময়ের মূল্য সম্পর্কে শরী'আতে কোন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কি?

- সিরাজুল ইসলাম
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : শরী'আতে সময়ের মূল্য সম্পর্কে অপরিসীম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমরা কেউ এক পাও নড়াতে পারব না। তন্মধ্যে অন্যতম দু'টি হচ্ছে- 'আমাদের জীবনের সময়কাল আমরা কিভাবে ব্যয় করেছি এবং আমাদের যৌবনকে আমরা কিভাবে ক্ষয় করেছি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭)*। অন্য হাদীছে আছে, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দু'টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। আর তা হচ্ছে স্বাস্থ্য ও অবসর সময়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৮)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : ফরয গোসল পুকুরে নেমে করা যাবে কি? এতে কি পানি অপবিত্র হয়ে যাবে?

-আব্দুর রাকীব
জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : পুকুরে ফরয গোসল করায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই পানি হ'ল পবিত্র। তাকে কোন বস্তু অপবিত্র করতে পারে না *(আবুদাঊদ হা/৬৭; মিশকাত হা/৪৭৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যতক্ষণ না তা নাপাকী বহন করে *(আবুদাঊদ হা/৬৩; মিশকাত হা/৪৭৭)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনুল মুনযির বলেন, বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পানি কম হৌক বেশী হৌক, সেখানে নাপাকী পড়ায় যদি তার স্বাদ, রং বা গন্ধে কোন পরিবর্তন আসে, তাহ'লে সেটা অপবিত্র হবে। ছাহেবে মির'আত বলেন, উক্ত মর্মে সকল বিদ্বানগণ একমত হয়েছেন, যদিও এবিষয়ে হাদীছ দুর্বল *(মির'আত হা/৪৮১০এর আলোচনা দ্রঃ, ২/১৭৩)*। অতএব পুকুরে ফরয গোসল করায় কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : জনৈক আলেম হাদীছ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি পরহেযগার আলেমের পিছনে ছালাত আদায় করল সে যেন নবীর পিছনে ছালাত আদায় করল। উক্ত হাদীছটি ছহীহ কি?

-ইউসুফ আকরাম
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মের বর্ণনাটি ভিত্তিহীন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৩, ২/৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : অমুসলিম দেশে অবস্থান কালে সেদেশের আইন মেনে চলা কি যরূরী?

-সুমন, পীরগঞ্জ. ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : মুসলিম হৌক অমুসলিম হৌক প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারের বিধি-বিধান শরী'আত বিরোধী না হলে তা মেনে চলা সেদেশের নাগরিকদের জন্য আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাদের (শাসকদের) হক আদায় কর এবং তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাও *(বুখারী হা/৭০৫২; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। তবে ইসলাম বিরোধী হুকুম মানতে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য নয় *(বুখারী হা/৭২৫৭; মিশকাত হা/৩৬৯৬, ৩৬৬৪)*। বরং তা থেকে বিরত থাকতে হবে, তার প্রতিবাদ করতে হবে অথবা তাকে ঘৃণা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। সেক্ষেত্রে বাধ্য করা হলে সেদেশ থেকে হিজরত করতে হবে। বাধ্যগত অবস্থায় সেখানে অবস্থান করতে হলে এবং তাকে শরী'আতবিরোধী কাজ করতে বাধ্য করা হ'লে সেক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে না *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। *(বিস্তারিত দ্রঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই ৪২-৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : জনৈক বক্তা বলেন, ছালাত কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করার ব্যাপারে আল্লাহর নিকটে মূসা (আঃ)-এর বারবার যাওয়ার বিষয়টি সত্য নয় বরং রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং কয়েকবার গিয়ে তা কমিয়ে নিয়ে আসেন। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-জসীমুদ্দীন, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর: মূসা (আঃ)-এর পরামর্শক্রমে রাসূল (ছাঃ) বারবার গিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৩৮৮৭, মুসলিম হা/৪২৯)*। তবে নিঃসন্দেহে এটা ছিল পূর্বনির্ধারিত তাক্বদীর।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : ওযু অবস্থায় মোযা পরে কতক্ষণ যাবৎ পা মাসাহ করা যাবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর: ওযু অবস্থায় মোযা পরে মুক্বীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ করা জায়েয *(মুসলিম হা/২৭৬; মিশকাত হা/৫১৭)*। ছাফওয়ান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের আদেশ দিতেন, মুসাফির অবস্থায় আমরা যেন তিন দিন তিন রাত নাপাকীর গোসল ব্যতীত, এমনকি পায়খানা-পেশাব ও নিদ্রার পর ওযূ করার সময়ও আমাদের মোযাসমূহ না খুলি *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২০)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : জনৈক আলেম বলেন, ছাহাবী ও তাবেঈগণ জায়নামাযের চেয়ে মাটির উপর সিজদাকে অধিক উত্তম বলে অভিহিত করেছেন'। এ বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

-তাওয়াবুল ইসলাম
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : জায়নামাযের চেয়ে মাটির উপর সিজদা করা অধিক উত্তম মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায়না। সম্ভবতঃ এটা ভ্রান্ত ফিরক্বা শী'আদের অনুকরণ। কেননা তাদের নিকট মাটির উপর সিজদা করা ফরয। বিশেষতঃ কারবালার মাটিতে সিজদা করা অধিক ফযীলতপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক জায়নামাযে ছালাত আদায় করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মাদুরের উপর ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/৩৮১)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খেজুরের পাতার চাটাইয়ের উপর ছালাত আদায় করেছি *(বুখারী হা/৩৮০; মুসলিম হা/৬৫৮)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রচন্ড গরমের কারণে কাপড়ের টুকরা মাটিতে রেখে তার উপর সিজদা করতেন *(বুখারী হা/৩৮৫; ইরওয়া হা/৩১১)*। এছাড়া এ মর্মে বহু ছাহাবীর আমল পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : সোনা বা চাঁদির পাত্রে পানাহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-ওমর ফারূক
মালঞ্চি, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : সোনার বা চাঁদির পাত্রে পানাহার করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সোনা বা রূপার পাত্রে পানাহার করো না। কেননা দুনিয়াতে এগুলি কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে এগুলি তোমাদের জন্য *(বুখারী হা/৫৬৩২, মুসলিম হা/২০৬৭, মিশকাত হা/৪২৭২)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার পাত্রে খাবে বা পান করবে, জাহান্নামের আগুন তার পেট ছিন্নভিন্ন করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৭১)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : পুরুষের জন্য পর্দার বিধান রয়েছে কি? তাদের পর্দা কিভাবে হবে?

-হাবীবুল বাশার
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : মহিলাদের যেরূপ পর পুরুষ হ'তে পর্দা করা ফরয, তেমনি পুরুষদেরও বেগানা মহিলা হ'তে পর্দা করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর এটাই তাদের জন্য উত্তম। বস্তুতপক্ষে তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ৩০)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যখন তাদের (মহিলাদের) নিকট কোন বস্তু চাইবে তখন পর্দার বাইরে থেকে চাইবে। কেননা এটি তোমাদের ও তাদের অন্তর সমূহের জন্য পবিত্রতর' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমা। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১১০)*। পুরুষের জন্য দৃষ্টিকে সংযত করতে হবে। তবে মহিলাদের ন্যায় সর্বাঙ্গ ঢেকে পর্দা করতে হবে না।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : সন্তান জন্মের ৭ দিন পর আকীকা করা না হলে সেক্ষেত্রে করণীয় কি? পিতা-মাতা আকীকা না করে থাকলে নিজেই নিজের আকীকা করা যাবে কি?

-সোহেল, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আকীকা দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়' *(আবুদাউদ হা/২৮৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৩)*। তিনি বলেন, 'সন্তানের সাথে আক্বীক্বা জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৪৯)*। উক্ত হাদীছগুলিতে আকীকার গুরুত্ব ও সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনের আক্বীকাও সপ্তম দিনে করেছিলেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৩১১, সনদ হাসান)*। অতএব সক্ষম ব্যক্তি সপ্তম দিনেই আকীকা করবে। উল্লেখ্য, ৭ম দিনের পরে ১৪ ও ২১ দিনে দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৭০)*।

সঙ্গত কোন কারণে যদি সময়মত করা সম্ভব না হয়, পরবর্তীতে সুযোগ মত যেকোন সময় তা আদায় করবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওদূদ ৬৩ পৃঃ; আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং- ১৯৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ১৭৭৬; মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ২৫/২১৫)*।

শাফেঈ বিদ্বানগণের মতে সাত দিনে আক্বীক্বার বিষয়টি সীমা নির্দেশ মূলক নয় বরং এখতিয়ার মূলক। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, সাত দিনে আকীকার অর্থ হ'ল, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সাত দিনের পরে আকীকা করবে না *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃঃ)*।

অভিভাবক আকীকা না দিলে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে নিজেই নিজের আকীকা করতে পারে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, মাসআলা নং ৭৮৯৮; মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ২৬/২৬৬)*। খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, যদি আমি জানতাম যে, আমার পক্ষে আকীকা দেওয়া হয়নি, তবে অবশ্যই আমি নিজেই নিজের আকীকা করতাম *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/২৪৭১৮, ছহীহাহ হা/২৭২৬-এর আলোচনা দ্রঃ)*। হাসান বছরী (রহঃ) বলতেন যে, যদি তোমার পক্ষ থেকে আকীকা দেওয়া না হয়, তবে তুমি নিজেই নিজের আকীকা দাও, যদিও তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি হও *(ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৬/২৪০, সনদ হাসান, আলবানী, ছহীহাহ হা/২৭২৬-এর আলোচনা দ্রঃ)*।